কৃষণ চন্দর

গাধার আত্মকথা

অনুবাদ ঃ মোস্তফা হারুণ

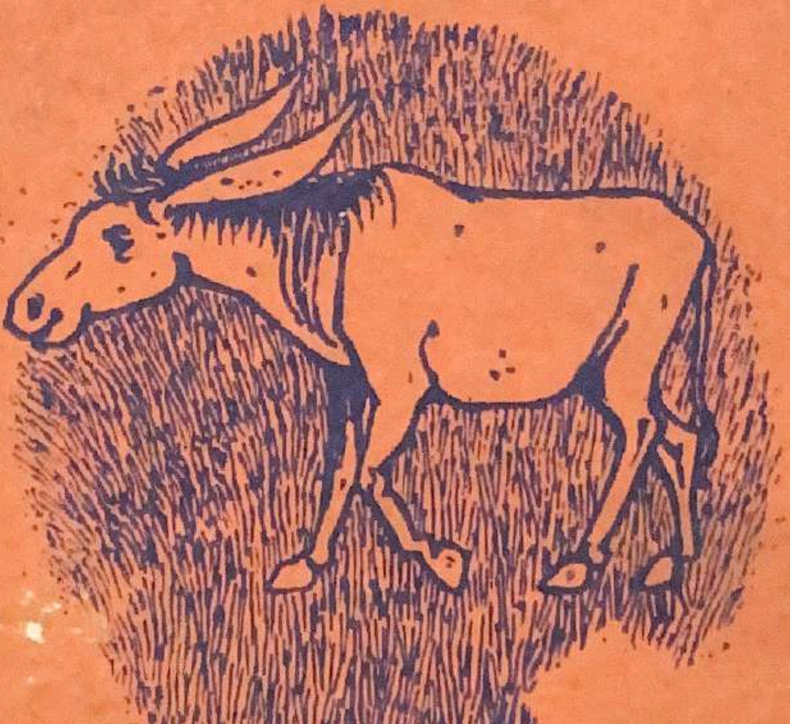

গাধার আত্মকথা

কৃষণ চন্দর

অনুবাদ

মোস্তফা হারুণ

মুক্তধারা

মুক্তধারা ৪৯৫

প্রকাশক
চিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা
[স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ]
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ।
প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ১৯৭৯
প্রচ্ছদ-শিল্পী ঃ
আবুল বারক্ আলভী
মুদ্রাকর ঃ
প্রভাংশুরঞ্জন সাহা
ঢাকা প্রেস
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ।
মূল্য ঃ দশ টাকা
[স্বঃ] জাহানারা হারুণ

GADHAR ATMAKATHA
By Krishan Chandar
(A Satirical novel)
Translated and edited by : MUSTAFA HAROON

MUKTADHARA
[Swadhin Bangla Sahitya Parisad]
74 Farashganj
Dacca—1
Bangladesh
Price : Taka 10·00

২২/২/৮০

"Melody House"
11 Kallyanpur. Road No. 2
Dhaka- 7.
Bangladesh.

উৎসর্গ

বাংলা সাহিত্যের
অপ্রতিদ্বন্দ্বী স্যাটায়ারিস্ট
মরহুম আবুল মনসুর আহমদ

ভূমিকা

'আমি গাধা বলছি'র মূল আখ্যান ভাগ বা বিকল্প কাহিনী হচ্ছে 'গাধার আত্মকথা' উপন্যাস। বইটি প্রকাশ হওয়ার কথা ছিল অনেক আগেই, কিন্তু নানা কারণে দেরী হয়ে গেল। আশা করি সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ ঐ বিলম্বের জন্য ক্ষমা করবেন।

এ দেশে উর্দু বই সংগ্রহ করে আবার তা যথার্থভাবে অনুবাদ করে পাঠকদের হাতে তুলে দিতে কতখানি কাঠখড় পোড়াতে হয়, তা একমাত্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাই জানেন। কিন্তু সমাজে আজ অনুবাদ সাহিত্যের গুরুত্ব এবং মূল্যায়ন হতাশাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে।

'গাধার আত্মকথা' সম্পর্কে তেমন কিছু বলার নেই। পাঠকদের রস-পিপাসা তৃপ্ত করার জন্য বইটি হাতেই আছে। এ বইয়ের নেহেরু-গাধা সাক্ষাৎকার, দিল্লী পৌরসভার নাগরিক সম্বর্ধনায় গাধার ঐতিহাসিক ভাষণ, বিউটি কনটেস্টে বিচারক হিসাবে গাধার সৌন্দর্য মূল্যায়নের অভিনব পন্থা অবলম্বন এবং গাধার সাংবাদিক সম্মেলন নিঃসন্দেহে সবাইকে হকচকিয়ে দেবে। মানবের সৃষ্ট দোজখ-সদৃশ এই সমাজকে নিয়ে এমন রঙ্গ ব্যঙ্গ, কুসংস্কার এবং অনাচারের প্রতি এমন ভ্রূকুটি সম্ভবত বিশ্ব-সাহিত্যে খুব কমই পরিলক্ষিত হয়। বইটি সর্বত্র সমাদৃত হোক, এই কামনা করি।

তাং ১লা জুন'৭৯

মোস্তফা হারুণ
বি ৭৫/জি-৮ মতিঝিল
কলোনী, ঢাকা-২

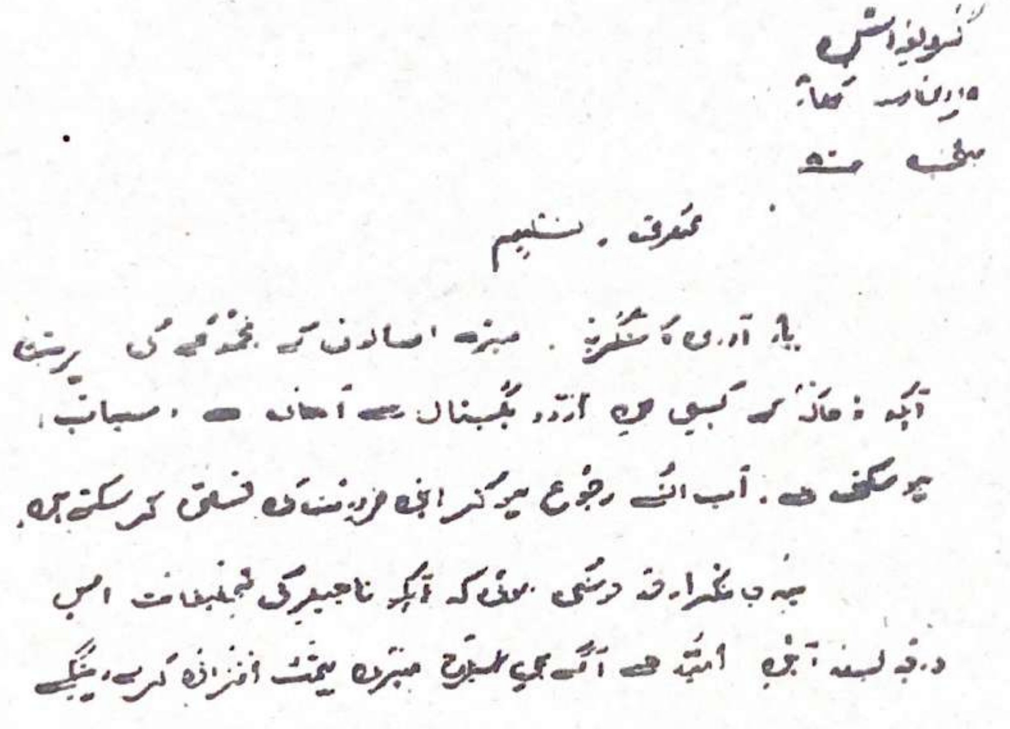

১৯৬৩ সালে উর্দু ডিপ্লোমা কোর্সের ছাত্র থাকাকালীন মোস্তফা হারুণকে লিখিত কৃষণ চন্দরের একটি চিঠির অনুলিপি ।

ভদ্রমহোদয়গণ, গোড়াতেই বলে রাখি, আমাকে কোন সাধু-ফকির মনে করবেন না। আমি না কোন পীর দস্তগীর, না স্বামী ঘমঘমানন্দ-এর চেলাচামুণ্ডা, না দোয়া তাবিজ দেনেওয়ালা সুফী গুরমুখ সিং মাঁঝিলা, না কোন ডাক্তার, না হাকিম, না হিমালয়ের চূড়ায় আসীন কোন মহাপুরুষ, না কোন চিত্রতারকা, না রাজনৈতিক নেতা—আমি নেহাত গোবেচারী এক গাধা। ছোট বেলায় ভুলক্রমে খবরের কাগজ পড়ার ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলাম। এই রোগ শেষাবধি আমাকে এমন জেঁকে ধরেছিল যে, ইট টানার কাজ রেখে আমি বেশীর ভাগ খবরের কাগজ পড়ার কাজে নিমগ্ন থাকতাম। তখন আমার প্রভু ছিলেন ধন্নু কুমার—নিবাস বারাবাংকী (এতদাঞ্চলের গাধার বেশ নামডাক আছে)। সৈয়দ কেরামত আলী শাহ, বার-এট-ল'র বাড়ীর কাছে ইট টানার কাজ চলছিল। সৈয়দ কেরামত আলী শাহ—লক্ষ্ণৌ-এর একজন স্বনামধন্য ব্যারিস্টার। নিজের মাতৃভূমি বারাবাংকীতে নিজেরই তদারকীতে মনের মতো একটি প্রাসাদোপম বাড়ী তৈরী করাচ্ছিলেন। লেখাপড়ার প্রতি সৈয়দ সাহেবের বেজায় ঝোঁক ছিল। এজন্যে বাড়ীতে প্রথম যে কামরাটি তৈরী করেন তা ছিল পাঠাগারের জন্য বরাদ্দ। যাকে বলে লাইব্রেরী হল, রিডিংরুম। সাত সকালে ঘুম থেকে উঠেই তিনি কামরাটিতে এসে চেয়ার পেতে বসতেন এবং খবরের কাগজ হাতে নিয়ে ইট সাফাইর কাজ তদারক করতেন। এ সময় আমারও মনের মধ্যে এক আধটু খবরের কাগজ পড়ার ইচ্ছে নিসপিস করতো। প্রায়শ এমন হতো, আমি একটা উঁচু দেয়ালের কাছে ইট রেখে দৌড়ে রিডিংরুমের ভেতর চলে আসতাম। উকিল সাহেব খবরের কাগজ পড়ায় এত নিমগ্ন থাকতেন যে, আমি যে তাঁর পেছনে এসে দাঁড়াতাম তিনি টের পেতেন না। এভাবে একটু একটু করে পড়তে পড়তে আমার উৎসাহ

এতখানি বেড়ে গিয়েছিল যে, অনেক সময় আমি উকিল সাহেবের আগেই খবরের কাগজ পড়া শুরু করে দিতাম। এমনও হতো, হয়ত আমি কাগজের প্রথম পৃষ্ঠা পড়ছি, আর উকিল সাহেব পড়ছেন সিনেমার বিজ্ঞাপনের পাতা। আমি হয়ত বলছি, বাহ্, আইসেনহাওয়ার আর বলগানিন দেখছি আবার মিলিত হচ্ছেন, আর তিনি বলছেন, বেশ, হযরতগঞ্জে দিলীপ কুমার-নিম্মির ছবি চলছে দেখছি। আমি হয়ত বলছি, উফ্, আলেকজান্দ্রিয়ার বিমান দুর্ঘটনায় বারজন যাত্রীর প্রাণ হানি হয়েছে, এ সময় তিনি বলে উঠলেন, বালাই ষাট, সোনার দাম দেখছি আজ আরো বেড়েছে।

ব্যস, এ ভাবেই আমাদের খবরের কাগজ পড়া চলতো। ইতিমধ্যে আমার প্রভু সর্দারকে যথারীতি ইটের হিসাব বুঝিয়ে ফিরে আসতেন এবং আমার পিঠে এক ঘা বসিয়ে দিয়ে আবার ইট টানার জন্য রওনা দিতেন। এ সময় উকিল সাহেব আমাকে কিছু বলতেন না। দ্বিতীয় পালায় আমি যখন ফিরে আসতাম তিনি কাগজের প্রথম পৃষ্ঠা আমাকে দিয়ে দিতেন। যদি খবরের কাগজ পড়া হয়ে যেতো তিনি লাইব্রেরীর ভেতরে যেয়ে বই নিয়ে আসতেন এবং জোরে জোরে পড়তে শুরু করতেন।

আমি যেটুকু লেখাপড়া শিখেছি এই সৈয়দ সাহেবের কেরামতি অথবা তাঁর অনুগ্রহও বলতে পারেন। কেননা, খবর পড়ার সময় বিচার-বিশ্লেষণ করা এবং উচ্চৈঃস্বরে বই পড়ে তার ওপর আলোচনা করার এক বিশেষ ধরনের অভ্যেস ছিল তাঁর। কিন্তু যেখানটায় তিনি বাড়ী তৈরী করছেন, সেখানে এমন কোন লোক পাননি, যার সাথে এসব নিয়ে দু'দণ্ড আলাপ আলোচনা চলতে পারে। এখানে সবাই যার যার ধান্ধায় ব্যস্ত, তন্মধ্যে আমিই একমাত্র গাধা যাকে তিনি পেয়েছেন কথা শোনাবার লোক হিসাবে। প্রকৃতপক্ষে তিনি কথা বলতে চাইতেন। মনের সব কথা খুলে তিনি কাউকে শোনাতে চাইতেন। গাধা ছাড়া এমতাবস্থায় যদি কোন খরগোসও তাঁর সান্নিধ্য পেতো, পণ্ডিত না হয়ে যেতোনা। সৈয়দ সাহেব খুবই স্নেহভাজন

হিসাবে আমাকে দেখতেন। প্রায়শ বলতেন, 'আফসোস, তুমি এক গাধা হয়ে জন্মেছ। যদি তুমি মানব-সন্তান হতে, তাহলে আমি তোমাকে আমার পুত্র হিসাবে বরণ করতাম।' বলাবাহুল্য, সৈয়দ সাহেব নিঃসন্তান ছিলেন।

যাক, শেষ অবধি যা হবার তাই হলো। একদিন সৈয়দ সাহেবের ভবন তৈরী হয়ে গেল আর আমাকেও সেখান থেকে পাততাড়ি গুটাতে হলো। ধন্নু কুমার তাড়ি খেয়ে এসে আমাকে ডাণ্ডাপেটা করে ঘর থেকে বের করে দিলো। খাবার জন্য দু'মুঠো ঘাস পর্যন্ত দিল না। আমার অপরাধ ছিল, আমি ইট টানার বেলায় কম এবং খবরের কাগজ পড়ার বেলায় বেশী পটু ছিলাম। বলল, 'আমি ইট টানার কাজ করতে পারে এমন গাধা চাই। খবরের কাগজ পড়ুয়া গাধার কোন দরকার নেই।'

আমি বেচারী রাতভর ক্ষুধা-তেষ্টায় ধন্নু কুমারের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডায় থর থর করে কাঁপছিলাম। আমি ভেবে রেখেছিলাম, রাতটা পোহালেই আমি সৈয়দ কেরামত আলী সাহেবের কুঠিতে যাব এবং তাঁকে বলব, 'যদি ইট টানার কাজ না থাকে, অন্তত বই পুস্তক টানার জন্যে আমাকে রাখুন।' আমি সেক্সপীয়র থেকে শুরু করে ছলিমদ্দি কলিমদ্দি পর্যন্ত সব লেখকের বই পড়েছি এবং এদের সম্পর্কে আমি যতটুকু জানি অন্য গাধা জানে থোড়াই। কিন্তু ভাগ্য দেখুন, পরদিন যখন আমি সেখানে গেলাম জানতে পারলাম রাতে সেখানে দাঙ্গাকারীরা হামলা করেছে, প্রাণ বাঁচাবার জন্যে সৈয়দ কেরামত আলীকে পাকিস্তানে পালিয়ে যেতে হয়েছে। এই দাঙ্গার দলে লাহোরের নামকরা গুণ্ডা ফলবিক্রেতা ফ্রুস সিংও ছিল। লাহোরী দরওয়াজার বাইরে তার ফলের বিরাট এক দোকান ছিল এবং মডেল টাউন সংলগ্ন ছিল সুদৃশ্য এক বাড়ী। এ জন্যে সে এতদঞ্চলে বাড়ী বা জমি ধরনের একটা সম্পত্তি গড়ার স্বপ্ন দেখতো। ভগবানের কৃপা বলতে হবে যে, সৈয়দ কেরামত আলীর এই নবনির্মিত বাড়ীটি তার ভাগ্যে জুটে গেল। আমি সকাল বেলা সেখানে পৌঁছে দেখি গুণ্ডা ফ্রুস সিং লাইব্রেরীর সকল বই পুস্তক বাইরে ছুড়ে ফেলছে এবং সেখানে ফল এনে ভর্তি করছে। সেক্সপীয়রের সেটের

জায়গায় ভর্তি হলো তরমুজ আর 'দিওয়ানে গালিব'-এর স্থলে এনে জড়ো করা হলো মালিহাবাদের আম। এভাবে যেখানে খলিল জিবরানের বই ছিল সেখানে এলো খরবুজা। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল বই পুস্তকের সম্ভার সব বাইরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আর যত ফল ছিল সব রিডিংরুম দখল করে বসেছে। এভাবে যেখানে আফলাতুন সেখানে আলু বোখারা, যেখানে সক্রেটিস সেখানে সীতাফল, যেখানে 'জোকা' সেখানে জাম, যেখানে শেলী সেখানে শরীফা, কীটস্-এর স্থলে কাকরী, কৃষনচন্দরের জায়গায় কলা আর ল, আহমদ-এর স্থলে লেবু। বই পুস্তকের এই দুরবস্থা দেখে অলক্ষ্যে আমার চোখে পানি ভরে এলো। প্রমাদ গুনছিলাম, এগুলো তুলে কোথায় নেয়া যায়। এমন সময় গুণ্ডা ক্রুস সিং ফলের লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে এসে চাকরকে বলল,

'এই গাধাটার পিঠে বইগুলো দিয়ে একটা লরিতে ভর্তি করে লক্ষ্ণৌ গিয়ে নিলামে বিক্রি করে এসো। যদি একবারে না হয় দশ বারে হলেও ক্ষতি নেই।'

অতএব চাকরটি সেমতে হুকুম তামিল করল এবং দিনভর আমাকে দিয়ে এই গাদা গাদা বই পুস্তক লরিতে ভর্তি করল। সন্ধ্যার দিকে আমি যখন শেষ বারের মতো বই নিয়ে লরিতে তুলে দিলাম, গুণ্ডা ক্রুস সিং-এর চাকরটা আমাকে একটু দূরে এনে ছেড়ে দিল এবং কি মনে করে আমার পিঠে কষে দুটো চাবুকের ঘা এবং একটা লাথি দিয়ে তাড়িয়ে দিল। আমি ভাবলাম, যে শহরে বই-পুস্তক, এবং পণ্ডিত লোকদের এহেন অপমান সেখানে না থাকাই শ্রেয়। এজন্যে আমি দেশত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলাম। দীর্ঘশ্বাস টেনে শহরের প্রাসাদরাজী এবং জনপদের দিকে আলতো নজর বুলিয়ে পথিমধ্যে দু'চার কামড় ঘাস খেয়ে দিল্লীর পথে যাত্রা করলাম। দিল্লী এই মহাভারতের রাজধানী—শিল্প-সাহিত্য এবং রাজনীতির কেন্দ্রভূমি—ভাবলাম সেখানে কোন মতে আমার দিন গুজরান হবেই।

তখনকার দিনে সর্বত্র 'দিল্লী চলো' শ্লোগানটি শোনা যাচ্ছিল। ছেলে-বুড়ো সবার মুখে এই একই কথা। অতএব আমিও এই শ্লোগানে

প্রভাবান্বিত হয়ে অন্যান্যদের সাথে দিল্লীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু পথ চলার দুঃখ কষ্টের ব্যাপারে কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। একবার হলো কি, হঠাৎ এক দাড়িওয়ালা বুড়ো মুসলমান একটা বাক্স বগলদাবা করে প্রাণের ভয়ে গ্রাম থেকে পালিয়ে আসছিল, আমি তার দুরবস্থা দেখে সহানুভূতি স্বরূপ তাকে পিঠে তুলে নিলাম এবং বড় বড় পা ফেলে চলছিলাম যাতে দাঙ্গাকারীরা তার নাগাল না পায়। আমি বেশ অনেক পথ এগিয়েও গিয়েছিলাম এবং মনে একটা সান্ত্বনা খুঁজে পাচ্ছিলাম, যাক বেচারীর প্রাণটা এযাত্রা বেঁচে গেল বলে। সহসা দেখতে পেলাম দাঙ্গাকারীরা আমাদের ঘিরে ফেলেছে। একজন আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখেছ বদমাশ মুসলমান বেটা না জানি কোন গরীব হিন্দুর গাধা চুরি করে নিয়ে চলেছে।'

মুসলমান বেচারী প্রাণ বাঁচাবার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করল। কিন্তু তাতে কোন কাজ হলো না। চোখের পলকের মধ্যে লোকটিকে হত্যা করা হলো। অতঃপর দাঙ্গাকারীদের একজন আমার গলার রশি হাতে তুলে নিলো এবং নিজের বাড়ীর দিকে নিয়ে চলল।

আমরা কিছুদূর এগিয়ে যেতেই মুসলমানদের পাড়ায় এসে পড়লাম। এখানেও দাঙ্গাকারীরা ওৎপেতে বসে আছে। একজন বলল, 'দেখেছ, এই অবলাজীব গাধাটি নিশ্চয়ই কোন মুসলমানের। এই চাড়ালটা গাধাটিকে নিয়ে চলেছে নিজের বাড়ীর দিকে।'

এই বেচারী নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য অনেক চেষ্টা করল। কিন্তু কোন তদবীরই তার খাটলো না, অবলীলাক্রমে তার শিরচ্ছেদ করা হলো। এবারে আমি এক মৌলবী সাবের হাতে পড়লাম। আমাকে হিড় হিড় করে টেনে তাঁর মসজিদের দিকে নিয়ে চললেন। পথিমধ্যে আমি মৌলবী সাবের কাছে অনেক কাকুতি মিনতি করলাম। বললাম,

গাধা ঃ হজুর, আমাকে ছেড়ে দিন।

মৌলবী ঃ তা কি হয়। তুমি তো 'মালে গনিমত'।

গাধা ঃ না হুজুর, আমি মালে গণিমত নই। সৌভাগ্য বলতে হবে যে কপাল ভাল বলে আমি এখনো বেঁচে আছি।

মৌলবী ঃ তুমি আগে একটা প্রশ্নের জবাব দাও, তুমি হিন্দু না মুসলমান, তারপর আমি একটা সিদ্ধান্ত নোব।

গাধা ঃ আমি না হিন্দু না মুসলমান—আমি তো ব্যস এক গাধা—গাধাদের তো কোন জাতিধর্ম হয় না।

মৌলবী ঃ আমার প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব দাও।

গাধা ঃ ঠিকই তো বলছি। এক মুসলমান বা হিন্দু গাধা হতে পারে, কিন্তু কোন গাধা হিন্দু বা মুসলমান হয় না।

মৌলবী ঃ তুমি বড় পাকা বদমাশ। বাড়ী নিয়ে তোমাকে সোজা করতে হবে।

মৌলবী সাহেব আমাকে মসজিদের বাইরে খুঁটিতে বেঁধে নিজের হুজরার দিকে চলে গেলেন। আমি এই সুযোগে রশি ছিড়ে দিলাম এক দৌড়। এমন দৌড় দিলাম যে, মাইলের পর মাইল চলে গেলাম কিন্তু পিছনে একবারও ফিরে তাকালাম না। আমি এবারে সিদ্ধান্ত নিলাম, এইসংকীর্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন মানব জাতির ঝগড়া বিসম্বাদের সাথে নিজেকে জড়াবার কোন মানে হয় না। আমি পারত পক্ষে হিন্দু হোক, মুসলমান হোক কারোই কোন উপকার করবোনা। তাই আমি দিনভর কোন গাছের ছায়ায় অথবা চারণ ভূমিতে ঘাস খেয়ে বেড়াতাম এবং যখনি রাত হয়ে আসতো, আমার দিল্লী সফর শুরু করতাম। এভাবে চলতে চলতে আমি প্রায় ৬।৭ মাস পর দিল্লী নগরীর উপকণ্ঠে যেয়ে উপনীত হলাম। দিল্লী নগরীর মোটামুটি একটা ভৌগোলিক বিবরণ দেয়া দরকার যাতে ভবিষ্যতে বিদেশী পর্যটকদের সুবিধা হয় এবং তারা কোন রকম প্রবঞ্চনার শিকার না হন।

দিল্লীর উত্তরে রিফিউজি, দক্ষিণে রিফিউজি, পশ্চিমে রিফিউজি এবং পূর্বেও রিফিউজিদের বাস। এর মধ্যিখানে মহাভারতের রাজধানী। এই শহরের আনাচে কানাচে সিনেমা হল এবং বীর্য্যবর্ধক সালসা আর শক্তি-বর্ধক বাদশাহী হালুয়ার পোস্টারে ছেয়ে আছে। এতেই এখানকার সভ্যতা এবং কৃষ্টি সম্পর্কে পরিমাপ করা যায়। আমি একবার চাঁদনাচক দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ চেয়ে দেখলাম এক ষোড়শী সুন্দরী টাঙ্গা গাড়ীতে বসে

নিচের পা-দানে পা রেখে চারদিকে একটা বিলাল কটাক্ষ হেনে নিজের সৌন্দর্য এবং যৌবন-স্বস্তি বিতরণ করে এগিয়ে চলেছেন। তাঁর পায়ের নিচেই লেখা ছিল 'আসল শক্তিবর্ধক বড়ি একমাত্র ইন্দিরা সিং জালিবির কাছেই পাওয়া যায়।' আমি এই অভিনব বিজ্ঞাপন দেখে প্রভাবান্বিতনা হয়ে-পারলাম না। পথের পাশে আমি দাঁড়িয়ে খিলখিল করে হেসে উঠলাম। পথচারীরা থমকে দাঁড়িয়ে গেল। পথিমধ্যে এভাবে এক গাধাকে হাসতে দেখে তারাও ঢলাঢলি করে হাসছিল। তারা আমার হাসি পাল্টা দেখে হাসছিল। আর আমিও তাদের কৃষ্টিকালাচার দেখে হাসছিলাম। যাই হোক, শেষাবধি এক পুলিশ এসে আমাকে লাঠিচার্জ করে তাড়িয়ে দিল। আমি টাউন হলের দিকে দৌড়ালাম। ভাবছিলাম, এসব লোকরা জানে না, কখনো গাধারাও মানুষের কাণ্ডকীর্তি দেখে হাসতে পারে।

যাঁরা দিল্লী ভ্রমণ করতে চান, তাঁদেরকে এটা বেশ মনে রাখতে হবে যে, এই শহরে প্রবেশ করার জন্য অনেক নগরদ্বার রয়েছে। দিল্লী দরওয়াজা, আজমেরী দরওয়াজা, তুর্কমান দরওয়াজা—কিন্তু এর কোনটি দিয়েই দিল্লীতে প্রবেশের উপায় নেই। কেননা, প্রায়শ এতে গরু-ছাগল, ভেড়া-বকরী আড়াআড়িভাবে বসে থাকে অথবা পুলিশের লোকরা খাটিয়া বিছিয়ে ঝিমুতে থাকে। তবে হ্যাঁ, এসব নগরদ্বারের ডানে বা বাঁয়ে অনেক রাস্তা আছে। আপনি এ সব রাস্তা দিয়ে শহরের ভেতরে প্রবেশ করতে পারেন। ইংরেজরাও এখানে 'ইণ্ডিয়া গেট' বলে একটা নগরদ্বার নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু এই গেট দিয়ে প্রবেশের কোন রাস্তাই নেই। এই দ্বারের চারদিকে ঘুরে ফিরে তবে ভেতরে প্রবেশ করতে হয়। হয়ত এমন দিনও বেশী দেরী নেই যেদিন দিল্লীর বাসিন্দারা নিজেদের বাড়ীতে এধরনের দরজা জানালা লাগিয়ে নেবে এবং তখন দরজার বদলে জানালা দিয়ে বাড়ীতে আসা যাওয়া করবে।

দিল্লীতে রয়েছে নয়াদিল্লী। নয়াদিল্লীতে রয়েছে কনাট প্যালেস। কনাট প্যালেস বেশ চমৎকার প্রাসাদ। সন্ধ্যার দিকে আমি দেখেছি লোকরা লোহার গাধার পিঠে চড়ে গোলচক্করে ঘোরাফিরা করছে। এই লোহার গাধা আমাদের চাইতে দ্রুতগামী। কিন্তু আমাদের মতো

আওয়াজ করতে পারে না। এখানে আমি অনেক লোককে ভেড়ার লোমের পোশাক পরতে দেখেছি। মেয়েরা মুখাবয়ব এবং হাতের নখে রং লাগিয়ে থাকে এবং মাথার চুল এমন উঁচু করে বাঁধে দূর থেকে ঠিক গাধার কানের মতো মনে হয়। এই মানুষগুলোর গাধা হবার কেন এত শখ, তা আজ জানলাম।

কনাট প্যালেস থেকে পায়চারী করতে করতে আমি ইণ্ডিয়া গেটের দিকে এগিয়ে গেলাম। এখানে কয়েক খণ্ড জমি ছিল বেশ নরম ঘাসে ভরপুর। ঘাসগুলো সুস্বাদু এতে কোন সন্দেহ নেই। দু'তিন দিন থেকে দানাপানি পেটে পড়েনি। আমি ঘাসের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। বেশ মজা করে খাচ্ছিলাম। এমন সময় আমার পিঠে এসে পড়ল এক ঘা। মাথা তুলে দেখলাম এক পুলিশ রাগে গর গর করে বলছিল,

'হতভাগা গাধা এখানে ঢুকে পড়ল কেমন করে ?'

আমি চট করে বললাম,

'কেন, গাধাদের নয়াদিল্লীতে প্রবেশ নিষেধ নাকি ?'

আমাকে কথা বলতে দেখে সে হকচকিয়ে গেল। সম্ভবত সে অদ্যাবধি কোন গাধাকে কথা বলতে দেখেনি। চোখ গোল গোল করে আমাকে দেখছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে যখন সে একটু প্রকৃতিস্থ হলো, আমাকে বেঁধে থানার দিকে নিয়ে চলল। থানায় নিয়ে সে আমাকে হেড কনস্টবলের সামনে নিয়ে হাজির করল।

হেড কনস্টবল বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল,

'এটাকে এখানে কেন নিয়ে এসেছ রামসিং ?'

'হুজুর এটা একটা গাধা।'

'গাধা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু এখানে নিয়ে আসার হেতু কি ?'

'গাধাটি ইণ্ডিয়া গেটের ওখানে বেআইনী ভাবে ঘাস খাচ্ছিল।'

'আরে, ঘাস খাচ্ছিল তো কি হয়েছে ? তুমিও দেখছি ঘাস খেয়ে এসেছ মনে হয়। এটাকে এখানে কেন নিয়ে এসেছে ? এটাকে বরং কোন আস্তাবল বা গোশালায় নিয়ে বেঁধে আসতে। এই অবলা জীবকে শুধু শুধু এখানে টেনে আনার কি দরকার ছিল ?'

রামসিং এবার বিজয়ীর ভঙ্গিতে বলল, 'এটাতো অবলা নয় স্যার, এটা রীতিমত কথা বলে।'

এবার হেড কনস্টবল একটু বেশীরকম অবাক এলো। তার মোটেই বিশ্বাস হচ্ছিল না। বলল,

'রামসিং, তোমার মাথা তো খারাপ হয়নি?'

'না স্যার, সত্যি সত্যি এ গাধা ট কথা বলে। আমি একটুও বাড়িয়ে বলছিনা।'

হেড কনস্টবল সিট থেকে লাফিয়ে উঠলেন। ঠিক ভূত দেখার মত করে। তাঁর বিস্মিত হওয়াটা মোটেই অমূলক নয়। এমনি তে দিল্লীতে এমন অনেক লোক রয়েছে যারা মানুষ হওয়া সত্ত্বেও গাধার মতো কথা বলে। কিন্তু গাধা হয়ে মানুষের ভাষায় কথা বলে এমন গাধার কথা তিনি কোনদিন শোনেন নি। এজন্যে তিনি হকচকিয়ে গেছেন। এখন তিনি কি করবেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না। শেষে তিনি ডায়েরী খুলে একের পর এক প্রশ্ন করে যেতে লাগলেন।

'তোমার নাম?'

'গাধা।'

'পিতার নাম?'

'গাধা।'

'দাদার নাম?'

'গাধা।'

'এ কি? সবাইর একই নাম? তা কেমন করে হয়? এই দেখো আমার নাম জ্যোতি সিং, আমার বাবার নাম পেয়ারে লাল; আমার দাদার নাম জীবন দাস। এভাবে একের পর এক আমাদের নাম বদলে যায়। তুমি অবিশ্যি মিথ্যা বলছ।'

আমি বললাম,

'না হুজুর, আমি এক রত্তি মিথ্যা বলছিনা। আমাদের বেলায় কোন নাম হয়না। বাবার যে নাম ছেলেরও একই নাম। পৌত্রের নামও তাই।'

'বুঝলাম, তাতে লাভ কি ?'

'লাভ ? লাভ হচ্ছে বংশ পরম্পরার কুষ্টি মেলাবার সুবিধা। বলুন তো, আপনি আপনার প্রপিতামহের বা তার ওপরের ব্যক্তির নাম বলতে পারেন ?'

'না পারব না।'

'কিন্তু আমি বলতে পারব। সমাজে সেই ব্যক্তি সবচাইতে সম্ভ্রান্ত যিনি তাঁর বংশ পরম্পরার চারশো, ছ'শো বা আটশো বছর আগের ব্যক্তির নাম বলতে পারেন। দেখুন আমি আট হাজার কিংবা আট লক্ষ বছরের পূর্বেকার গাধার নাম বলতে পারি আর তিনি হচ্ছেন 'শ্রীগাধা।' এবার দেখুন—আমার বংশমর্যাদা আপনাদের চাইতে কম না বেশী ?'

জ্যোতি সিং এবার একটু অন্যভাবে আমার দিকে তাকালো। কেমন সন্দেহজনক দৃষ্টি তার। উঠে রাম সিং-এর কানের কাছে যেয়ে বলল,

'আমার তো ব্যাপারটি গোলমেলে মনে হচ্ছে। বিপজ্জনক মনে হচ্ছে লোকটিকে, নিশ্চয়ই কোন বিদেশী গোয়েন্দা গাধার বেশ ধারণ করে দিল্লীতে এসেছে।'

রাম সিং বলল,

'স্যার, আমার তো মনে হয় এটার চামড়া তুলে নেয়া উচিত, তা'লেই ভেতর থেকে গোয়েন্দাটা বেরিয়ে আসবে, আর আমরা স্বচ্ছন্দে সেটাকে পাকড়াও করতে পারব।'

জ্যোতি সিং বলল,

'তুমি ঠিক বলছ। তবে এজন্যে সব-ইন্‌স্পেক্টর চাননরাম-এর অনুমতি লাগবে। চলো তাঁর কাছে নিয়ে চলি।'

আমার কান দু'টো গরম হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কোনমতে নিজেকে সামলে নিলাম। তাদের সাথে আমি ভেতরের কামরায় চাননরামের সামনে যেয়ে হাজির হলাম। তার গোঁফ অনেকটা বিচ্ছুর লেজের মতো বাঁকানো। তার মুখাবয়বে সব সময়ই বিরক্তি এবং উগ্র ভাব। এ লোকটিকে অদ্যাবধি কেউ হাসতে দেখেনি। এজন্যে অনেকে তাকে

একজন প্রথম শ্রেণীর পুলিশ অফিসার মনে করে। চাননরাম তাদের মুখে সকল বৃত্তান্ত শুনে আমার দিকে তাকিয়ে বলল,

'হঁ্যা, বুঝতে পেরেছি তুমি পাকিস্তানের গুপ্তচর।'

জবাবে আমি কিছুই বললাম না। এবারে টেবিলে জোরে থাপ্পড় মেরে বলল, 'তুমি যে রাশিয়ার গুপ্তচর এতে কোন সন্দেহ নেই।'

এবারেও আমি কিছু বললাম না। চাননরাম দাঁতে দাঁত পিষে বলল, 'বদমাশ, কম্যুনিস্ট, আমি তোমার হাড়মাংস চূর্ণ করে ছাড়ব—জলদি বলো তুমি কে?'

একথা বলে চাননরাম আমাকে লাথি, চড়, ঘুষি দিতে লাগল উপর্যুপরি। এভাবে মারতে মারতে যখন সে একেবারে হাফিয়ে উঠল আমি যন্ত্রণায় একটা গাধা-সুলভ আর্তনাদ করে উঠলাম। আমার আর্তনাদ শুনে সে থমকে গেল। চোখ ছানাবড়া করে আমার দিকে একবার তাকিয়ে পরে ওদের দু'জনের দিকে চোখ রেখে বলল,

'এ দেখছি নেহাত গাধা, এক গাধা ছাড়া অন্য কিছু নয়। অথচ তোমরা বলছ কিনা বিদেশী গুপ্তচর। আমার সাথে ঠাট্টা, দাঁড়াও তোমাদের দুজনকে ডিসমিস করছি।'

রাম সিং ও জ্যোতি সিং ভয়ে থর থর করে কেঁপে উঠল এবং হাত জোড় করে বলল,

'হুজুর সত্যি করে বলছি, বাইরের কামরায় দিব্যি কথা বলছিল। পরিষ্কার মানুষের ভাষায় কথা বলছিল।'

'তোমরা স্বপ্ন দেখেছ হয়তো—কাজ করতে করতে তোমাদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে, নইলে এসব আজগুবি স্বপ্ন দেখবে কেন? যাও গাধাটা নিয়ে কোন খোঁয়াড়ে দিয়ে এসো। তিন চার দিনের মধ্যে কেউ খোঁজ না করলে নিলামে চড়িয়ে দিও।'

আমি আনন্দে বাইরে চলে এলাম। যাক, আমার ফন্দিতে কাজ হলো। তা না হলে সত্যি এরা আমার চামড়া তুলে ভেতরের গুপ্তচরটিকে দেখে ছাড়তো।

এরপর এক সপ্তাহ গত হলো। কোন মালিক এসে আমাকে দাবি করলো না। ফলে, আমাকে রামু ধোপা নিলামে কিনে নিলো। যমুনা পাড়ের কৃষ্ণনগরের ধোপাপাড়ায় বাস করতো সে।

রামু ধোপা সেকালে সুই দালানে থাকতো। কিন্তু হালে তার অনেক খদ্দের হিজরত করে চলে গেল এবং বাদ বাকী যারা থাকলো তারা এতই গরীব হয়ে পড়েছিল যে, তারা নিজেদের কাপড় নিজেরাই ধুয়ে নিতো। অতএব বাধ্য হয়ে তাকেও হিজরত করে যমুনার তীরে কৃষ্ণনগরে আস্তানা করতে হলো। এখানে এসে আমাকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে। রামু সকাল হতেই আমার পিঠে কাপড়ের গাঁট তুলে দিতো এবং যমুনাতে এসে সব কাপড় নাবিয়ে ধোয়ার কাজে লেগে যেতো। দুপুরের দিকে তার স্ত্রী খাবার নিয়ে আসতো, এসময় কিছু ধোয়া কাপড় আবার আমার পিঠে দিয়ে ইস্তিরি করার জন্য নিয়ে আসতো। এছাড়া বাদ বাকী সময় আমি যমুনার পাড়ে ঘুরে ঘুরে ঘাস খেতাম অথবা রেলওয়ে ওভারব্রীজের লোকদের তামাশা দেখতাম। দিনের শেষে রামু অবশিষ্ট কাপড় সহ নিজে আমার পিঠে চড়ে বসতো এবং বাড়ী পেঁাছে আমাকে খুঁটির সাথে বেঁধে এক আঁটি ঘাস সামনে ফেলে দিয়ে নিজে খাটিয়ার উপর সটান গা এলিয়ে দিতো। বৎস, সারা দিনমান জীবনটা এভাবেই চলছিল। এক খুঁটি থেকে আরেক খুঁটি, ঘর থেকে ঘাট, ঘাট থেকে ঘর—এর মধ্যে পড়ার মতো কোন বই পুস্তকের দেখা মিলতোনা। খবরের কাগজও পেতাম না। বিশ্বের কোথায় কি ঘটছে, বিজ্ঞানের খবরাখবর, সিনেমা জগতের খবর, আর্ট কালচার ও নৃত্যকলা, নাগরিক সভ্যতা ও সৌন্দর্যচর্চা, সুকুমার শিল্প এবং দর্শন চিন্তা—এ সব কিছু থেকে আমার এবং রামুর জীবন ছিল সম্পূর্ণ বঞ্চিত। আমি তো এক গাধা, আমার কথা না হয় বাদই দিলাম—কিন্তু রামু, রামুর পরিবার এবং তার চারপাশে যেসব লোকেরা বাস করতো তাদের গোটা জীবনী ঠিক আমারই মতো ছিল। কত সুন্দর কাপড় চোপড় এখানে ধোয়ার জন্য আসতো, সিফন, চমৎকার সার্টিন, ফুলতোলা ক্রেপস্ এবং হাল্কা মেঘের মতো রংবেরং-এর ওড়না, আরো কত কি! কিন্তু রামু এবং তার

পরিবারের লোকদের ভাগ্যে এ ধরনের একখানা কাপড়ও জুটেনা। সন্ধ্যার দিকে আমরা যখন যমুনা থেকে ফিরে আসতাম রাস্তার পাশে একটা নতুন সিনেমা হলের সামনে দর্শনার্থীদের বেজায় রকম ভিড় পরিলক্ষিত হতো। কিন্তু রামু শুধু সিনেমার রঙিন পোস্টারের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে এগিয়ে যেতো। প্রতি দিনই তার সিনেমা দেখতে ইচ্ছা করতো—তার সমগোত্রীয়দের মনেও এমন ইচ্ছা করতো। কিন্তু পকেটের পয়সা গুনে যখন ভাবতো এ পয়সায় আটা হবেনা, টিকেট হবে তবু আটাকেই প্রাধান্য দিয়ে তা কিনে নিয়ে বাড়ী ফিরে যেতো। কখনো আটা ক্রয় রেখে তারা টিকেট কিনতো বৈ কি! কিন্তু সেদিন বাড়ীতে তা নিয়ে দারুণ ঝগড়া ঝাটি হতো। একবার রামুও একাজ করলো। সে শুধু সিনেমার টিকেটই কিনেছিলো; একটু তাড়ি পর্যন্ত সেদিন সে মুখে দেয় নি। আমাকে সেদিন এক টাঙ্গাওয়ালার হাওলা করে ভেতরে চলে গেল। হলের বাইরে ৩।৪টা টাঙ্গাগাড়ী দাঁড়িয়েছিল। ঘোড়াগুলো নানা হ্রেষারব করে নিজেদের মধ্যে আলাপ সালাপ করছিল।

এক ঘোড়ার গায়ের রং ছিল খয়েরী এবং মাথায় একটি সাদা রং ছিল। কোন প্রাইভেট টাঙ্গা ছিল সেটা। এজন্য ঘোড়াটিকে একটু দাম্ভিক মনে হচ্ছিল। অন্য ঘোড়াগুলোকে সে বলছিল ঃ

'আমার মালিক ফাইটিং ছবি বেশ পছন্দ করেন। এ ধরনের সিনেমা দেখে বাসায় ফেরার পথে সিনেমার স্টাইলেই হাকডাক দিয়ে জোরে জোরে টাঙ্গা চালাতে থাকে। বেশ মনে আছে, একবার সিনেমা দেখে বাসায় ফেরার পথে ভরা বাজারের মধ্য দিয়ে ঠিক সিনেমার হিরোর মতোই বেপরোয়া টাঙ্গা চালাতে লাগল। বাব্বাহ্ সেকি দৌড়! ফলে বেশ ক'জন লোক আহত হলো আর একটা শিশু হাসপাতালে গিয়ে প্রাণত্যাগ করল। আমার মালিক পয়সাওয়ালা লোক—তিনি লোকদের বুঝিয়ে বললেন, তিনি একটু মাত্রা ছাড়িয়ে পান করছিলেন। লোকেরা তাতেই মেনে গেল এবং শুধু জরিমানা দিয়ে প্রাণটা রক্ষা পেল।'

দ্বিতীয় ঘোড়াটি বলল,

'আমার টাঙ্গাতে চড়ে যে দুই মহিলা এসেছে তারা শুধু দেখতে এসেছে এই ছবিতে মধুবালা কি ফ্যাশনের পোশাক ব্যবহার করেছে। তাদের একজন তো কাগজ পেন্সিল নিয়ে এসেছে, হলে বসে সে মধুবালার চুলের বিন্যাস ও পোশাকের নমুনা নকল করে নেবে।'

তৃতীয় ঘোড়া বলল,

'আমার মালিক একজন সম্মানী লোক। সপ্তাহে একদিন তিনি তাঁর ফিঁয়াসেকে (এক গরীব ইংরেজ-এর স্ত্রী) নিয়ে এখানে ছবি দেখতে আসেন। ইচ্ছা করলে তিনি নয়াদিল্লীতেও গিয়ে ভালো হলে ছবি দেখতে পারেন। কিন্তু যেহেতু সম্মানী লোক, তাঁর ইজ্জতের বড় খেয়াল।'

আমি দম টেনে (ঘোড়াগুলো বেশ সম্ভ্রান্ত বিধায়) তাদের কথায় নাক গলাবার দুঃসাহস করে বললাম,

'আচ্ছা ভাই, আসলে এই সিনেমার ব্যাপারটা কি?'

আমার প্রশ্ন শুনে ঘোড়া তিনটি আমার দিকে ধ্যাক্কারজনক দৃষ্টিতে তাকাল। তাদের কৌতুহলী চোখ যেন বলছিল, জাতে গাধা নাহলে এ রকম বেখাপ্পা প্রশ্ন করে? পরক্ষণেই তিনজন একসঙ্গে হেসে উঠল এবং আমার প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে নিজেদের কথায় মনোযোগ দিল। খয়েরী রং-এর ঘোড়া বলল, 'ঐ শোন ঘণ্টা বাজছে, ইণ্টারভেল হলো।'

ছবি শেষ হবার পর রামু ধোপা তাড়ির নেশায় চুর হয়ে আমার পিঠে চেপে বসল। আজ যে ছবি দেখে বেরিয়েছে সে ছবিরই নতুন এক গান তার মুখে। গান গাইতে গাইতে চলেছে বাড়ীর দিকে। আগে সে বাড়ীর দিকে রওনা দিলে পথ-ঘাট বাৎলে দিতো আমাকে, কিন্তু আজ আমাকেই খুঁজে নিতে হচ্ছে পথ-ঘাট। ক'বারই আমার পিঠ থেকে পড়ি পড়ি করে বেঁচে গেছে। এভাবে কোনমতে আমি তাকে নিয়ে বাড়ী পেঁৗছলাম। বাড়ী পেঁৗছার পর তার স্ত্রী যেভাবে তার সমাদর করল, না বলাই ভাল। রামুর আজকের এই বিলাসিতার জন্য ঘরে উনুনে হাড়ি চড়েনি। বাচ্চাকাচ্চাগুলো কান্নাকাটি করে ঘুমিয়ে পড়েছে। স্বামী-স্ত্রীতে যুদ্ধ হলো একচোট। স্ত্রী বলছিল, 'মিন্‌সে কোন মুখে তুই তাড়ি

গিলেছিস্, সিনেমা দেখেছিস—জানিসনা যে আজ চুলো জ্বলবেনা।' ওদিকে রামু হাত নেড়ে নেড়ে মাথা নত করে বলছিল, 'জানতাম ঠিকই, কিন্তু না যেয়ে পারলাম না। মাথার মধ্যে সারাক্ষণ কাপড় ধোয়ার 'ছুয়া ছো' শব্দ হাতুড়ি পিটাতে থাকে, মনে হয় মাথাটা ফেটে যাবে। এ সময় গলায় একটু তাড়ি ঢালতে পারলে নিস্তার পাই। সিনেমা আমি কি রোজই দেখি? কসম করে বলতে পারি আজ ছ'মাস পরে গেলাম। মনটা বড় টানছিল, না গিয়ে পারছিলাম না। এই পুঁতি-গন্ধময় বস্তিতে প্রাণটা হাঁফিয়ে উঠেছে। তাই একটু সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। মন্দ কি, সেখানে খুব সুন্দর একটা বাড়ী দেখলাম। রং-বেরং-এর কাপড়, চমৎকার নাচ, ফুটফুটে ছেলেমেয়ে—এবং এমন সব 'মাইয়া মানুষ' দেখলাম যা আমাদের পাড়ায় কোনদিন দেখিনি।'

রামুর বৌ একটা ঝাটা তুলে বলল,

'তবু সেকথা বলছ তোমার লজ্জা করছেনা? এদিকে আমরা সবাই উপোষ আর ওদিকে উনি বায়স্কোপ দেখছেন।'

'উপোষ তো আমিও আছি। সত্যি বলতে কি, এই পেটের ক্ষুধাটা বড্ড জ্বালাতন করে। অবশ্য কখনো কখনো অন্য ক্ষুধাটাও এমন-ভাবে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে যে তখন আর টিকা যায়না। ধোপা হয়েছি তাতে কি, আমিও তো একটা মানুষ। পেটের ক্ষুধা ছাড়া অন্য ক্ষুধাও মানুষের আছে, সে ক্ষুধা যখন ওঠে তখন মনটা কুরে কুরে খায়।'

সে রাতে আমার ভাগ্যেও ঘাস মেলেনি। পেটে ক্ষুধা রেখেই আমি ভাবতে লাগলাম, রামু ঠিকই বলছে। রামু তো আমার মতো গাধা নয় যে, দিনভর কাপড়ের গাঁট টানবে আর ঘাস খাবে। সে একজন মানুষ। পেটের ক্ষুধা ছাড়াও তার অন্য ক্ষুধাও রয়েছে। ভালো একটি বাড়ীতে থাকার ক্ষুধা, ভাল কাপড়ের ক্ষুধা, ভাল নাচ দেখার ক্ষুধা, সুন্দর একখানি মুখ দেখার ক্ষুধা, দিগন্তে ফুটে ওঠা সিঁদুরে রং-এর আল্পনা দেখার ক্ষুধা —আমি যমুনার তীরে সবুজ দূর্বা ঘাসে দু'এক কামড় দিতে দিতে কতবার আমি যমুনার বুকে ডুবন্ত সূর্য ও প্রভাতের ঊষালোককে প্রত্যক্ষ করেছি, সেই মায়াময় দৃশ্য দেখে আমি বিমোহিত হয়েছি বারংবার। কিন্তু এ

সময়টাতে আমি লক্ষ্য করে দেখেছি রামু নির্বিকার তখন কোমর পানিতে মাথা নিচু করে কাপড়ের 'ছুয়াছু' করে চলেছে অবলীলাক্রমে। আমি সামান্য এক গাধা হয়ে প্রকৃতির এই নৈসর্গিক দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়েছি, অথচ এ ব্যাপারে তার কোন খেয়াল খবর নেই। ধিক এ জীবনের প্রতি। সমাজের এ শ্রেণীর হাজার হাজার কোটি কোটি লোকের জীবন সত্যি গাধার জীবনের চাইতেও অধম।

রাতভর খালি পেটে আমার মনে এ ধরনের আরো অনেক ভাবনা এসে ভর করেছে। কিন্তু এরপর সেখানে আমি বেশীদিন টিকতে পারিনি। এটা ভাববেন না যে, আমি ইচ্ছাকরেই এই আস্তানা ত্যাগ করেছি। প্রকৃত পক্ষে এখানে আমি খুব কষ্ট পেতাম। একেতো কোন খবরের কাগজের দেখা পেতাম না, অনেকদিন হয়েছে কোন বই পুস্তক পড়িনি। যমুনার তীরে এই যে জনপদ গড়ে ওঠেছে সাধারণত এরা এত গরীব যে, বই কিনে পড়ার ক্ষমতা এদের নেই। তাছাড়া এরা অনেকেই নিরক্ষর, মূর্খ। এখানে প্রায়শ গালিগালাজ ও ঝগড়া ফাসাদ লেগেই থাকে। আমি ধোপাদের যে গলিতে থাকি সেখানে প্রতিদিনই ছুতা-নাতা বিষয় নিয়ে প্রায়শ লড়াই ঝগড়া হয়। ঝগড়ার পর ধোপাদের জিদ এসে পড়ে গাধা অথবা স্ত্রী-পুত্রের ওপর! অপরাধ কার? অপরাধ সম্ভবত পরিস্থিতির, যে পরিস্থিতি তাদেরকে মানুষ থেকে পাশবিক জীবন গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে। সমাজের এই অবস্থাকে তো আর ডাণ্ডা পেটা করে ঠিক করা যায় না। তাতে হানাহানি বেড়ে যাবে। এজন্যে ঝগড়ায় পরাজিত হয়ে এরা নিজের অবলা গাধাকে পিটিয়ে জিদ মেটাতে চায় এবং আইনসঙ্গতভাবে যেন তা পারেও তারা। অতএব রামুর এখানে আমার মতো পড়ুয়া গাধার দুঃখ কষ্ট হবে এতে আর বিচিত্র কি? তা সত্ত্বেও আমি তার আস্তানা ত্যাগ করতে চাইছিলাম না। কেননা রামু একজন বিশ্বস্ত এবং দয়াবান লোক ছিল। কাপড় ধোয়ার কাজে তাকে খুব কষ্ট করতে হতো। শুধু দু'বেলা খাবার জোটার জন্যে সকাল সন্ধ্যা গলদঘর্ম হয়ে কাজ করতো সে। এসব দেখে তার প্রতি দয়া হতো আমার, এজন্যে আমি তাকে ছাড়তে চাইতাম না। কিন্তু বিধি হলো বাম, একদিন রামু—

যমুনাতে কোমর পানিতে কাপড় ধোয়ার কাজ করছিল, এমন সময় এক কুমীর এসে ওর পা কামড়ে ধরল। নিজেকে ছাড়াবার জন্যে রামু প্রাণপণ চেষ্টা করল। দুপুরের সময় ছিল। উপরের পুল দিয়ে হাজার হাজার লোক আসা যাওয়া করছিল। একটা রেল গাড়ীও গেল এরি মধ্যে। পুলের উপর এক পুলিশও দাঁড়িয়ে ছিল। রামুর চিৎকারের প্রতি কেউ কর্ণপাত করলোনা এবং দেখতে দেখতে কুমীর তাকে নিয়ে যমুনার গভীরে ডুব দিল।

রামুর এই দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুর জন্য খদ্দেরদের দুঃখ হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু তার চাইতে বেশী দুঃখ হয়েছে তাদের কাপড়গুলোর হদিস না পাওয়ায়। রামু এবং কুমীরের লড়াই চলেছিল বেশ অনেক্ষেণ। এ সময়ে অনেক কাপড় পানিতে ভেসে গেছে। বেশ ক'জন খদ্দেরই বাড়ী বয়ে এসে সমবেদনা জানিয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাগাদাও শুরু করেছে তাদের হারানো কাপড়ের। 'হাঁ, রামু খুব ভাল ধোপা ছিল, কিন্তু আমার সিফন শাড়ীটার ভাগ্যে এই ছিল, আগে যদি জানতাম। সাটিনের সালোয়ারটা পর্যন্ত সম্পূর্ণ নূতন ছিল, গুলজার টেইলার মাস্টারের ওখান থেকে কালই ওটা সেলাই করে আনা হয়েছিল। দেখতো ওটা খুঁজে পাও কিনা—কাপড়ের এই গাঁদা খোল দেখি।'

এসব লোকগুলোর মনোবৃত্তি দেখে সত্যি আমার দুঃখ হলো। আমরা গাধারা পর্যন্ত সদ্যোমৃত কোন ব্যক্তির স্ত্রীর সাথে এ ধারা ব্যবহার করতে পারি না। মানুষ সবই পারে—যেহেতু তারা আশরাফুল মখলুকাত।

ক'দিনের মধ্যেই রামুর স্ত্রী ও ছেলেপিলেদের অবস্থা সংকটাপন্ন হয়ে পড়লো। ঘরে কোন খাবার ছিল না, উপবাস পর্ব চললো। ধোপা-মহল্লার পঞ্চায়েত দয়াপরবশ হয়ে একদিন কিছু চাল ডাল পাঠিয়ে দিলো। অবশ্য ক'দিন থেকে এই লোকটি গোলগাল স্বাস্থ্যসম্পন্ন রামুর বৌর প্রতি বদ নজর রেখে চলেছিল। চাল ডাল পাঠিয়ে দেবার পর সন্ধ্যার দিকে তাড়ি খেয়ে সে চলে এলো এবং রামুর বৌকে তার ঘরে চলে আসতে বলল।

রামুর বৌ তাকে অনেক গালমন্দ করে ঘর থেকে বের করে দিল এবং ঘরে ফিরে এসে মাথায় হাত দিয়ে কাঁদতে লাগল। আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'দেখুন, এত হতোদ্যম হলে চলে না। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

রামুর স্ত্রী আমাকে কথা বলতে শুনে হকচকিয়ে গেল। আমি দ্বিতীয়বার আমার কথা উচ্চারণ করাতে এবার সে বুঝতে পারল আমি সত্যি সত্যি কথা বলছি এবং দু'চোখ ছানাবড়া করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। কারণ, আমি দিল্লীতে আসা অবধি মনুষ্য জাতির ভাষায় কোন কথা বলিনি। সে আমাকে কথা বলতে দেখে সত্যি ঘাবড়ে গেল। অবশেষে আমি তাকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠিক করে নিলাম। বললাম এটা কোন ফকিরী বা কেরামতি নয়, একটা বিশেষ অবস্থায় পড়ে আমাকে মানুষের ভাষা শিখতে হয়েছিল।

আমি তাকে বললাম,

'প্রভু, এটা জেনে রাখবেন, আমি সত্যি এক গাধা, কিন্তু এতদিন আপনার এখানে নুননমক খেয়েছি। আপনি বাচ্চাকাচ্চাদের নিয়ে বাসায় নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি একবার বেরিয়ে পড়তে চাই, দেখি কোন একটা উপায় হয় কিনা।'

রামুর স্ত্রী কণ্ঠে হতাশা মিশিয়ে বলল,

'আমাদের মতো গরীবদের উপায় আর কি? কে আমাদের দুঃখ বুঝবে?'

'গরীব হয়েছি তাতে কি?' আমার কণ্ঠে দৃঢ় প্রত্যয়।

'এই দেশের মাটি আমাদের, সমাজ আমাদের, আমরা এখন স্বাধীন, আমরা ইচ্ছা করলে অনেক অসাধ্য সাধন করতে পারি। তুমি একটুও চিন্তা করোনা—একটা কিছু উপায় আমাদের হবেই। আমি আজই তোমাদের সাহায্যের জন্য মিউনিসিপ্যাল কমিটিতে দরখাস্ত নিয়ে যাচ্ছি।'

কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটির মুহুরী, তার চাপরাসী, এক বন্ধু এবং হেডক্লার্ক এক সাথে টেবিলে রেজিস্টার রেখে তার ওপর তাস ছড়িয়ে

আড়াআড়ি অবস্থায় বসেছিল, এমন সময় ধীর পদে তাদের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি এবং আস্তে করে বললাম,

'বড়ই বিপদ স্যার।'

তারা তাস খেলায় এতই নিমগ্ন ছিল যে, আমার কথায় তারা তেমন সায় দিল না। শুধু মুহুরী মনে করল তার কোন শুভাকাঙ্ক্ষী পেছনে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছে এবং সমবেদনা জানাচ্ছে। তাই পেছনের দিকে না তাকিয়েই বলল, 'হঁ্যা সত্যি বিপদ ভাই। কোন চালই মাথায় আসছেনা। যদি এটা (একটা তাস দেখিয়ে) ছাড়ি তাহলে এটার অপজিট তাস দিয়ে খেয়ে ফেলবে। যদি এটা ছাড়ি তাহলে এটার চাইতেও বড় তাস রয়েছে তাদের, আর যদি এটা ... ... '

আমি তার কথা কাটিয়ে বললাম, 'সে বিপদ নয় স্যার, রামু ধোপা মারা গেছে।'

মুহরী একটু রাগত স্বরে বলল,

'মরতে দাও ইয়ার, এখানে আমার তাসের বাদশাই মারা যাচ্ছে, আর তুমি কিনা বলছ কোথাকার কোন ধোপার কথা।'

বলেই হঠাৎ আমার দিকে মুখ ফিরে তাকালো। একজন মানুষের বদলে সেখানে এক গাধাকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একেবারে ক্ষেপে গেল এবং চাপরাসীকে বলল, 'বেশতো; আজকাল অফিসের মধ্যে গাধা পর্যন্ত ঢুকে পড়ে, তোমরা থাকো কোথায়? জলদি বের করো এটাকে।'

চাপরাসী লাঠিপেটা করে আমাকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিলো। এরপর তারা আবার খেলায় মনোনিবেশ করলো। আমি কিছুক্ষণ পর আবার মুহুরীর পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম এবং আমার লম্বাকান দুটো জোড় করে 'নমস্তে' বললাম এবং অত্যন্ত করুণ কণ্ঠে বললাম, 'হুজুর', রামু ধোপা......'

মুহুরী আবার আমাকে ফিরে দেখল। লোকটিকে কট্টর বদমাশ বলে মনে হলো। আমি যে গাধা হয়ে মানুষের ভাষায় কথা বলছি তাও সে ভ্রূক্ষেপ করলোনা। মনে হলো, জীবনে এ ধরনের গাধা সে বিস্তর দেখেছে। সে আমাকে ধমক দিয়ে বলল,

'তাড়াতাড়ি বলো, কি চাও ?'

'স্যার, এই অধম রামু ধোপার নিজস্ব গাধা। তিনদিন হলো রামু ধোপা যমুনাতে কাপড় কাচতে গেলে কুমীরে তাকে খেয়ে ফেলে। এখন রামুর বউ, বাল-বাচ্চা সব উপোস করছে।'

'উপোস করছে তো আমি কি করব ? আমি কি এখানে কোন এতিমখানা খুলে বসেছি ?"

'না হুজুর আমি সেকথা বলছিনা, ঘাটে ধোপাদের কাছ থেকে কর আদায় করা হয়। পুলের উপর দিয়ে কোন গাধা বা গরু যদি মালা-মাল নিয়ে যায় আপনারা ট্যাক্স আদায় করেন। এত ট্যাক্স ও কর আপনারা উসুল করে থাকেন, অথচ এক গরীব ধোপার বিপন্ন স্ত্রী-পুত্রের কোন সংস্থান কি আপনাদের দিয়ে হবে না ?'

'কিভাবে হবে ? ধোপাকে এক কুমীরে খেয়েছে, আমরাতো খাইনি।'

'বেশতো শুনালেন—আপনারা যে ঘাট থেকে ট্যাক্স উসুল করেন তা কিসের জন্য ? যদি এই ঘাটে কোন ধোপা কুমীরের শিকার হয় সেজন্য দায়ী হবে কে ? মিউনিসিপ্যালিটি যখন এদের কাছ থেকে ট্যাক্স নেয়, এদের নিরাপত্তার বন্দোবস্তও তাদেরকে করতে হবে।'

মুহরী বেশ চালাক লোক। সেকথা কেটে নিয়ে বলল,

'ধোপাদেরকে একটু সাবধানে চলতে হবে বৈকি, তা নাহলে রামুর মতো তাদেরকেও বিপদে পড়তে হবে।'

আমি বললাম,

'আপনি কথাটা উড়িয়ে দেবেন না। এ ব্যাপারে আপনারা কতটুকু করতে পারেন তা দয়া করে জানাবেন।'

মুহরী দেখলো আমি একেবারে নাছোর বান্দা। এজন্যে একটু নরম হয়ে বলল,

'আসলে কথা হলো, যেখানে এ ঘটনা ঘটেছে সেটা আমাদের এলাকার বাইরে। যমুনা ঘাটতো দিল্লী মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে—দিল্লী টাউন হলে গিয়ে এসব জিজ্ঞেস করো এবং দয়াকরে রাস্তা মাপো।'

লোকগুলো আবার তাসের খেলায় ডুব দিল। আমি যমুনা পাড়ে যাবার মনস্থ করলাম। পুল পার হতে যাব এমন সময় সান্ত্রী আমার পথ রোধ করে বলল,

'এই ভবঘুরে গাধাটা আবার যাচ্ছে কোথায় ?'

আমি চট করে বললাম,

'টাউন হলে।'

'তোর মালিক কোথায় ?'

'আমার কোন মালিক নেই। আজ থেকে আমি স্বাধীন।'

সান্ত্রী বলল,

'দেশ স্বাধীন হয়েছে বলে তোমরা স্বাধীন হয়েছ, তা কেমন করে হয় ? কেউ না কেউ মালিক তোমার আছে, যার হুকুম তোমাকে শুনতে হয়।'

আমি বললাম,

'তাহলে বলো দেখি, তোমার মালিক কে ?'

'হেড কনস্টেবল।'

'হেড কনস্টেবলের মালিক ?'

'সাব ইন্‌স্পেক্টর।'

'তার মালিক ?'

'ইন্‌স্পেক্টর।' এরপর কন্‌স্টেবল একটু উত্তেজিত হয়ে বলল, 'এভাবে উপরের দিকে যাও, ডি. এস. পি. এস. পি. সুপার এবং শেষাবধি মন্ত্রী।'

'আচ্ছা মন্ত্রীদের মালিক কে ?'

'তারা রিজার্ভ ব্যাংক থেকে বেতন পেয়ে থাকে। এজন্যে রিজার্ভ ব্যাংক তাদের মনিব।'

'রিজার্ভ ব্যাংকের উপরে কে ?'

'রিজার্ভ ব্যাংকের উপরে আবার কে ? এই ব্যাংকে টাকা থাকে, অতএব টাকাই সবার উপরে।'

'আচ্ছা, তাহলে টাকার চাইতে বড় কে ?'

'টাকার চেয়ে বড় ?' সান্ত্রী এবারে আমার প্রশ্ন শুনে মাথা চুলকালো। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল,

'সত্যি তো টাকার চেয়ে বড় কে, এটাতো আমার মাথায় আসছে না। কে বড় তুমি বলতে পারো ?'

আমি বললাম,

'আমি এক গাধা হয়ে এই কঠিন প্রশ্নের জবাব কেমন করে দোব ? তুমি এবারে আমাকে টাউন হলে যেতে দাও। আমি রামু ধোপার পরিবারের সাহায্যের জন্য ওখানে যাচ্ছি। ইতিমধ্যে যদি আমি জানতে পারি টাকার চাইতে বড় কে তাহলে ফেরার পথে আমি তোমাকে বলে যাব।'

'সত্যি বলছ ?'

'হ্যাঁ, সত্যি বলছি।'

'টাকার চেয়ে বড় কে, এটা যদি আমি জানতে পারি তাহলে আমি তার অধীনে চাকরি করব।'

'বেশ লোকতো তুমি।'

বলেই সান্ত্রীর প্রতি একটা সপ্রংশ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আমি বড় বড় পা ফেলে কিছুক্ষণের মধ্যেই পুল পার হয়ে যমুনার ওপারে চলে এলাম। অনেক খোঁজাখুঁজি করে শহরের এদিক সেদিক ঘুরে আমি অবশেষে টাউন হলে পৌঁছলাম। এখানে পৌঁছে আমি ভাবলাম, এবারে কোন মুহুরী বা ক্লার্কের সাথে কথা বলে সময় নষ্ট না করে সরাসরি মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের সাথে দেখা করাই উত্তম কাজ হবে। তাছাড়া মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য এখন থেকে আমি ইংরেজীতে কথা বলব বলে ঠিক করলাম। একথা ভেবে আমি সরাসরি ইনকোয়ারীতে যেয়ে একজন কেরানীকে চোস্ত ইংরেজীতে জিজ্ঞেস করলাম,

'চেয়ারম্যান সাহেবের চেম্বার কোন্‌দিকে ?'

ইনকোয়ারী ক্লার্ক এক গাধাকে খাঁটি ইংরেজীতে কথা বলতে দেখে হকচকিয়ে গেল। সিট ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বলল,

'স্যার পনের নম্বর কামরাতে বসেন। ওদিকে লিফ্‌ট আছে, সোজা চলে যান।'

একথা বলে সে একজন চাপরাসীকে আমার সাথে দিয়ে দিলো। চাপরাসীও চোখ ছানাবড়া করে আমাকে দেখছিল, কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলল না। চাপরাসী আমাকে লিফ্টম্যান পর্যন্ত পৌঁছে দিল। লিফ্ট-ম্যান খুবই বিনীতভাবে আমাকে রিসিভ করল এবং লিফট-এর দরজা খুলে দিল। লিফ্ট-এর ভেতরে লেখা ছিল 'ছ'জনের জন্য'। কিন্তু এবারে আমি একাকী যাচ্ছিলাম। অন্যান্য লোকদের সে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। জীবনে এ-ই আমি প্রথমবার উপলব্ধি করলাম এক গাধা ছ'জন মানুষের সমকক্ষ। লিফ্টম্যান উপরে যেয়ে দরজা খুলল। আমি দুলকি চালে লিফ্ট থেকে নেমে পড়লাম এবং চেয়ারম্যানের কামরার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। কণ্ঠে অপূর্ব গাম্ভীর্য মিশিয়ে বাইরে অপেক্ষমাণ চাপরাশীকে বললাম,

'সাহেবকে বলো, মিঃ ডাংকি অব বারাবাংকী এসেছেন।'

চাপরাশীর ইঙ্গিত পেতেই আমি ভেতরে ঢুকে পড়লাম। ঢুকেই আমি বিশেষ কায়দায় 'গুড মর্নিং' ঠুকলাম। আমি আশংকা করছিলাম, ভুলক্রমে মুখ থেকে যদি হিন্দুস্থানী ভাষা বেরিয়ে পড়ে তাহলে নেহাত গাধা বলে প্রতিপন্ন হবো, এতে কোন সন্দেহ নাই। দিল্লীর অফিস আদালতে ঘুরাফিরা করে আমার এটা বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে, ইংরেজরা চলে যাবার পরও এখানে ইংরেজী ভাষার কর্তৃত্ব রয়ে গেছে এখনো। আপনি দেশীয় ভাষায় কথা বললে লোকেরা তাতে ভ্রূক্ষেপ করবে থোড়াই। কিন্তু যখনই আপনি ইংরেজী ছাড়বেন চমকে উঠে আপনার কথা শুনবে, মনে হবে আপনি তার মামার বাড়ীর লোক। তখন তাদের অভিব্যক্তি দেখে মনে হবে আপনার নয়, তাদেরই ঠেকা পড়েছে আপনার কাছে।

চেয়ারম্যান সাহেবের গায়ের রং গৌরবর্ণ। লোকটি বেঁটে ধরনের, তবে মুখাবয়বে যথেষ্ট গাম্ভীর্য্য লুকিয়ে আছে। তাঁর চাহনিতে এমন চাতুর্য এবং বুদ্ধিদীপ্ত ভাব সুস্পষ্ট যা ৫।৬ বার ইলেক্‌শন করার পর লোকদের হয়ে থাকে। খুবই ঘাগু লোক বলে মনে হলো। এজন্যে তাঁর চেম্বারে এক গাধাকে প্রবেশ করতে দেখে একটু চমকে উঠেছিলেন ; কিন্তু পরক্ষণেই

নিজেকে সামলে নিয়েছেন এবং এমনভাবে কথাবার্তা শুরু করেছেন যেন ইংরেজীতে কথা বলতে পারে এমন গাধাদের সাথে তাঁর ওঠা-বসা অনেক দিনের।

'আসন গ্রহণ করুন।'

বিনম্রভাবে তিনি বললেন।

'আমি আসন গ্রহণ করলে আপনার এই শৌখিন চেয়ার চুর্ণ বিচুর্ণ হয়ে যাবে। এজন্যে দাঁড়িয়ে থাকাই শ্রেয়।'

চেয়ারম্যান সাহেব একটু মুচকি হাসলেন। কেননা, আমি ঠিক কথাই বলেছি। একটু থেমে আবার বললেন,

'আপনি এ বেশ ধারণ না করলেও তো পারতেন। সাদাসিধে ভাবেও আসতে পারতেন।'

'স্যার, এটা কোন ছদ্ম বেশ নয়, সম্পূর্ণ বাস্তব।'

'যাক, যার যার রুচি।' চেয়ারম্যান সাহেব একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে বললেন, 'এ ব্যাপারে আমিই বা বলব কি, যখন থেকে দিল্লীতে নির্বাচনী ডামাঢোল শুরু হয়েছে একজন দিনের বেলাতেই হ্যারিকেন আর ঘণ্টা গলায় ঝুলিয়ে ক্যাম্পেন করেছিলেন। এজন্যে এসব ব্যাপারে আমি বলা কওয়া ছেড়ে দিয়েছি। অতএব আপনি যদি গাধার বেশ (প্রতীক হিসাবে) ধারণ করে ইলেকশন করেন তাতে আর এমন বিচিত্র কি। এতে যদি আপনি ভোট বেশী পান তাতেই বা আপত্তিই বা কি?'

'স্যার, আমি সত্যি কোন বহুরূপী নই, আমি সত্যি সত্যি এক গাধা, আপনি বিশ্বাস করুন।'

চেয়ারম্যান সাহেব এবারেও অবিশ্বাসের ভান করে বললেন,

'রাখুন ওসব। এ যাবত আমি ছ'বার ইলেক্‌শন করেছি—কোনবারই পরাজিত হইনি। আমি সবই জানি। যাক, এখন বলুন কোন্ ওয়ার্ড থেকে এসেছেন?'

'জি, আমি আপাতত কৃষ্ণনগর ওয়ার্ড থেকে এসেছি।'

'হুম।' চেয়ারম্যান মাথা দুলিয়ে বললেন। এবং টাক মাথার চারদিকের সাদা চুলের উপর এমন ভাবে হাত বুলালেন যেমন করে 'গৃহস্থী'

ছবিতে দুঃখী পিতা কোন বিপদে পড়ে বুলায়। 'তো আপনি কৃষ্ণনগর ওয়ার্ড থেকে দাঁড়িয়েছেন—কোন্ পার্টি আপনাকে মনোনয়ন দান করেছে? কংগ্রেস, জনসংঘ, প্রজা সোস্যালিষ্ট, কম্যুনিস্ট—আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে এর কোন্ দল থেকে আপনি প্রার্থী মনোনীত হয়েছেন?'

'জনাব, আমি এ সময়ে শুধু আপনার করুণা প্রার্থী।'

চেয়ারম্যান সাহেব মুচকি হাসলেন। বুঝলেন বড়ো চালাক লোকের সাথে পাল্লায় পড়েছেন। বললেন,

'ব্যস, আর, ভণিতা করবেন না। পরিষ্কার বলুন, কি কাজ—যদি আমার দ্বারা কোন সাহায্য হয় নিশ্চয়ই আমি তা করব। তবে এক শর্তে। যদি আপনি ইলেক্শনে জয়লাভ করেন, যে পার্টির লোকই হোননা কেন—'

'দেখুন, আসল কথা হলো—,

কিন্তু আমার কথা না শুনে তিনি বলতেই থাকলেন,

'আপনি যে পার্টি থেকেই জয়লাভ করুন না কেন, চেয়ারম্যানের ভোটটা আমাকেই দেবেন কিন্তু। আসুন লালা সন্তরামজী হাত মিলাই।'

হাতের বদলে আমি কান এগিয়ে দিলাম। চেয়ারম্যান সাহেব খুব জোরে আমার কান মর্দন করলেন, এবারে সত্যি সত্যি আমার মনে হলো আমার কান দুটো গাধার কানই। ফাঁস হয়ে পড়ল আমি কোন বহুরূপী নই—আমার খোলসটা আদপে গাধারই। চমকে উঠলেন, মুখ থেকে জলন্ত সিগারেট সিটকে পড়ল টেবিলের কাগজে। মুহূর্তে কাগজে আগুন ধরে গেল।

আমি কৈফিয়তের সুরে বললাম,

'দেখুন' আমি কবে থেকে বলছি, আমি অন্য কেউ নই, আমি এক গাধাই, কিন্তু আপনি তা শুনছেন না।'

চেয়ারম্যান আগুন নেভাতে নেভাতে বললেন,

'ছি, আমি কিনা মনে করেছিলাম আপনি কৃষ্ণনগরের কংগ্রেসপ্রার্থী লালা সন্তরাম।'

'আমাকে কি সত্যই লালা সন্তরামের মতো দেখায় ?'

তিনি বললেন,

'কিছু লোকের বাইরের খোলসটা গাধা বলে মনে হয়, কিছু লোকের ভেতরটা গাধার মতো। আপনার ভেতর বাহির দুদিকই যদি গাধা হতো তাহলে চেয়ারম্যানের ভোটটা আমিই পেতাম ; কিন্তু তুমি আমার শুধু শুধু সময়টা নষ্ট করেছো।'

আমি বললাম,

'আপনি আমার কথা পুরোটা শুনলেনই না। আসলে আমি মরহুম রামু ধোপার বিপন্ন স্ত্রী-পুত্রের……'

চেয়ারম্যান জোরে ঘন্টি বাজালেন।

'এসময় আমি আর কোন কথা শুনতে চাইনা, দিল্লীর সকল ধোপা মারা গেলেও আমার শোনার সময় নেই। দেখতে পাচ্ছ না কেমন আগুন ধরেছে।'

সত্যি টেবিলের আগুন থেকে চারদিকে আগুন ধরেছে। দ্রুত ফায়ার ব্রিগেডের লোকদের ফোন করা হলো। আমিও বারান্দায় গিয়ে হাঁক ছাড়লাম। কিছুক্ষণের মধ্যে টনাটন আওয়াজ করে দু'ইঞ্জিন বিশিষ্ট ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ী এলো। এরা প্রথমে আমাকে লাথি মেরে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিলো এবং তারপর আগুন নেভানোর কাজে লেগে গেল। চটকরে আমি ভাবলাম, এখানে থাকলে আগুন লাগানোর অভিযোগে আমাকে না আবার গ্রেফতার করে বসে। আমি দৌড়ে সিঁড়ির কাছে দাঁড়ালাম। কেননা, লিফ্‌ট এখন আর কোন কাজ করছেনা। নীচে এসে আমি ইনকোয়ারীর এক বুড়ো ক্লার্কের সাথে খাতির জমিয়ে নিলাম। লোকটি বেশ দয়ালু। আমি তাকে রামুর আদ্যোপান্ত কাহিনী শুনালাম। শুনতে শুনতে তার চোখে অশ্রু দেখা দিল। সে এই নির্দয় সমাজ, দুর্বিষহ জীবনব্যবস্থা এবং সামন্তবাদকে একচোট গালি দিয়ে আমার কানে কানে বলল,

'যদি দুটো টাকা দিতে পার তাহলে তোমার কথাগুলো ফাইলে নোট-দিয়ে পুনর্বাসন বিভাগে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পাঠিয়ে দিতে পারি।'

আমি বললাম,

'আমি তো রামু ধোপার গাধা, না ঘরকা না ঘাটকা, আমি কোথায় পাব টাকা ? তা ছাড়া তুমি তো জান, আজকাল দু'টাকায় দু'মন ঘাস, ছ'সের বজরা এবং তিন সের চাউল পাওয়া যায় অনায়াসে।'

'কিন্তু দু'টাকায় যে একটা ইঞ্জেকশনের বেশী পাওয়া যায়না।'

বুড়ো ক্লার্ক কাশতে কাশতে বলল, 'আমার যে রোগ, ফি রোজ একটা ইঞ্জেকশন নিতে হয়।'

বলেই বুড়ো ক্লার্ক খক খক করে কাশতে লাগল আর আমি চলে এলাম।

একে ওকে জিজ্ঞেস করতে করতে শেষাবধি আমি পুনর্বাসন অফিসে যেয়ে হাজির হলাম। অফিসে ঢুকতেই বৃহদায়তনের সুসজ্জিত একটা কক্ষ নজরে পড়ল। কক্ষটির মাঝখানে একটি লম্বমান তেপায়ার ওপরে চমৎকার ফুলদানিতে রকমারী ফুলের সমারোহ। একপাশে টেলিফোন এক্সচেঞ্জের বোর্ড, পাশেই অনিন্দ্য এক সুন্দরী বসে নখ পালিশ করছিল। সামনের টেবিলে লিপস্টিক, ক্রিমপাউডারের কৌটা—সহসা আমার মনে হলো না জানি ভুলক্রমে আমি পুনর্বাসনের বদলে তিব্বত ফ্যাক্টরীর দোকানে ঢুকে পড়েছি। এজন্যে আমি 'সরি' বলে প্রায় কেটে পড়ছিলাম, এমন সময় মেয়েটি তার চোখের বড় বড় পল্লব তুলে আকর্ষণীয় দৃষ্টিবাণ হেনে আমাকে বলল, 'ইয়েস প্লীজ।'

আমি থতমত খেয়ে বললাম, 'আমি একজন সাহায্যপ্রার্থী।'

মেয়েটি সুইচ লাগিয়ে ফোনে বলল,

'রাম লুভায়া, তোমার একজন দর্শনার্থী অপেক্ষা করছে।'

টেলিফোন হয়তবা খারাপ ছিল। এজন্যে দুজনের কথোপকথন পরিস্কার শোনা যাচ্ছিল। মেয়েটি যখন বলল, তোমার একজন দর্শনার্থী অপেক্ষা করছে' তখন অপর প্রান্তের লোকটি বলল,

'আমি এসময় লস্‌সি পান করছি, ওকে ফার্স্ট ক্লার্কের কাছে পাঠিয়ে দাও।'

এই ফাঁকে মেয়েটি ঠোঁটে এক পোচ লিপস্টিক লাগিয়ে বোর্ডে অন্য একজনের সাথে যোগাযোগ করলে ও প্রান্তের লোকটি বলল,

'কে ?'

'আমি, নির্মলা।'

'হায় মেরে জান।'

ফার্স্ট ক্লার্ক মোষের মতো করে একটা দীর্ঘশ্বাস টানল। নির্মলা বলল, 'শোন, এক বেচারা গরীব……'

'এখানে যারা আসে সবাই গরীব। তুমি বল দেখি তোমার গলার স্বর এত মিষ্টি কেন আজ ? ইচ্ছে হয় তোমার কণ্ঠ শুনতে থাকি সারাদিন··· নির্মলা...আমার ডার্লিং ··হবে নাকি আজ সন্ধ্যার সিনেমা······'

মেয়েটি লাইন বন্ধ করে দিল। এরপর এক ফাঁকে সে মুখে রোজ লাগিয়ে ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে টেলিফোন করল।

ডেপুটি বলল,

'না মিস নির্মলা—এসময় আমার কাছে কোহাটের সর্দার সিং মিলিটারী কণ্ট্রাক্টর বসে—বেচারার সবকিছু লুটপাট হয়ে গেছে। তার ক্লেইম প্রায় ৭ লাখ টাকা, তারই কাগজপত্র পরীক্ষা করছি। বুঝতেই পারছ, খুব ব্যস্ত, লোকটিকে অন্য কারো কাছে পাঠিয়ে দাও।'

'আচ্ছা।' বলেই মেয়েটি সুইচ অফ করতে যাচ্ছিল এমন সময় সে আবার বলল,

'হ্যালো নির্মলা।'

'জি।'

'শাড়িটা তোমার পছন্দ হয়েছে কিনা তাতো বললে না।'

'হাঁ, বেশ পছন্দ হয়েছে, সেটাই আজ পরে এসেছি।" নির্মলা বিনিন্দিত কণ্ঠে বলল এবং সুইচ অফ করে দিল। এরপর সে আয়নার সামনে গিয়ে নিজের চেহারাটা একবার দেখে নিলো, অলক্ষ্যে মুচকি হাসি খেলে গেল তার মুখে—কি মনে করে একটু পাউডার লাগিয়ে অপর সুইচ বোর্ডে বসে এবার সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে টেলিফোন করল।

'দেখুন, শুনতে পাচ্ছেন তো ?'

'দেখব মানে, টেলিফোনে কেমন করে দেখব ? চাক্ষুষ দেখতে চাই। চলে এসোনা।'

নির্মলা খিল খিল করে হেসে উঠল এবং বলল,

'এক গরীব বেচারা · সাহায্যের জন্য···'

'আরে আমিও তো তোমার সাহায্য প্রার্থী।'

আগা হাশর-সুলভ নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল সে। নির্মলা কৃত্রিম সংযত হয়ে বলল,

'দেখুন এটা কিন্তু অফিস।'

'বেশতো শিখেছ কথাবার্তা। আরে শুনেছ, কিছুক্ষণ আগে অফিসে সার্কুলার এসেছে, অফিসের কোন মেয়ে যদি বিয়ে করে তাহলে কোন-রকম কারণ দর্শানো ছাড়া তাকে যে কোন সময় চাকরি থেকে বরখাস্ত করা যাবে। বলো, এবারে তোমার খবর কি ?'

নির্মলা বলল,

'আমি বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত অনেক আগেই নিয়ে ফেলেছি।'

ওদিকে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বেচারা স্বস্তির নিশ্বাস টেনে বলল,

'তাহলে এবারে, তোমার কি চাই, ফিলিপস্ রেডিও···'

'জি শুকরিয়া—কিন্তু আপনি দু' মিনিট এ লোকটির সাথে কথা বলে নিন।'

'কে এসেছে।'

'এক গাধা।'

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবারে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। বলল,

'এমন সব রসিকতা তুমি শিখেছ। যাক পাঠিয়ে দাও। যদি লোকটি সত্যি সত্যি গাধা না হয় তাহলেও কান টেনে তাকে গাধা বানিয়ে দোব।'

'যান।'

দাঁত দিয়ে নখ দংশন করতে করতে সে আমার দিকে তাকিয়ে এমন করে বলল যদি আমি গাধা না হয়ে মানুষ হতাম তাহলে তার প্রেমে না পড়ে উপায় ছিল না।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাকে দেখে প্রথমে খুব হাসল এবং টেলিফোন তুলে এধরনের বাস্তব রসিকতার জন্য নির্মলাকে ধন্যবাদ দিলো। এরপর সিট থেকে উঠে একটু এগিয়ে এসে আমার কান মলে বলল,

'মিঃ ডাংকি কি মনে করে?' এখন যদি আমি আপনাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দেই তা'হলে কেমন হয়?'

আমি চট করে বললাম,

'আপনি আমাকে তাড়াতে পারেন না, কেননা আমি আপনার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে এসেছি।'

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বিস্ময়ে একেবারে অজ্ঞান হবার উপক্রম। অনেক পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন,

'আবার বলুন তো, কি বলছিলেন?'

আমি পুনরুক্তি করলাম।

অতঃপর তিনি অনেক কষ্টে নিশ্চিত হলেন যে, আমি সত্যি মানুষের ভাষায় কথা বলছি। বললেন,

'বাহ্, আপনার বলার ধরনতো আমার চেয়েও ভালো।'

'কারণ, আমি লক্ষ্ণৌর চারপাশে লালিত হয়েছি। আপনি সম্ভবত পাঞ্জাবের লোক।'

'জি হাঁ, আমি পাণ্ডদাদ খান এলাকার লোক। তা বলুন আপনার কি খেদমত করতে পারি।'

'দেখুন, আমি এক ব্যাপারে আপনার সাহায্য প্রার্থী।'

'আপনি কি রিফিউজি?'

'না তো।'

তাহলে আপনি এখানে কি কাজে এসেছেন?' সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবারে একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন।

'সাহায্যের জন্য।'

'এখানে শুধু রিফিউজিদের সাহায্য দেয়া হয়। যারা পাকিস্তান থেকে সর্বস্ব হারিয়ে এখানে অসহায় অবস্থায় এসে হাজির হয়েছে।'

'যদি কোন হিন্দুস্থানী সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্ব হয় তাহলে তারা কোথায় ধর্ণা দেবে ?'

'তা আমি কেমন করে বলব ? তবে এ ব্যাপারে এখানে কিছু হবেনা এটা ঠিক। আপনি অন্য পথ দেখুন।'

আবারও তাঁর কণ্ঠে রোষ। এরপর সুপার ঘন্টি বাজালেন।

চাপরাসী এসে আমাকে তাড়িয়ে দিল।

বাইরে যেতে যেতে আমি একবার সেই অনিন্দ্যসুন্দরীর দিকে উদাস চোখে তাকিয়ে দেখলাম। বলল,

'কাজ কিছু হলো ?'

আমি আদ্যোপান্ত ঘটনা তাকে শোনালাম। সে বলল,

'ঠিকই তো। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ঠিকই বলেছেন। তুমি যদি পাকিস্তানের লোক হতে, গাধা হলেও ক্ষতি ছিল না। যেভাবে হোক, একটা হিল্লা হতো। এবার তুমি বরং 'লেবার এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিজ' ডিপার্টম্যাণ্টে যাও, সেখানে কিছু কাজ হতে পারে।'

'এটা আবার কোথায় ?'

দয়াপরবশ হয়ে সুন্দরী আমাকে লেবার অফিসের পুরো ঠিকানা বাৎলে দিল। আমি ছোট একটা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে এই অফিস থেকে বের হলাম এবং লেবার অফিসের উদ্দেশ্যে পা চালিয়ে নিলাম।

পি. কিউ. রঙ্গচারীর আদিবাস ছিল তামিলনাড়ুতে। সে বেনারসের পণ্ডিতদের মতো সংস্কৃত, অক্সফোর্ডের শিক্ষকদের মতো ইংরেজী, হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের বক্তাদের মতো হিন্দী এবং মওলানা আবুল কালাম আজাদ-এর মতো উর্দু বলতে পারতো। সর্বমোট সে ১০টি ভাষা জানতো এবং আরো ১০টি ভাষা শিখছিল। সামান্য একজন কেরানী হিসাবে তার জীবন শুরু হয়েছিল এবং আজ সে ডিপার্টম্যাণ্ট অব লেবার এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিজ-এর ডেপুটি সেক্রেটারীর পদ অলঙ্কৃত করছে। প্রত্যেক ব্যাপারে তার খুঁৎ বের করার এত দক্ষতা অর্জিত হয়েছিল যে, তার আমলে প্রত্যেক ফাইল প্রায় বছর দশেক প্রতিটি বিভাগ এবং টেবিলে ঘুরপাক খেত। তার নিজের 'তরক্কী' ছাড়া এসব ফাইলেরও কোন তরক্কী হতো

না। আইনের ব্যাপারে এতখানি দক্ষতা ছিল বলেই ডেপুটি সেক্রেটারীর পদে উন্নীত হতে পেরেছে। বর্তমানে জয়েণ্ট সেক্রেটারী হবার বাসনা পোষণ করছে। পি. কিউ. রঙ্গচারীর মতো ব্যক্তিকে ঠেকিয়ে রাখার সাধ্য কারো নেই। তাবত অফিসের সকল ফাইল নিশ্চল হয়ে বসে থাকতে পারে, কিন্তু তার ব্যাপারে কোন অচলাবস্থার সৃষ্টি হতে পারে না।

পি. কিউ. রঙ্গচারী খুব মনোযোগ এবং ধৈর্য সহকারে আমার সকল বৃত্তান্ত বড় দরদ দিয়ে শুনলো। সঙ্গে সঙ্গে পেন্সিল দিয়ে কাগজে কিছু লিখেও রাখছিল। সবকিছু শোনার পর তার বন্ধু জয়েণ্ট সেক্রেটারী ওয়াই. জেড. সুভ্রামানিয়ামকে ডেকে পাঠাল। তার বাড়ীও ছিল তামিলনাড়ুতে। তারও ২৫টি ভাষা, দশজন সেরা পুঁজিপতি ও দুজন মন্ত্রীর সাথে ভাল জানাশুনা ছিল। পি. কিউ. রঙ্গচারী বলল,

'ওয়াই. জেড. শোন, ব্যাপারটা খুবই জটিল।'

'কি ব্যাপার?' বলে সে আমার দিকে তাকাল।

'এক ধোপা মারা গেছে, এই হচ্ছে তার গাধা এবং এই গাধা ধোপার বিপন্ন পরিবারের জন্য আমাদের কাছে উমেদারী করছে।'

'তারপর?'

'আইনত কোন গাধা অফিসে কোন ব্যাপারে আবেদন করতে পারে না। আমরাও কোন গাধার কাছ থেকে কোন আবেদন গ্রহণ করতে পারি না। আইনের বিধান মতে মানুষের আদালতে তার কোন আবেদন গ্রহণযোগ্য নয়।'

আমি বললাম,

'এখানে প্রশ্ন আমার ঘাসের নয়, আপনার বুদ্ধির। রামুর স্ত্রী-পুত্র আজ উপবাস কেন? যদি সরকার ধোপার ঘাট সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতেন তাহলে কোনদিনই রামু এভাবে মরতো না।'

ওয়াই. জেড. সুভ্রামানিয়াম বলল,

'পি. কিউ. আমরা ব্যাপারটাকে অন্যভাবে চিন্তা করতে পারি। মনে করো এই আবেদনের উপর যদি রামুর বৌর ছাপ গ্রহণ করা যেতে পারে তাহলে এটা মোটামুটি গ্রহণযোগ্য। কিন্তু তারপর?'

'পি কিউ বলল,

'এরপর অন্যভাবে এটার বিচার-বিশ্লেষণ করা চলে। মানলাম, কোন গাধা একটা পরিবারের কর্তা হতে পারে। আমি বড় বড় পরিবারে এর চাইতেও অধম গাধাদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে দেখেছি। এ গাধাতো সে তুলনায় অনেক শিক্ষিত এবং মার্জিত। তাহলে বলো, এটাও আমরা মেনে নিতে পারি। এরপর প্রশ্ন দাঁড়ায় এ ধোপা শ্রমিক কিনা?'

'না, তাকে শ্রমিক বলা যায় না।'

আমি বললাম,

'ধোপা শ্রমিক নয়তো কি? বেচারা সারাদিন আট ঘণ্টার বদলে বার ঘণ্টা কাজ করতো এবং এ করেই সে দু'বেলা খাবার সংস্থান করতো।'

'লেবার এক্ট-এর একান্ন ধারা অনুযায়ী একমাত্র কারখানায় কাজ করে এমন লোকদেরই শ্রমিক বলা হয়। ধোপাদের ঘাটকে কি তুমি কারখানা বলতে পার সুব্রামানিয়াম?'

'অবশ্যই না রঙ্গচারী। এই ধোপা কোন ক্রমেই শ্রমিক হতে পারে না। এজন্যে তাকে অন্য কোন সাহায্য, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড বা কোন আর্থিক সাহায্য দেয়া যেতে পারে। এ ব্যাপারে অবশ্য লেবার কোর্টে কোন মামলাও দায়ের করা চলেনা।'

'তাহলে কি করা?'

রঙ্গচারী সুব্রামানিয়ামের মুখ দেখতে লাগল। সুব্রামানিয়ামও রঙ্গচারীর মুখ দেখছিল। আমি দেখছিলাম ওদের দুজনের মুখ। সহসা তাদের দুজনের মনে একই সঙ্গে একই কথা চাড়া দিয়ে উঠল, দুজনই এক সঙ্গে লাফিয়ে উঠলো আনন্দে। আমিও আশান্বিত হলাম যে, এবারে রামুর ফ্যামিলীর একটা কিছু হিল্লে হয়ে যাবে। রঙ্গচারী বলল,

'কিন্তু এরপরও একটি প্রশ্ন থেকে যায়, আর তাহলো এই ধোপা শ্রমিক যদি না হয় তাহলে সে কি? তার পেশার আইনগত দিকটা পরিষ্কার হওয়া দরকার। অন্যথায় প্রতিদিন এধরনের ধোপাদের মৃত্যু হবে আর আমাদের তা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে।'

সুব্রামানিয়াম বলল,

'আমার মতে এই গাধার আবেদন দিয়েই একটা ফাইল ষ্টার্ট করা যায়।'

রঙ্গচারী আমার হাত থেকে দরখাস্তটা নিয়ে নিলো। আমি তার দু'হাত আমার দু'কানের সাথে স্পর্শ করে বললাম,

'ধন্যবাদ আপনাকে হাজার বার, লক্ষ ধন্যবাদ আপনাকে রঙ্গচারী সাহেব। আপনি এক গরীব ধোপা পরিবারকে অভুক্ত অবস্থা থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। আমি আপনাদের এই সিদ্ধান্ত শোনার জন্য তাহলে কবে আসব ?'

রঙ্গচারী সুভ্রামানিয়ামের দিকে তাকালো আর সুভ্রামানিয়ামও তার দিকে। রঙ্গচারী বলল,

'ফাইল তো আজই চলতে শুরু করবে। থার্ড গ্রেড ক্লার্ক থেকে শুরু করে প্রথম গ্রেডের কাছে আসবে। প্রত্যেক টেবিলেই এব্যাপারে নোটিং হবে। ১ম ক্লার্ক থেকে ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট পর্যন্ত সকলেই এব্যাপারে নিজস্ব মতামত দেবে। এ ভাবে প্রতিটি টেবিল হয়ে ফাইল অবশেষে আমার কাছে আসবে। আমি ডেপুটি সেক্রেটারী। আমার কাছ থেকে ফাইল যাবে জয়েণ্ট সেক্রেণ্টারীর কাছে। অতঃপর জয়েণ্ট সেক্রেটারীর কাছ থেকে খোদ সেক্রেটারীর কাছে। সেক্রেটারী শেষে এটা পাঠিয়ে দেবেন ডেপুটি মন্ত্রীর কাছে। ডেপুটি মন্ত্রী সেটা নিয়ে যাবেন আবার বড় উজিরের কাছে। তবে ব্যাপারটা খুবই জটিল। এখানে রামু ধোপার পরিবারের পুনর্বাসনের প্রশ্নটা বড় নয়, প্রশ্ন হচ্ছে রামু ধোপা আদৌ শ্রমিক কিনা। সম্ভবত এব্যাপারে কমার্স মিনিস্ট্রির মতামতও চাওয়া হবে। তারপরও আবার প্রশ্ন দাঁড়ায়, ধোপা যদি শ্রমিক হবে, কামার কুমার মুচি এরাই বা শ্রমিক কেন হবেনা। যদি এক্ষেত্রে রামুর জন্যে কিছু করা হয়, তাহলে লক্ষ রামুর জন্যে রিজার্ভব্যাংক এত টাকা দেবে কিভাবে ? এব্যাপারে ফাইন্যান্স-এর মতামতও নিতে হবে। ফাইন্যান্স ব্যাপারটি অতঃপর প্রধানমন্ত্রীর সামনে পেশ করবে এবং এমনও হতে পারে বিষয়টি পার্লামেণ্টে তোলা হবে। সম্ভবত ইতিমধ্যে আমাদের আইন কানুনে হেরফের হয়েও যেতে পারে।'

রঙ্গচারী হাতে গুনে একটু ভাবনা চিন্তা করে বললো,

'আমার মনে হয় তুমি যদি বছর দশেক পর এ ব্যাপারে খোঁজ খবর নাও তাহলে নিশ্চিত একটা সিদ্ধান্ত পেয়ে যাবে।'

'ততদিনে রামুর স্ত্রী-পুত্রের কি অবস্থা হবে?

রঙ্গচারী বলল,

'আমরা সত্যি এ ব্যাপারে অপারগ। আইনের কাছে আমরা সবাই ঠেকা। তা নাহলে তোমার ব্যাপারে আমাদের সহানুভূতির কোন অন্ত ছিল না।'

সুব্রামানিয়াম বলল,

'আচ্ছা রঙ্গচারী, আমার মনে হয় রামু ধোপা শ্রমিক কিনা সেটার চেয়ে বড় প্রশ্ন হলো রামুকে কে মেরেছে সেটা জানা দরকার।'

আমি দাঁতে দাঁত চেপে বললাম,

'এক কুমীর তাকে খেয়েছে।'

'এক কুমীর? তাহলে তো ব্যাপারটা স্বাভাবিকভাবেই মাছের বিভাগে যেতে পারে। মিনিস্ট্রি অব ফিসারিজ এ ব্যাপারে চূড়ান্ত রায় দেবে। কুমীর তো মাছেরই সগোত্রীয়, এজন্যে ব্যাপারটি নিয়ে তোমাকে সেখানে যাওয়া উচিত।'

রঙ্গচারী সুব্রামানিয়ামের হাতের ওপর হাত রেখে অনেকটা ঈর্ষার আবেগ প্রকাশ করে বলল, 'বাহ্, কি মোক্ষম একটা পয়েণ্ট খুঁজে বের করেছ তুমি। এমন ব্রেন আছে বলেই না তুমি জয়েণ্ট সেক্রেটারী—আর আমি ডেপুটি সেক্রেটারী।'

আমি চুপচাপ দরখাস্তটা ফিরিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

মাছের ডিপার্টম্যাণ্টে মাছের বাজারের মতোই হৈ চৈ চলছিল। হৈ চৈ শুনে কানে তালা দেবার জো। আমি অফিস আদালতের কাজকর্মের নিয়ম-কানুন অনেকটা রপ্ত করে নিয়েছিলাম। এজন্যে আমি প্রথম কাউণ্টার থেকে শুরু করলাম। প্রথম কেরানী বলল,

'আমি শুধু মাছের ডিম সংক্রান্ত ফাইল ডিল করি। সামনে এগিয়ে যান।'

দ্বিতীয় ক্লার্ক বলল,

'আমার কাছে মৎস্যসম্পদ সম্পর্কে তথ্য এবং তালিকা আছে। তাও মাত্র ৩ ধরনের মাছের।' রুই, কাতলা ও তেলাপিয়া, আপনি যেন কি মাছের কথা বলছিলেন?'

আমি আস্তে করে বললাম,

'রামু……'

ক্লার্ক নেতিবাচক মাথা দুলিয়ে বলল, 'না, এধরনের কোন মাছের সংবাদ আমার কাছে নেই। আরো এগিয়ে যান।'

'কিন্তু……'

'কোন কিন্তু নেই, আগে যান।'

তৃতীয় ক্লার্কের কাছে যেয়ে বললাম,

'কুমীর।'

জবাব পেলাম,

'শার্ক মাছের তৈল অথবা জাপানী ট্রলার ভাড়ার ব্যাপারে যদি কিছু জানতে চান তাহলে আমি বলতে পারব। আর নইলে সামনে এগিয়ে যান।'

চতুর্থ ক্লার্কের কাছে পৌঁছতে পৌঁছতে আমার রাগ সপ্তমে চড়ে গেল। এখানে একবুড়ো বেচারী গোছের কেরানী পাখীর ঠোঁটের মতো নাক সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে একটা বালাম বই খুলে ঝিমুচ্ছিল। আমি বললাম, 'শোন, তোমাকে শুনতেই হবে আমার কথা। গোটা ব্যাপারটা হলো এক ধোপাকে কুমীরে খেয়েছে।'

বুড়ো কেরানী হাত কানের উপর রেখে বলল,

'কি বললে?'

'বলছিলাম এক ধোপাকে কুমীরে খেয়েছে।'

বুড়ো কেরানীর চোখেমুখে এক আজব ধরনের প্রতিক্রিয়া হলো এবং হেসে উঠে বলল,

'এক ধোপা মাছ খেয়েছে, তাতে কি হয়েছে? অনেক ধোপাইতো মাছ খেয়ে থাকে। মাছই যদি না খেলো তাহলে আমাদের ডিপার্টম্যাণ্ট চলবে কেমন করে?'

আমি বললাম,

'ধোপা নয়, এক কুমীর ধোপাকে খেয়েছে।'

'ও বুঝতে পেরেছি—ধোপায় খায়নি খেয়েছে কুমীরে—কুমীরে মাছ খেয়েছে তাতে এমন মহাভারত অশুদ্ধ হবার কি আছে? কুমীর মাছ না খেলে বাঁচবে কি করে?'

আমি জোরে চিৎকার করে বললাম,

'কথা বুঝতে পারছনা কেন, কুমীরে খেয়েছে ধোপাকে, মাছকে নয়।'

'ও এবারে বুঝলাম,—এক ধোপা এবং এক কুমীর, তারপর?'

'ধোপা ঘাটে কাপড় কাঁচছিল ...'

'কাপড় ধোয়ার কাজ করছিল, ভালকাজই তো করছিল, তারপর?'

আমি চিৎকার করে বললাম,

'কাপড় ধোয়া নিয়েতো কথা নয়, কথা হচ্ছে ··'

'আচ্ছা বলে যাও···'

'কাপড় ধোয়া অবস্থায় এক কুমীর এসে ধোপার পা ধরল। কামড়ে···'

'কি কামড়ে ধরল?'

'পা'

'কিসের পা, মুরগীর?'

'না, ধোপার।'

'হাঁ, হাঁ, এবারে পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি। ধোপা কাপড় কাঁচছিল, এমন সময় এক কুমীর এসে কাপড় খেয়ে ফেলল।'

'আজ্ঞে, কাপড় নয়, ধোপাকে।'

আমি বিরক্ত হয়ে অন্য কাউন্টারের দিকে গেলাম।

এখানে এক অর্ধবয়েসী এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান তার টাক মাথায় হাত বুলাচ্ছিল। তার নাক দেখে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছিল সবে সামান্য পান করে এসেছে। বাহ্যত খুবই হাসিখুশী। খুব প্রসন্ন চিত্তে আমাকে স্বাগত জানাল। বললো,

'বলুন, আপনার জন্য কি করতে পারি?'

আমি মনে মনে বললাম, সেই বুড়ো কেরানীর মতো ইনিও আবার গোলমেলে নাকি কে জানে, কায়দা করে আস্তে আস্তে সবকিছু তাকে বুঝিয়ে বলতে হবে। আমি বললাম,

'এক কুমীর।'

'কোথায় ?' চমকে উঠে বলল।

'যমুনার ঘাটে।'

'যমুনাতে তো অনেক ঘাট আছে, কিন্তু সেটা কোন্ ঘাট ?'

বলে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কাগজে কিছু টুকে নিচ্ছিল। আমি আশ্বস্ত হয়ে ভাবলাম, এবারে আমার কাজ না হয়ে যাবেনা। ইনিই আমার আসল লোক। আমি মনে মনে শোকরিয়া আদায় করে বললাম,

'কৃষ্ণনগরে রেলওয়ে ওভার ব্রিজের পুলের নীচের ঘাটে।'

'কত লম্বা হবে ?'

'ঘাটের কথা বলছেন ?'

'ঘাট নয়, কুমীর।'

'আমি তো দেখিনি, তবে লোকরা বলছে ত্রিশ ফিটের কম হবে না ?'

শুনে এ্যাংলোর চোখে-মুখে আলোর দ্যুতি খেলে গেল। প্রায় নেচে উঠে বলল,

'বাহ্, ত্রিশ ফিট, বেশ বড় সড় তো—তুমি নিয়ে যেতে পার আমাকে সেখানটায় ?'

'কেন পারব না।'

'ঠিক আছে, তাহলে আমার রাইফেল নিয়ে যাব ?'

'রাইফেল কেন ?'

'কেন, তুমি কুমীর শিকারের জন্যে আসোনি ?' এ্যাংলো চোখ ছানা-বড়া করে বলল।

আমি বললাম,

'না। আসলে ব্যাপার হলো এই কুমীর এক ধোপাকে খেয়ে ফেলেছে। তার বিপন্ন পরিবারের জন্য কিছু সাহায্যের প্রয়োজন, এ জন্যে…'

'উহ্ ।' সহসা তার চোখ-মুখের ঔজ্জ্বল্য থেমে গেল। মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। এবারে অফিসিয়াল মেজাজে বলল,

'আমি কুমীর শিকার করতে পারব ঠিকই, তবে রামু ধোপাকে কোন সাহায্য করতে পারব না। ধোপাদের ব্যাপারে আমাদের এ অফিসে কোন কিছু হবে না?'

আমি একেবারে আকুল হয়ে বললাম,

'তাহলে আমি কোথায় যাব? তোমাদের এখানে ধোপাদের জন্য কিছু করণীয় নেই, অন্য অফিসে কুমীরদের ব্যাপারে কিছু বলার নেই, তাহলে কোথায় এসম্পর্কে কি হবে তার তো কিছুই বুঝি না। আমি কি করে জানব এর বিহিত কোথায়?'

এ্যাংলো এবার আমার দিকে চোখ গোল গোল করে দেখে বলল,

'তুমি মৃত ব্যক্তির আত্মীয় নাকি?'

'না, আমি শুধু এক গাধা বই অন্য কিছু নই।'

'আবারও তুমি সহানুভূতি পাবার জন্য উমেদারী করছ? দেখো, তোমাকে আমি একটা কথা বলি, যে দিনকাল পড়েছে, আজকাল কোন একটা উপকার করতে যাওয়া মানে বিপদের ঝুঁকি নেয়া।'

এ্যাংলো আমার দিকে শ্যন দৃষ্টি হেনে বলল। আমি বললাম,

'আমি তোমার এসব পরামর্শ শুনতে চাই না। তুমি শুধু এটুকু বলো আমার এই আবেদন কার কাছে করব।'

এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান একটু চিন্তিত হয়ে পড়ল। দাঁতের নীচে পেন্সিল রেখে মৃদু চাপ দিতে দিতে বলল,

'ব্যাপারটা হলো কুমীর নিয়ে। কুমীরের ব্যাপার নিয়ে আইন আদালত চলে না। তাই এব্যাপারে তুমি মামলা মকদ্দমা করতে পারবে না। তবে কুমীরের সাথে চিড়িয়াখানার একটা সম্পর্ক আছে। তুমি সেখানে একবার ঢুঁ মেরে দেখতে পারো। কিন্তু সেখানেইবা কি হবে? সেখানে যে আবার ধোপাদের কোন ব্যাপার নেই।'

বলতেই তার চেহারায় একটা নৈরাশ্য ছেয়ে গেল, যেমনটা দেখেছিলাম আমি রঙ্গচারী এবং সুব্রামানিয়াম-এর মুখে। এবারে সে বলল,

'তবে একটা জবর ফন্দি এসেছে মাথায়।'

'কি সেটা?'

'শোন, ধোপার সাথে সাবানের সম্পর্ক খুব গভীর। সাবানের সাথে কমার্স মিনিস্ট্রির সম্পর্ক। তাই তুমি সোজা কমার্স মিনিস্টারের কাছে চলে যেতে পারো। তার কাছে তুমি রামু ধোপার আদ্যোপান্ত করুণ কাহিনী বর্ণনা করো, তাহলে এব্যাপারে কিছুটা হিল্লা হতে পারে।'

বন্ধুগণ, আমি কিভাবে বর্ণনা করব সেই ভবনের মহিমা, চারদিকে শুধু বাগান আর বাগান। রকমারী ফুলের কেয়ারীর ফাঁকে ফাঁকে রয়েছে ফলবতী গাছ—ফলের ভারে গাছ একেবারে নেতিয়ে গেছে। খণ্ড খণ্ড জমিতে রংবেরং এর ফুল ফুটে আছে, তা দেখে আমার মতো গাধার চোখও আপ্লুত হয়ে ওঠে। লনের সবুজ ঘাসের কথা আর কি বলব? যদি আমার মতো একশো গাধাও রোজ এসে খায় তবু এ ঘাস শেষ হবে না। জানিনা প্রত্যেক মন্ত্রীদের বাস-ভবনের লনে এমন চমৎকার ঘাসের বন্দোবস্ত কেন রাখা হয়েছে। এ ঘাস কি মন্ত্রী বাহাদুরের জন্যে, না গাধাদের জন্য তা বুঝা গেল না। কিন্তু এই বাড়ীর আনাচে কানাচে কোথাও কোন গাধার পদচিহ্ন পর্যন্ত দেখতে পাইনি। বড় আফসোস হলো, এত সুন্দর মখমলের মতো ঘাস অথচ তা মানুষের পায়ের নীচে এভাবে পদদলিত হচ্ছে। সত্যি বলতে কি, আজ এই দুনিয়াতে গাড়ীওয়ালাদের দৌরাত্ম্যই বেশী, গাধাওয়ালাদের কোন পজিশান নেই। যদি তাই হতো তাহলে আমাদের প্রিয় খাদ্য ঘাসের এই অপমান হতো না। সে যা-ই হোক, আপনাদের কাছে এই অধমেরই বা কি দাম, ঘাসেরই বা কি দাম—আপনারা শুধু জানতে চান এই গল্পটার শেষ কোথায়। ঠিক আছে চলুন, বলছি সব কিছু।

আমি যখন মন্ত্রী মহোদয়ের ভবনে পেঁৗছলাম, তিনি লাল পাথরে নির্মিত ফোয়ারার চারপাশে পায়চারী করছিলেন। তাঁর ছেলেরা লনে ডিগবাজী খাচ্ছিল। ওদিকে বারান্দায় দু'জন মহিলা ফুলতোলা শাড়ী তৈরীর ব্যাপারে কি যেন অনুশীলন করছিলেন। মোটকথা, দৃশ্য ও পরিবেশ ছিল মনোরম। আমি আস্তে যেয়ে মন্ত্রী মহোদয়কে দু'কান জুড়ে

'নমস্তে' বললাম। জবাবে তিনি দু'হাত জুড়ে অত্যন্ত বিনম্র ভঙ্গিতে প্রতি নমস্কার জানালেন। তিনি ধুতির কোচা ঠিক করতে করতে হঠাৎ বললেন,

'হাচ্চো।'

'আমার কোন সর্দি কাশি নেই।'

আমি বললাম। তিনি একটু ক্ষমা প্রার্থনা করে বললেন,

'মনে কিছু নিবেন না, আমি আপনাকে আমার দেশ আহমদাবাদের মনে করেছিলাম?'

'জী না, আমার বাড়ী উত্তর প্রদেশ।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, বিহারের আগে যে উত্তর প্রদেশ, তাই না?'

'জী হাঁ, আপনি এদিক থেকে গেলে আগে এবং ওদিক থেকে এলে পরে।'

মন্ত্রী একটু হেসে বললেন,

'চেহারা সুরতে তোমাকে গাধা বলেই মনে হয়। কিন্তু আসলে তো……'

আমি বললাম,

'না ভাই সাহেব, আপনি বড় ভুল করছেন। আমি আসলেই এক গাধা। আমার গা গতরে হাত দিয়ে দেখুন।'

তিনি সত্যি পরীক্ষা করে দেখলেন আমি এক গাধাই। তারপর বললেন,

'বলো দেখি এবার, তোমার জন্যে কি করতে পারি?'

আমি বললাম,

'সুখলালজী, আমি নিজের জন্য একটু ঘাস পর্যন্ত চাই না। আমি বেচারা রামু ধোপার জন্য এসেছি।'

আমি এভাবে রামু ধোপার পুরো কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করলাম।

এখানে আমি সবার সামনে পরিষ্কার ভাবে বলব, কস্মিনকালেও অস্বীকার করবনা তাঁর ভদ্র ব্যবহারের কথা, সুখলালজী অত্যন্ত বিনম্র-ভাবে আমার সাথে কথা বলেছেন। তাঁর কথায় বা ভঙ্গিতে একবারও

বুঝতে দেননি যে, তিনি মানুষের বদলে একজন গাধার সাথে কথা বলছেন। কিন্তু সব কথার শেষে তিনি আসল বিষয়টি নিয়ে নেতিবাচক উক্তি করে বলেন,

'ভাই, ব্যাপারটা যদি আজ শুধু সাবানের হতো—অর্থাৎ ধোপাদের জন্য সস্তায় সাবান দেওয়ার প্রশ্ন হতো তাহলে এ ব্যাপার নিয়ে বিবেচনা করতে পারতাম। তাছাড়া যদি ধোপাদের কাপড়ে মাড় দেওয়ার ব্যাপার হতো তাহলে আমি ডিউটি কমিয়ে ব্যাপারটা সহজ করে দিতে পারতাম। আর যদি ধোপাদের এমন কোন অভিযোগ থাকতো যে, যে সব কাপড় ধোলাইর জন্য আসে সবগুলো এত নিম্ন-মানের যে, এক দু'বার পাথরের উপর ছুয়াছু করলেই ছিঁড়ে যায়, তাহলে আমি মিলের লোকদের হুঁশিয়ার করে দিতে পারতাম যেন শক্ত সুতা দিয়ে তা তৈরী করে, অথবা যে পাথরের ওপর ঘা মারা হয় তা নাহয় মসৃণ দেখে সাপ্লাইর বন্দোবস্ত করার চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু এখানে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্যরকম। এখানে প্রশ্ন হলো এক গরীব ধোপা মারা গেছে, তার স্ত্রী-পুত্র অভাবী এবং অনাহারে দিন কাটাচ্ছে—তারা কোন কাজ জানে না। তাদেরকে দেখাশুনা করার মতো কেউ নেই। এ ব্যাপারে কীইবা করার আছে। এ প্রশ্নের সমাধান বড় বড় মন্ত্রীদের পক্ষেও করা সম্ভব নয়।'

'কেন?' আমি বললাম।

সুখলালজী চারদিকে একবার তাকিয়ে আমার কানে কানে বলল,

'এটাতো আমাদের রাষ্ট্রের মৌলিক প্রশ্ন। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ছাড়া আর কেউ এর সমাধান দিতে পারেন না।'

'তার মানে? আপনি কি বলতে চান?' আমার গা শিউরে উঠল।

'হাঁ, তোমাকে এ ব্যাপারে পণ্ডিত জওয়াহেরলাল নেহেরুর কাছে যেতে হবে।'

আমি লোকমুখে শুনেছিলাম পণ্ডিতজীর সাথে দেখা করার প্রকৃত সময় হচ্ছে সকাল সাড়ে সাতটার আগে। এরপর যারা দেখা করবে তাদেরকে এক আধ মিনিটের বেশী সুযোগ দেয়া হয় না। একথা ভেবে আমি সেদিন সারারাত বিনিদ্র কাটালাম এবং এ পথ সেপথ দিয়ে ক্রমশ

পণ্ডিতজীর বাসভবনের দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করছিলাম। ভোর ছ'টায় আমি তাঁর বাড়ীর সামনে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সান্ত্রীরা আমাকে দেখে তেমন গুরুত্ব দিল না। মামুলী এক গাধা বলেই তাদের চোখে আমি ঠেকলাম না। প্রথমে আমি দেয়ালের পাশ ঘেঁষে ঘাস খেতে খেতে গেটের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম। আমি যখন একেবারে কাছাকাছি পোঁছলাম সান্ত্রীরা হাত তুলে ভয় দেখিয়ে আমাকে তাড়াবার চেষ্টা করলো। আমি যেহেতু পুরো ব্যাপারটা আগে থেকেই ভেবে রেখেছিলাম, এজন্যে তারা ভয় প্রদর্শন করাতে আমিও ভয় পাওয়ার ভান করলাম এবং দৌড়ে লাফিয়ে আমি ভেতরে প্রবেশ করলাম। সান্ত্রীরা এবার আমার পিছু পিছু, আমি তাদের আগে আগে। যখন আমি দৌড়ে বাগানের লনে প্রবেশ করলাম সান্ত্রীরা শুধু শুধু আমার পেছনে দৌড়ানোকে অনর্থক মনে করে মালীকে ডেকে বলল আমাকে বের করে দিতে। একথা বলে তারা গেটে তাদের ডিউটিতে চলে গেল।

মালী আমাকে চোখ গোল গোল করে দেখছিল। এ সময় সে একটা গোলাপ গাছের চারদিকে আবর্জনা সাফ করছিল। সে যখন দেখল একটা বাড়তি কাজ এসে ঘাড়ে পড়েছে তখন খুব রেগে গেল। আমি তার চোখে-মুখে একধরনের হিংসাত্মক অভিব্যক্তি দেখতে পেলাম। মালী আস্তে করে উঠলো এবং আমাকে পেটাবার জন্য একটা শক্ত কিছু আনার জন্য নিজের কোয়ার্টারের দিকে এগিয়ে গেল। এরিমধ্যে হঠাৎ দেখলাম কি 'পণ্ডিতজী' লনে পায়চারী করতে করতে, প্রায় অনেকটা দৌড়ে একটা গোলাপ গাছের দিকে এগোচ্ছিলেন। আমি এটাকেই মাহেন্দ্রক্ষণ মনে করলাম এবং চঞ্চল হরিণীর মতো তার পিছু নিলাম। আমি আস্তে করে ডাক দিলাম,

'পণ্ডিতজী।'

পণ্ডিতজী চমকে উঠে আমার দিকে তাকালেন এবং আশেপাশে কোন মানুষ নেই বলে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে আবার পা চালিয়ে দিলেন। আমি আবার বললাম,

'পণ্ডিতজী।'

এবারে পণ্ডিতজী একটু ভ্রূকুঁচকে আমার দিকে তাকালেন এবং বললেন,

'আমি ভূত-প্রেত বিশ্বাস করিনা।'

আমি বললাম,

'বিশ্বাস করুন, আমি কোন ভূত-প্রেত নই, আমি নেহাত গোবেচারী এক গাধা।'

পণ্ডিতজী আমাকে কথা বলতে দেখে তাঁর বিস্ময় হাসিতে রূপান্তরিত হলো। তিনি বললেন,

'আমি ইটালীর এক ঘোড়া সম্পর্কে পড়েছিলাম, এলজেব্রার সমস্যাবলী পর্যন্ত সে দিব্যি সল্‌ভ্ করতে পারতো, কিন্তু কথা বলতে পারে, এমন গাধা আজই স্বচক্ষে দেখলাম। বিজ্ঞান ও গবেষণায় মানুষ কত অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছে। বলো, কি মনে করে? আমার হাতে কিন্তু বেশী সময় নেই।'

'আমি মাত্র ১৫ মিনিটের জন্য আপনার একটা সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করি, আমি গাধা বলে নাকচ করে দেবেন না।'

পণ্ডিতজী হেসে বললেন,

'আমার কাছে ইন্টারভিউর জন্যে অনেক বড় বড় গাধারা এসে ভীড় করে, সেই সঙ্গে তুমিও এক গাধা শামিল হলে ক্ষতি কি? এবার শুরু করতে পার।'

আমি কথা শুরু করতে যাচ্ছিলাম এমন সময় ডাণ্ডা হাতে মালীকে দৌড়ে আসতে দেখলাম। আমি একবার মালীর দিকে এবং একবার পণ্ডিতজীর দিকে তাকালাম। পণ্ডিতজী বুঝে ফেললেন। তিনি হাত তুলে মালীকে বারণ করলেন এবং মৃদু পা ফেলে পায়চারী করতে লাগলেন। আমি রামু ধোপার জীবনের করুণ কাহিনী সংক্ষিপ্ত আকারে তাঁর কাছে নিবেদন করলাম। পণ্ডিতজীর মধ্যে বেশ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলাম। বললেন,

'এ ব্যাপারে, সরকারের কিছু করণীয় নেই—তবে আমার পকেট থেকে আমি তোমাকে মবলগ একশো টাকা দিতে পারি।'

একথা বলে তিনি পকেট থেকে একশ' টাকার নোট বের করে আমার কানের মধ্যে গুঁজে দিলেন।

আমি বললাম,

'পণ্ডিতজী, মরহুম কিদওয়াইও এধরণের দান-খয়রাত করতেন। এতে লোকেরা উপকৃত হয় সন্দেহ নাই, তবে, এটা তো ভিক্ষাবৃত্তির শামিল।'

পণ্ডিতজী বললেন,

'ভিক্ষাবৃত্তি তো বটেই।'

আমি বললাম,

'ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ হওয়া উচিত। এটা হিন্দুস্থানীদের অধিকার থাকা উচিত, মারা যাওয়ার পর যেন লোকদের স্ত্রী পরিজনদের ভরণপোষণের দায়িত্ব সরকার নেন। স্বাধীনতার মৌলিক নীতির মধ্যে এটাকে সন্নিবেশিত করা উচিত।'

''নীতি হিসাবে গ্রহণ করাতো খুবই সহজ। তবে এটাকে কাজে পরিণত করা কতখানি কষ্টসাধ্য তা আমি জানি। মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়। সত্যিকার ভাবে পরিশ্রম করার লোকের খুবই অভাব। এধরনের বিপ্লবী কথাবার্তায় অনেক লোকই অভ্যস্ত। কিন্তু রামু ধোপাকে পেনশন দিতে হলে জাতির কাছে এখনকার চাইতে আরো বেশী সহায় সম্পদ থাকা প্রয়োজন। এই জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির জন্য আমি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি এবং সারা দেশে সেই মতে কাজ চলছে। কিন্তু আমি লোকদের মধ্যে যে ধরনের উদ্দীপনা আশা করে ছিলাম তা পরিলক্ষিত হচ্ছে না।'

আমি নিবেদন করলাম,

'লোকদের মাঝে আপনার ভাবমূর্তি অনেক শীর্ষে উপস্থাপিত। আপনার সকল পরিকল্পনা তাদের মনেরই প্রতিফলন। আপনার সকল নির্দেশ তাদের শিরধার্য। সারা বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের মাঝে শান্তি স্থাপনের জন্য আপনি যে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন তা শুধু ভারতীয়দের কাছেই প্রশংসাযোগ্য নয়, বরং আন্তর্জাতিক বিশ্বের সকল লোকরা তার কদর করে।'

পণ্ডিতজী মুচকি হেসে বললেন,

'গাধা হওয়া সত্ত্বেও তুমি যেসব কথা বলছ তা সত্যি বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক?'

আমি বললাম,

'আজ আমি বিশ্বের একজন মহান রাজনৈতিক নেতার সামনে হাজির হওয়ার সুযোগ পেয়েছি, এই সুযোগ আর কোন দিন পাব না। তাই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে মনের সব কথা বলে নিতে চাই। পণ্ডিতজী, আপনার পররাষ্ট্র নীতির সাফল্য আজ সর্বত্র স্বীকৃত। জাতীয় জীবনেও আপনার দেশপ্রেম, জনগণের প্রতি ভালবাসা এবং দেশের সেবা সম্পর্কে আজ কোন দ্বিমতের অবকাশ নেই। আপনার এই অবদানের কথা অস্বীকার করবে এমন লোক কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। আপনি এই স্বল্প সময়ে দেশকে যে সমৃদ্ধি দান করেছেন তা থেকে আপনার ব্যক্তিগত মর্যাদা যেমন সমুন্নত হয়েছে তেমনি সুদৃঢ় হয়েছে আপনার শক্তি। কিন্তু পণ্ডিতজী, তবু ঐতিহ্যবাহী এক বিশাল দেশ, সুসভ্য ও কাল্চারড এই বীরের জাতি আর কতকাল এক ব্যক্তিত্বের ছায়ায় প্রতিপালিত হবে? আপনি কি এব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে, আপনি যদি আপনার সরকারের প্রয়োজনীয় কোন রদবদল না করেন তাহলে ভবিষ্যৎ ভারতের অবস্থা সম্রাট অশোক এবং আকবরের মতো হবে না।'

'অশোক এবং আকবর ছিলেন সম্রাট। আজকের ভারত একটি গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র, সমাজ।'

'শুধু ভোট দান করলেই গণতন্ত্র হল। আজ ভারতে যে সরকার সক্রিয় রয়েছে তাকে বড়জোর 'নেহরু-সুলভ সরকার' বলে ঘোষণা করা যায়। আজ রাষ্ট্রের সকল কর্মকাণ্ড শুধু একটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক, এক ব্যক্তিত্বের দিকে তাকিয়েই সবকিছু আবর্তিত হচ্ছে। এমতাবস্থায় যদি এই ব্যক্তিত্বের কোনদিন তিরোভাব ঘটে তখন কি হবে? পণ্ডিতজী, এখানটায় এসে আমার বড্ড ভয় লাগে।'

'আমি এর জবাব পূর্বেই দিয়েছি। আমি এটা বুঝি না, আমার পরে আমার প্রিয় জনগণ কি এমন কোন বড় লিডারের জন্ম দিতে সক্ষম

হবেনা যিনি এই মহান দেশের হাল ধরতে পারবেন? নিশ্চয়ই পারবেন, তাদের ওপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে।'

'আপনার আস্থা আছে এটা যথার্থই ঠিক কথা, কিন্তু এটাকে কার্যে পরিণত করার জন্যে ভারতীয় জনগণের সৃজনশীল ক্ষমতাকে জাগ্রত করার জন্য এটা অপরিহার্য নয় কি যে, এখন থেকেই এর জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম শুরু করা হোক? মাফ করবেন পণ্ডিতজী, আপনার রাজ্যে রামু ধোপা, জুমন চামার বা ডণ্ডমল মজদুরের মতো লোকদের সাথে আপনার দেখা মেলে না, যাদের দেখা মেলে তারা হলেন গাড়ীওয়ালা। গাধাওয়ালা একজনও পাওয়া যাচ্ছে না। আপনি যদি জাতীয় সম্পদকে বাড়াতে চান,জাতীয় প্রকল্পগুলোকে একের পর এক কার্যে পরিণত করতে চান, প্রতিদিন জাতীয় সম্পদ দ্বিগুণ চতুর্গুণ বাড়িয়ে তুলতে চান, তাহলে রাষ্ট্রের পুরো কাঠামো আপনাকে বদল করতে হবে। উপর থেকে নীচে পর্যন্ত সমাজের সকল স্তরে সমান ভাবে সকল শ্রেণীর লোকের সমান প্রতিনিধিত্ব গড়ে তুলতে হবে এবং প্রকৃত অর্থে এক জাতীয় সরকারের পত্তন করতে হবে। এই প্রতিনিধিত্বে সমাজের সকল শ্রেণীর লোক থাকবে, কংগ্রেসী থেকে শুরু করে সমাজবাদী এবং সমাজবাদী থেকে কমুনিস্ট পর্যন্ত। একমাত্র এধরনের সরকারই রাষ্ট্রে একটা উত্তেজনা উদ্দীপনার সৃষ্টি করতে পারে। এই নেতৃত্বে যে কাজ দশ পনের বছরে সম্পদের অপচয়, ঘুষ ও দুর্নীতির সমন্বয়ে সম্পন্ন হয়েছে তা সবচাইতে কম ক্ষতিতে, কম ঘুষবৃত্তিতে এবং কম কষ্টে পূর্ণ হয়ে আসবে। কাজের গতি দ্রুততর হবে। কেননা জনগণ সরকারের সর্বস্তরে সমান ভাবে ছড়িয়ে আছে। মজুর থেকে শুরু করে উজির পর্যায়ে এধরনের একটি সরকারের প্রয়োজনীয়তা আজ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

পণ্ডিতজী মুচকী হাসলেন এবং আমার কথা কেটে নিয়ে বললেন,

'আমি মনে করেছিলাম তুমি আমার সাক্ষাৎকার নেবে, এখন দেখছি তুমিই ইণ্টারভিউ দিতে এসেছ।'

আমি ঘাবড়ে গিয়ে চুপসে গেলাম। তিনি সত্য কথাই বলেছেন। আমি চুপ করে আছি দেখে তিনি বললেন,

'না, না, থামলে কেন—বলতে থাকো। আমি তো সব সময়ই সকল বিষয়ের ছাত্র—আমি এক গাধার কাছ থেকেও কিছু না কিছু শিক্ষা লাভ করতে পারি।'

আমি বললাম,

'আমি আপনাকে কি শিখাব। সামান্য বাতি সূর্যের সামনে কি আর আলো দিতে পারে? কিন্তু যেহেতু আমি এক গরীব মানুষের গাধা, সারা জীবন দারিদ্র্যের সাথে সংগ্রাম করেছি, এজন্যে আমি জানি, আপনার যেটুকু দরদ রয়েছে তা আমাদের জীবনের দৈনন্দিন চিত্র দেখেই আপনার অন্তরে তা জমা হয়। এজন্যে আপনি যে কথা বলেন তাতেই আমাদের হৃদয়ের গভীরের আবেগ উৎসারিত। কিন্তু বিপদ হচ্ছে এই যে, আপনার এবং আমাদের মাঝে যে বিরাট আড়ালের সৃষ্টি করা হয়েছে, আপনার যে মেশিনারী সক্রিয় রয়েছে, তা নেহাতই রক্ষণশীল এবং শম্বুক গতিসম্পন্ন—অধিকন্তু এমনও হয় যে, এই গতির কারণে আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্যক্রম সংঘটিত হয়। কারণ, এই মেশিনারীতে যে শক্তিগুলি কাজ করছে তা আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধ প্রকৃতির। তারপরও আজকাল যা কিছু ভাল কাজ হচ্ছে তা আপনার ব্যক্তিগত ভয়ভীতির জন্য। আমার ভয় হচ্ছে যেদিন আপনি আমাদের মাঝে আর থাকবেন না সেদিন এই ভয়টুকুও থাকবে না। তখন লোকেরা যার যা খুশী করে বেড়াবে। এজন্যে এখন থেকেই যদি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয়…'

'তুমি কি সেকেণ্ড লাইন অব ডিফেন্স-এর কথা বলছ?'

'সেকেণ্ড লাইন অব ডিফেন্স-এর আওতায় আপনি যাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন তারা দৃষ্টিভঙ্গি এবং বয়সে আপনার চাইতেও বুড়ো—সম্ভবত আপনার আগেই তারা অক্কা পাবে। অবশ্য আমি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে কথা বলিনি—আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি সংযুক্ত জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা। কেবলমাত্র এমন একটি সরকারই আগামী বিশ ত্রিশ বছরের মধ্যে ভারতকে উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছে দিতে পারে।'

পণ্ডিতজী বললেন,

'আমার সরকারের মেশিনারী আমার সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করে না, এমন কথা আমি অস্বীকার করিনা। কোন উদাহরণ থাকলে বলো।'

'উদাহরণ? উদাহরণ আছে ভুরি ভুরি। আপনি প্রাইভেট সেক্টরকে কম এবং পাবলিক সেক্টরকে বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু অলক্ষ্যে প্রাইভেট সেক্টরেও বাইরের পুঁজি বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাট, চা এবং ব্যাংকের পুঁজি ছাড়াও সম্প্রতি পঁচিশ কোটি টাকার দুটো তৈলের রিফাইনারীর পত্তন হয়েছে শুনলাম।'

'আমি এসব তৎপরতা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করব।' পণ্ডিতজী রেগে বললেন।

'পাছে আবার এমন না হয়, এ্যাংলো ইরান কোম্পানীর মতোই আমাদের অবস্থা দাঁড়ায় যে, নিয়ন্ত্রন করতে করতে আমাদের প্রধান মন্ত্রীও ডাঃ মোসাদ্দেকের মতো নিঃস্ব হয়ে পড়বেন।'

'তুমি একটা আস্ত গাধা, পণ্ডিতজী একটু ক্ষেপে গিয়ে বললেন, 'তুমি দেখছি পুরনো ক্লাসিক্যাল বিপ্লবীদের মতো কথা বলছ। ভারতের বিশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে তোমার কোন সচেতনতা নাই। এখানকার জনগণের ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে তোমার কোন ষ্টাডি নাই। এখানকার লোকদের শান্তিপ্রিয়তা, সততা, মধ্যপন্থার মানসিকতা এবং অহিংসা বৃত্তির প্রতি যে গভীর নিষ্ঠা রয়েছে তা কি তোমাদের চোখে ধরা পড়ে না? এখানে সকল কাজ ধীরে সন্তর্পণে হবে। ধীর মন্থর গতিতে এখানকার সমাজ কাঠামো বদল হবে। আস্তে আস্তে সকল ক্রিয়াকলাপের স্বরূপ বদল হবে—এভাবে বিবর্তনের মাঝে সুচিত হবে আধুনিক কল্যাণকামী ভারতীয় সমাজ। এ সব একদিনে তো আর হবে না। ভারতের বৈপ্লবিক পুনর্গঠনের কাজে জনশক্তিকে বিশেষ জাতীয় ধাঁচে, মেজাজের নিরিখে উজ্জীবিত করতে হবে। লেখালেখি গলাবাজি করে কিছু হবে না। আমি তোমাকে পরিষ্কার বলে দিচ্ছি গাধা, ধীরে ধীরে সব কিছুই হবে।'

'কিন্তু তদ্দিনে রামুর বিধবার কি হবে? যারা কোন কাজ পায় না, বেকার ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদেরইবা তত দিনে কি উপায় হবে? এই পরিস্থিতিতে যারা বাধ্য হয়ে দেশত্যাগ করছে তাদেরই বা ভবিষ্যৎ কি? তাছাড়া ক্রমবর্ধমান এই বেকারত্বের অভিশাপের শেষ কোথায়? প্রত্যেক

প্রদেশে জরিপ চালিয়ে দেখুন—কালই তো—উত্তর প্রদেশের সরকার স্বীকার করেছে তাদের বেকারত্বের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।'

'আমার কাছে কোন ছুমন্তর নেই যে, একদিনেই দেশের অবস্থা বদলে দেব। বিশ্বের কোন দেশেই তা করতে পারেনি। পঁচিশ ত্রিশ বছরের পূর্বে কোন দেশের অবস্থাই এত তাড়াতাড়ি বদলায়নি? প্রত্যেক দেশের ইতিহাস এ কথাই বলবে। মাথার ঘাম পায়ে না ফেলা পর্যন্ত জাতীয় সম্পদ এবং শক্তি বৃদ্ধি পায় না।'

বলেই পণ্ডিতজী আমার পিঠে হাত রেখে বললেন,

'তুমি পনের মিনিটের বেশী সময় নিয়ে ফেলেছ—এবারে আমি আসি।'

আমি বললাম,

'পণ্ডিতজী একটা আবেদন। আপনি সম্ভবতঃ বিলাতে গাধাদের পিঠে আরোহন করেছেন। কিন্তু ভারতে আপনি কোন গাধার পিঠে চড়েছেন এমন কথা শুনিনি। আমি নিজেকে খুবই সৌভাগ্যবান মনে করব যদি আপনি ... ...'

পণ্ডিতজী আমার কথা শেষ করতে না দিয়ে হঠাৎ আমার পিঠে চড়ে বসলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি আমাকে নিয়ে বাগানের চারিদিকে দৌড়ালেন। দৌড়াতে দৌড়াতে আমার দম আঁটকে আসছিল। অবশেষে আমি রণে ভঙ্গ দিয়ে বললাম,

'দোহাই আপনার, এবারে নেমে পড়ুন পণ্ডিতজী।'

তিনি হেসে উঠলেন এবং যথারীতি নেমে পড়লেন।

বললেন,

'এবার বলো দেখি কে বেশী দ্রুতগামী?'

একথা বলে তিনি আমাকে ফেলে চলে গেলেন। আমি চেয়ে দেখলাম বারান্দায় ক'জন বিদেশী দূত এবং দু'একজন বিদেশী ফটোগ্রাফার টহল দিচ্ছে। 'গাধার পিঠে পণ্ডিতজী'—ইতিমধ্যে এই ফটো নেওয়া হয়ে গেছে তাদের। দু'একজন সেক্রেটারী ভীষণ ব্যস্তভাব দেখিয়ে বারান্দায় টহল দিচ্ছিল। নেহেরুজী আমার পিঠে চাপড় মেরে সেদিকে চলে যেতে যেতে বললেন, 'টাকাটা ধোপার বউকে ঠিকমত পৌঁছে দিও কিন্তু।'

আমি বেশ গর্বের সাথে দুলকি চালে পণ্ডিতজীর বাসভবন ত্যাগ করলাম। মহাভারতের প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন থেকে বেরিয়ে আসছি, এটা সত্যি গর্বের ব্যাপার বৈ কি? আমি বাইরে আসতেই ফটোগ্রাফার ও প্রেসম্যানরা মূহুর্তে আমাকে ঘিরে ধরল।

প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন থেকে বেরিয়ে আসতেই মনে হলো আমি আজ পৃথিবীর সবচাইতে খ্যাতিমান গাধা। কিছুক্ষণ আগেও আমি ছিলাম অজ্ঞাত-অখ্যাত গাধা, পথে পথে ঘুরে বেড়াতাম ভবঘুরের মতো। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করতেই বেমালুম আমার ভাগ্য বদলে গেল। আমি বাইরে আসতেই দরজার পাশে দেখলাম জার্নালিষ্ট এবং ফটোগ্রাফাররা ভীড় করে আছে। ক্যামেরার বেল্ট গলায় ঝুলিয়ে 'ক্লিক ক্লিক' করে একের পর এক ফটো তুলে চলেছে আমার। শেষাবধি তারা সবাই মিলে আমাকে কনষ্টিটিউশন ক্লাবে নিয়ে গেল—সেখানে আমার ইণ্টারভিউ নেয়া হবে।

কনষ্টিটিউশন ক্লাবে পৌঁছে প্রেসম্যানরা আমার উপর অসংখ্য প্রশ্নবান নিক্ষেপ করে চললো।

'প্রধানমন্ত্রীর সাথে আপনার কি কথাবার্তা হয়েছে?'

এক সাংবাদিক সহ্য করতে না পেরে সরাসরি প্রশ্ন করে ফেলল।

আমি বললাম,

'কিছু কথা হয়েছে ঘাস সম্পর্কে আর কিছু গোলাপ সম্পর্কে।'

দ্বিতীয় জন বলল,

'আপনি আমাদের শুধু শুধু বোকা বানাচ্ছেন। আসলে এসব ব্যাপারে কথা হয়েছে থোড়াই?'

আমি সোজা কথায় তাদের ধরা দেবার পাত্র নাকি? আমি বললাম,

'ধোপাদের সম্পর্কে কিছু কথা হয়েছে, কিছু তাদের গাধাদের সম্পর্কে', —তাছাড়া আজকাল নতুন জেনারেশনের মাঝে যেসব গাধা তৈরী হচ্ছে তাদের সম্পর্কেও প্রশ্ন উঠেছে।'

তৃতীয় জন বলল,

'বিলাতী গাধাদের সম্পর্কেও প্রশ্ন উঠেছিল কি ?'

'হাঁ, পণ্ডিতজী যখন বিলাতের স্কুলে পড়াশুনা করতেন, শখ করে প্রায়শঃ গাধার পিঠে চড়তেন। সেকালে ফোর্ড শায়ারের গাধা তিনি বেশ পছন্দ করতেন।'

জার্নালিষ্টদের কলম চলছিল অনবরত। কিন্তু যে সব কথা জানার জন্যে তাদের মন আকুপাকু করছিল তা তারা জানতে পারছিল না, এটা তাদের চেহারা দেখেই বেশ বুঝা যাচ্ছিল। তা দেখে আমার বেশ করুণা হচ্ছিল। শেষাবধি আমি তাদের মনের অবস্থা দেখে ঘোষণা করলাম,

'লেডিজ এণ্ড জেণ্টেলম্যান, (কেননা এদের দলে মেয়েও ছিল) এটা জেনে আপনারা অত্যন্ত আনন্দিত হবেন যে, সারা ভারতে আমিই একমাত্র গাধা যার পিঠে পণ্ডিত জওয়াহের লাল নেহেরু সওয়ার হয়েছেন।'

একথা শুনতেই অনেক জার্নালিষ্ট আনন্দে উছলে উঠলেন। পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার রঙ্গিন হেডিং দেবার মতো একটা খবর তাদের সংগ্রহ হলো এতোক্ষণে। আমি মানস চক্ষে এসব রকমারী হেডিংগুলো একের পর এক পড়ে যাচ্ছিলাম। ইতিমধ্যে ক'জন এসে আমার কান নাড়া দিয়ে চমকে দিলো। এদের মধ্যে সর্বাগ্রে ছিলেন 'লাইফ' এর প্রতিনিধি, তার পেছনে রয়েছে নিউইয়র্ক টাইমস, লণ্ডন টাইমস্ এবং ম্যাঞ্চেটারগার্ডিয়ান-এর প্রতিনিধি। লাইফ-প্রতিনিধি বলল,

'মিষ্টার, তুমি দেখছি আমাদের ফ্রান্সিস থেকেও এক পা এগিয়ে আছ।'

'ফ্রান্সিস কে ?'

'এক খচ্চর, সেও তোমার মতো কথা বলতে পারে। মেট্রো গোল্ডেন মেয়ার-এর ছবিতে কাজ করে। কিন্তু বিশ্বের কোন নামজাদা রাষ্ট্রনেতাকে পিঠে তোলার বা দেখাকরার সৌভাগ্য তার হয়নি, যেমন তোমার হয়েছে।'

নিউইয়র্ক টাইমস্-এর প্রতিনিধি লাইফ প্রতিনিধির কোটের কলার টেনে ধরে বলল,

'হে আগাই, শোন, যদি আমাদের ফ্রান্সিস এবং ইণ্ডিয়ান গাধার যৌথ একটা ইণ্টারভিউ কভার করা যায় আর তা আমেরিকার ঘরে ঘরে টেলিভিশনে প্রচার করা হয় তাহলে…'

লাইফ প্রতিনিধি এমন চমৎকার প্রস্তাব শুনে রীতিমত লাফিয়ে উঠল। বলল,

'এক্ষুনি কেবল করছি, ওরা যেন ফ্রান্সিসকে চার্টার্ড করে সরাসরি এখানে পাঠিয়ে দেয়। সত্যি এমন মজা আর হবেনা।'

ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান-প্রতিনিধি একটু বাঁকা করে বলল,

'কিন্তু ভাই, এর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে কিছু জেনে নেয়া দরকার। বেশ ঘাগু মনে হচ্ছে গাধাটাকে।'

লণ্ডন টাইমস্-এর প্রতিনিধি রয়েল কমিশনের সদস্যের মতো করে বললো,

'মিঃ ডাংকি, ব্যক্তি স্বাধীনতা সম্পর্কে তোমার কি মতামত?'

'প্রত্যেক গাধার নিদেন পক্ষে ঘাস খেয়ে বেড়াবার স্বাধীনতা থাকা উচিত।'

'Co-existance—সহ অবস্থান সম্পর্কে?'

'প্রত্যেক গাধার উচিত নিজে বাঁচা এবং অপরকে বাঁচতে দেয়া। অন্ততঃ আমরা গাধা সম্প্রদায় এ নীতি মেনে চলেছি—অবশ্য মনুষ্যসমাজ সম্পর্কে আমি কিছু বলছিনা।'

'বর্ণবাদ সম্পর্কে তোমার কি মতামত?'

'আমাদের (গাধা) মধ্যে বংশ গোত্র-বর্ণবাদ সম্পর্কে কোনরকম বৈষম্য নেই। গাধা কালো হোক, সাদা হোক, গায়ের লোম ঘন হোক বা পাতলা হোক, আমাদের মধ্যে তা নিয়ে কোন বিভেদ সৃষ্টি হয় না। আমাদের সমাজে সকল গাধাকে একই তুলাদণ্ডে ওজন করা হয়।'

ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানের প্রতিনিধি নিউইয়র্ক টাইমস ও লাইফ প্রতিনিধির দিকে এমনভাবে তাকিয়ে দেখছিল, মনে হচ্ছিল গাধার এসব মতবাদ জেনে নেবার জন্যে আগে থেকেই সে তাদের বলে দিয়েছিল।

ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানের প্রতিনিধি বললো,

'জনাব, এই যে পূর্ব এবং পশ্চিম গোলার্ধ জুড়ে কোল্ডওয়ার চলছে, এ সম্পর্কে আপনার মূল্যবান মতামত দিয়ে আমাদের কৃতার্থ করুন।'

'আমাদের গাধাদের মধ্যে তো কোন ঠাণ্ডা বা গরম লড়াই হয় না। আসলে আপানারা জানেন, আমরা গাধারা যুদ্ধকে ভীষণ ঘৃণা করি। আপনারা হয়ত লক্ষ্য করে থাকবেন, চারণ ভূমিতে পাশাপাশি আমরা অনেক গাধা একত্রে ঘাস খেয়ে বেড়াই। কিন্তু আমাদের মধ্যে আজ পর্য্যন্ত এ নিয়ে কোন বিরোধ হয়নি, লড়াই ঝগড়া হয়নি। অথচ এটা আমরা মোটেই বুঝতে পারিনা, মানুষ কেন পারেনা, আমাদের মতো একত্রে মিলে মিশে চলতে? তোমরা কেন পারনা একত্রিত হয়ে একটা নতুন কারখানা, নতুন জনপদ, নতুন একটা জগত সৃষ্টি করতে?'

'পঞ্চশীলা সম্পর্কে তোমার ধারণা কি?'

সহসা লণ্ডন টাইমস-এর প্রতিনিধি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান-এর প্রতিনিধিকে বলে দিলো,

'এসব প্রশ্ন করা অবান্তর। এই গাধার ওপর নেহেরুর যাদু চলছে। রক্ষা, এই গাধা বান্দুং কনফারেন্সে ছিল না, নইলে কত আবোল তাবোল বকতো।'

একথা বলে ওরা তিনজনই আমাকে ছেড়ে চলে গেল। তাদের চলে যাবার পর আরো অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে আমাকে। বিভিন্ন বিষয়ের ওপরে আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে, আমিও যথাসাধ্য তার জবাব দিতে চেষ্টা করেছি। অর্থাৎ এক গাধার পক্ষে যতটুকু জবাব দেয়া সম্ভব ছিল। এই প্রেস কনফারেন্স প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল স্থায়ী হয়েছিল। এরপর সকল জার্নালিষ্ট যার যার ডেসপাচ দেবার জন্য অফিসে রওনা হয়ে গেল। কেননা, তাদের জন্য এটা এক অভিনব বিষয় ছিল। এত দীর্ঘ প্রেস কনফারেন্স-এর পর আমি রীতিমত ঘেমে উঠেছিলাম। ক্লান্তিও লাগছিল খুব। আমি ভাবলাম, রামু ধোপার বাসায় ফেরার আগে যমুনায় গিয়ে একটা ডুব দিয়ে শরীরটা জুড়িয়ে নেই। শরীরটা বেশ হালকা হবে, ক্লান্তিও দূর হয়ে যাবে। এসব ভেবে আমি ক্লাব

থেকে বেরিয়ে আসতেই একজন বেঁটে অথচ ধূর্ত ধরণের লোক, যার পরণে চমৎকার ধূতি এবং গায়ে আচকান, আমার উদ্দেশ্যে বলল,

'ক্ষমা করবেন, আপনিই কি সেই বিখ্যাত গাধা, যিনি প্রধানমন্ত্রীর স্পেশাল ইণ্টারভিউ গ্রহণ করেছেন ?'

'জী হাঁ।'

বেঁটে লোকটি আমার আপাদমস্তক দেখল। কি যেন একটু ভাবল। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলল,

'যদি মনে কিছু না করেন, লাঞ্চটা গরীবালয়ের ওখানে যদি সেরে নেন তাহলে কৃতার্থ হই। আমার বাসা এই কনষ্টিটিউশন ক্লাব থেকে খুব বেশী দূরে নয়, 'ব্রিজুটিয়া মহল।'

'কিন্তু সেখানে যাব কেমন করে, বলুন ?'

আমি লম্বা হাই তুলে বললাম,

'খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।'

'কোন চিন্তা নাই। আমার সাথে একটা 'বুইক' গাড়ী রয়েছে। ওটাতে অবশ্য আপনার জায়গা সংকুলান হবে না। এজন্যে আমি এক্ষুনি এক 'শেভার লরি' আনিয়ে নিচ্ছি।'

আমি জীবনে এ-ই প্রথমবার শেভার লরিতে ভ্রমন করলাম। এটা যদিও লোহার তৈরী গাধা কিন্তু দেখতে বেশ চমৎকার ছিল।

'ব্রিজুটিয়া মহল' সত্যি সাজানো গোছানো একটি বাড়ী। আমাকে নিয়ে যে সোফাতে বসানো হলো এটা এতই বড় সড় যে, অনায়াসে দুটো গাধা সেটাতে পাশাপাশি আরাম করতে পারতো।

ড্রইংরুমে পদার্পণ করার পর—শেঠ মনসুখলাল ব্রিজুটিয়া মাথা নিচু করে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলল,

'তা আপাতত ঠাণ্ডা কিছু পান করবেন, যেমন স্কোয়াস, শরবত ?'

আমি বললাম,

'ওসবে আমার রুচি নেই। আমাকে আপাতত কিছু বিশুদ্ধ ঘাস দিতে পারেন কিনা দেখুন।'

আবারও অত্যন্ত বিনয়ের সাথে এমন করে ঘন্টি বাজালেন যেন সারা জীবন মেহমানদের ঘাস খাওয়ানো তার নৈমিত্তিক অভ্যাস। ভৃত্য এলে তাকে কাছে ডেকে নিয়ে ফিস ফিস করে কি যেন বললেন। কিছুক্ষণ পর চাকরটি যখন ফিরে এলো, চেয়ে দেখলাম রূপোর তৈরী একটা বড় ট্রেতে কতগুলো পরিষ্কার সুগন্ধি সবুজ দূর্বা ঘাস। আর ঘাসগুলো এমন ছোট ছোট করে মিহিভাবে কেটে আনা হয়েছে, যাতে খাওয়ার সময় দাঁতে একটুও কষ্ট না হয়। ঘাস খাওয়ার পর চাকরটি আমাকে রুপোর বালতিতে পানি এনে ধরল। ফ্রিজের ঠাণ্ডা পানি ছিল। এই পানি যেমন ছিল সুরভিত তেমনি শরবত মেশানো। পানি পান করার পর ৩নং ভৃত্য একটি সাদা তোয়ালে নিয়ে এসে অত্যন্ত সযত্নে আমার মুখ সাফ করে দিল।

৪ নং ভৃত্য এসে বলল,

'আপনি কি পান পছন্দ করেন? সাদা, সাঁচি…'

'কিমাম ওয়ালা পান হলে ভাল হয়। তবে কিমাম যেন লক্ষ্ণৌর হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখো কিন্তু, তা না হলে কোন মজা হবেনা।'

একথা বলে আমি শেঠ ব্রিজুটিয়ার দিকে তাকালাম। বললাম,

'আপনি আমার জন্যে এসব কষ্ট কেন করছেন বলুন তো।'

শেঠ ব্রিজুটিয়া তার আসনটা একটু সামনের দিকে এগিয়ে এনে আমার কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে বলল,

'শ্রীমান, সব খুলেই বলব নাকি?'

'বলুন, পরিষ্কার করেই বলুন।'

'তবে শুনুন, আমি আপনার প্রেস কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলাম। আমি প্রথম থেকেই অনুমান করছিলাম, আপনি আগাগোড়া একটা কথা গোপন করে যাচ্ছিলেন, ঠিক না?'

'আহ্।' আমি কিছুটা বুঝতে পেরে বললাম।

'ব্যস, আপনি তাহলে বলে দিন, নেহেরুজী সাথে আসলে আপনার কি সব কথাবার্তা হয়েছে?'

'কথাবার্তা তো অনেক হয়েছে—জাতীয় জীবন থেকে শুরু করে পর-রাষ্ট্রনীতি—পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পর্য্যন্ত কিছু বাদ যায় নি।'

'তাতো বুঝলাম, কিন্তু কোন ঠিকাদারীর কথাবার্তা হয়নি?'

হঠাৎ আমার তৈল রিফাইনারীর কথা মনে পড়ল।

বললাম,

'হঁা, এ ধরনের কিছু কথাবার্তাও হয়েছে।'

'কত? দশ লাখ, বিশ লাখ?'

'মাত্র?'

'এক কোটি?' ব্রিজুটিয়া আরো কাছে এগিয়ে এলো।

'আরো বেশী।'

'পাঁচ কোটি।'

'জী-না—আরো বেশী।'

'দশ কোটি?' ব্রিজুটিয়া উত্তেজনায় রীতিমতো কাঁপছিল। এবারে সে আমার গা ঘেষে বসল।

আমি বললাম,

'বিশ কোটিরও বেশী।'

'ব্যস, ব্যস, আর বলতে হবে না।'

ব্রিজুটিয়া আমার পেটে আংগুল রেখে বলল, 'জানেন তো দেয়ালেরও কান আছে।'

'তবু শুনে নিতে দোষ কি?'

'স্ স্—ব্রিজুটিয়া ঠোটে আংগুল রেখে বলল,

'না। আমার আর শোনার দরকার নেই। ব্যস, যেটুকু শুনেছি—পঁচিশ কোটি, বাপরে···

'শ্রীমান ডাংকি, আজ থেকে আপনি আমার পার্টনার।'

'পার্টনার? কিসের?'

'কেন, ঠিকাদারীর—পণ্ডিতজীর সাথে যা নিয়ে কথাবার্তা হয়েছে।'

'কিন্তু।'

'কোন কিন্তু টিন্তু নেই। দেখুন এমনিতে তো আপনি বেশ জ্ঞানী লোক—কিন্তু আপনার যেটা নেই তা হলো টাকা। টাকা রয়েছে আমার কাছে। যত দরকার নিয়ে নেবেন। আমি আপনাকে এই বিজনেসের এক তৃতীয়াংশ দিয়ে দিচ্ছি।'

আমি অসম্মতি সূচক মাথা দুলিয়ে বললাম,

'কিন্তু কথা হচ্ছে কি।'

'ঠিক আছে আমি বুঝতে পেরেছি। আপনি আরো বেশী পার্সেন্টেজ চাচ্ছেন, এই তো? কোন অসুবিধা নেই। চলুন ফিফ্‌টি ফিফ্‌টি। যত টাকা ঢালতে হয় তা আমি ঢালব। চলুন এবার তো হলো। হাঁ এ কাগজটায় সই করুন। আমি টেলিফোনে সলিসিটরকে সবকিছু বলে আগেভাগেই কাগজ রেডি করে রেখেছি। দেখুন, আমি ঠিক ঠিক অনুমান করছিলাম কি না।'

'দেখুন জনাব, আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন। এ কাগজে আমি সই করতে পারব না।'

ব্রিজুটিয়া আমার দিকে চোখ পাকিয়ে বললেন,

'আমি আপনাকে এক গাধা বলেই জানতাম। কিন্তু এখন দেখছি আপনি সাংঘাতিক ঝানু। ঠিক আছে আমি আপনাকে আমার ফার্মের অর্ধেক পার্টনার করে নিচ্ছি। এই ঠিকা ছাড়া আমার অন্যান্য ঠিকাদারী ফার্মেরও আপনাকে অর্ধেক পার্টনারশীপ দিচ্ছি। দেখুন আর না না বলবেন না। এবার সইটা করুন। দেখুন, আমি আপনাকে বলছি, এর চেয়ে বেশী সুবিধা আপনি আর কোথাও পাবেন না। ব্রিজুটিয়া এণ্ড ব্রিজুটিয়া কনট্রাকশন কোম্পানীর পার্টনার হওয়া ভারতের যে কোন পুঁজিপতির পক্ষে গৌরবের বিষয় কিন্তু।'

'দেখুন আমি এক মামুলী গাধা…'

ব্রিজুটিয়া এবারে রীতিমত কথা বন্ধ করে দিয়ে বলল,

'তাতে হয়েছে কি? আমাদের এমন অনেক শেয়ার হোল্ডার আছে যারা রীতিমতো গাধা। তা নাহলে আমরা এতো পয়সা কামাই কি করে? আপনি তো এব্যাপারে সবকিছু বোঝেন।'

বলেই ব্রিজুটিয়া আমার পিঠে থাপ্পড় মেরে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। এরপর এমন সব রসিকতা শুরু করলেন আমার সাথে, যেন ছোট বেলা থেকেই আমরা একত্রে বড় হয়েছি এবং একত্রে ঘাস খেয়ে কাটিয়েছি বহুদিন।

এরপর সে আমার চোখে ঠার দিয়ে বলল,

'আমি এই বাড়ীতেই তোমার থাকার জন্য এক চমৎকার কামরা খালি করিয়ে দিচ্ছি। ফার্ষ্টক্লাস এয়ারকণ্ডিশনড্ কামরা। মহারাজাদের রেসের ঘোড়াদের জন্যও এমন চমৎকার স্যুট মিলেনা। সবরকম বিলাস ব্যসনের বন্দোবস্ত রয়েছে এই কামরাতে। রাতের বেলা বাইজীদের নাচ গান শুনতে পাবে।'

আমি শোয়া থেকে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে বললাম,

'আমাকে এবারে অনুমতি দিন। দেখুন, আমি এক গরীব বিধবার গাধা। তার ছেলেপিলেরা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। নেহেরুজী কিছু টাকা দিয়েছিলেন তাদের পোঁছে দেয়ার জন্য।'

'কোথায় যেতে চান আপনি?'

'কৃষ্ণনগর, যমুনা তীরে।'

'কষ্ট করে সেখানে যাবার কোন দরকার নেই। আমি আমার গাড়ী পাঠিয়ে এক্ষুনি তাদের আনিয়ে নিচ্ছি। রামু ধোপার বৌ এবং বাল-বাচ্চাদের জন্য এখানেই আমার কোয়ার্টারে থাকার বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। তাছাড়া আমার বাসায় কাপড় কাঁচার জন্যে এক মেয়ে ধোপারও প্রয়োজন। আগের ধোপাটা বড় কাম চোর। আপনি কোন চিন্তা করবেন না। সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। আপনি যদি কিছু সময় ভেবে নিতে চান, কোন আপত্তি নেই—আমি আপনাকে বাধ্য করবো না। ধীরে সুস্থে আপনি যখন ইচ্ছা সই করবেন। আপনি যদি সই নাও করেন তাতে ক্ষতি নেই তবু আমার এখানে কিছুদিন থেকে আমাকে ধন্য করুন।'

শেঠ পার্টনারশীপের কাগজ পকেটে পুরে নিলো এবং এমন করে আমার দিকে তাকালো যে, আমি তার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করতে

পারলাম না। মন্দ কি, এক উছিলায় যদি রামু ধোপায় স্ত্রী পরিজনের একটা উপায় হয়—আমিও কিছুদিন এই সুবাদে—'

দ্বিতীয় দিন মৃদুমন্দ সঙ্গীতের মোহময় আলাপের মাঝে আমার স্বপ্নময় খরগোস-সুলভ নিদ্রা ভঙ্গের চেষ্টা করা হলো। আমি মশারীর বাইরে এসে দেখি বেশ ক'জন ভৃত্য নাস্তা নিয়ে আমার অপেক্ষা করছে। সোঁদা সোঁদা গন্ধমাখা বজরার ডালিয়া খেতে বেশ মজাই লাগল। ইতিপূর্বে আমি শুনেছিলাম, মানুষ মতলব হাসিলের জন্য গাধাকেও বাপ ডাকতে দ্বিধা করে না। আজ স্বচক্ষে তা দেখতে পেলাম। আমি যখন আয়েশী ভঙ্গিতে ডালিয়া চিবুচ্ছিলাম এমন সময় শেঠ ব্রিজুটিয়া এক এক গাদা খবরের কাগজ নিয়ে হাসি খুশী আমার কামরায় ঢুকল। এসেই এমন করে আমার গা ঘেষে বসল যেন আমি আজ আর কোন গাধা নই, আমি তার সহোদর ভাই বা পিতা সাদৃশ। এসেই বললো,

'এই চেয়ে দেখুন সারা দুনিয়ার কাগজে আপনার ছবি ছাপা হয়েছে আর তাও প্রথম পৃষ্ঠায়। আজ আপনি দেখছি সুয়েজ খালের ব্যাপারটি পর্য্যন্ত শেষ পৃষ্ঠায় ঠেলে দিয়েছেন। এই দেখুন ইডেন-এর বক্তৃতা পর্যন্ত দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে। শুধু আপনার জন্যই আমি বিশ্বের সকল দেশের সংবাদপত্র প্লেন যোগে আনিয়েছি। আমি চেয়ে দেখলাম ডেইলী মিরর-এর সাত কলাম ব্যাপী রঙ্গিন হেডিং ঃ

"এক পড়ুয়া গাধার ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎকার"

"বিশ্বের সবচাইতে
চমকপ্রদ খবর"

নিউইয়র্ক টাইমস্-এ আমার এবং ফ্রান্সিস-এর ছবি পাশাপাশি ছাপা হয়েছে। তাছাড়া এক সম্পাদকীয়ও লেখা হয়েছে এ সম্পর্কে। এর মোদ্দা কথা হলো, পণ্ডিত নেহেরু যদি গাধাকে সাক্ষাৎ দান করতে পারে, তাহলে আমাদের প্রেসিডেণ্ট কেন ফ্রান্সিসকে সাক্ষাৎদান করতে পারবে না? যত শীঘ্র সম্ভব এই সাক্ষাৎকারের বন্দোবস্ত করা উচিত। অন্যথায় পুরো এশীয় ভূখণ্ডে আমেরিকার মানসম্ভ্রম বিপদের সমুখীন।

লণ্ডন টাইমস্-এর রঙ্গিন হেডিং ছিল ঃ

'আজ এক গাধাও যুদ্ধের বিরোধিতা করছে।'

ফ্রান্সের কনজার্ভেটিভ কাগজ 'লা মান্দে' এক রসালো হেডিং দিয়েছে 'নেহেরুর গাধা পঞ্চশীলার সপক্ষে'.

কিন্তু লা মান্দের কাছে ন্যায়নীতি আশা করা বাতুলতা, ভারতের প্রায় সকল পত্রিকাতেই রং বেরং-এর হেডিং দিয়ে আমার ইণ্টারভিউ ছাপা হয়েছে। অনেক পত্রিকা এডিটোরিয়ালও লিখেছে। কয়েকটি পত্রিকা এ ব্যাপারে টীকা টিপ্পনী করে বলেছে, কেন নেহেরুজী এক মামুলী গাধার সাথে ইণ্টারভিউ দিতে গেলেন। মোটকথা যতমুখ ততকথা। তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, রাতারাতি আমি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন এক ব্যক্তিত্বে পরিণত হলাম। সর্বত্র শুধু আমার আলোচনাই হচ্ছিল।

'এই দেখুন টেলিগ্রাম।' বলে শেঠ ব্রিজুটিয়া এক গাদা টেলিগ্রাম বের করলো। এতে অসংখ্য ধন্যবাদ ছাড়াও ভবিষ্যতে কাজে আসতে পারে এমন অনেক কথাও আছে।

'এই দেখুন কাঞ্চনজংঘা অতিক্রম করার জন্যে রওনা হয়েছে এমন এক জার্মান অভিযাত্রীদের তার। তারা লিখেছে, আমরা খুবই আনন্দিত হবো আপনি যদি আমাদের সাথে এই অভিযানে শুধুমাত্র দশ হাজার ফিট পর্য্যন্ত ওঠেন। এ ব্যাপারে তারা গ্যারান্টি দিচ্ছে আপনার পিঠে কোন বোঝা চাপানো হবে না।'

'এই দেখুন আরেক তার। বিখ্যাত ফিল্ম ডাইরেক্টর খাজা আহাম্মদ আব্বাস এবং রমেশ সায়গল আপনাকে অনুরোধ জানিয়েছেন তাদের আগামী ছবিতে কাজ করার জন্য। মাসিক দশ হাজার টাকা বেতন দেয়া হবে। আসা যাওয়ার জন্য প্লেনের ভাড়া আলাদা। আপনার বিপরীতে কাজ করার জন্য নলিনী জয়ন্ত, নার্গিস, মধুবালার সাথে কথা-বার্ত্তা চলছে; দেখুন কার ভাগ্যে শিকা ছিড়ে।'

'এই দেখুন বিখ্যাত কমেডিয়ান গোপ এবং ভগবান আপনাকে দিয়ে একটা হাসির ছবি তৈরীর ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। পাবলিসিটিতে তাদের ওপরে আপনার নাম থাকবে—বলুন রাজী?'

'এ হচ্ছে দি গ্রেট রয়েল ইণ্ডিয়ান সার্কাস-এর অফার। তারা আপনাকে নিয়ে সারা ইউরোপ ঘুরে বেড়াবে।'

আমি রাগে ক্ষোভে টেলিগ্রামের বাণ্ডিলটা তুলে মাটিতে ফিকে মারলাম। ব্রিজুটিয়া আক্ষেপ করে বলল,

'লোকরা খ্যাতির জন্য পাগল আর আপনি কিনা তা পায়ে ঠেলে দিচ্ছেন। আমি যদি এরকম খ্যাতির সুযোগ পেতাম তাহলে গাধা কেন, শুকর হতেও আমি রাজী ছিলাম।'

আমি ক্রোধে দাঁতে দাঁত পিষছিলাম, কিন্তু কিছু বলতে পারছিলাম না।

শেঠ ব্রিজুটিয়া বলল,

'বাইরে অনেক লোক আপনার সাথে দেখা করতে এসেছে। ড্রইং রুম একেবারে ভর্তি।'

'আমি কারো সাথে দেখা করব না।'

আমি বললাম।

'আর না হোক আপনি দিল্লী পৌরসভার চেয়ারম্যানের সাথে একবার দেখা করুন।'

'চেয়ারম্যান? সেও এসেছে নাকি? হায়, হায়।'

'জী হাঁ'। বলেই শেঠ এমন করে চোখ মারল যেন এসব ব্যাপার স্যাপার তারই উদ্যোগে হচ্ছে। 'আসলে দিল্লী পৌরসভা আপনাকে নাগরিক সম্বর্ধনা জানাতে চায়।'

'আমাকে, এক সামান্য গাধাকে? মিউনিসিপ্যালটির মাথা খারাপ হয়নি তো?'

'আপনি এখন আর মামুলী গাধা কোথায়, সারা হিন্দুস্তান জুড়ে, এমন কি সারা বিশ্ব জুড়ে আপনার নাম—আপনি বিশ্বের এক মহান গাধা।'

'ভুলক্রমে আমি নেহেরুজীর সাথে দেখা করেছিলাম এবং তিনি আমার পিঠে চড়েছিলেন বলেই কি আমার এই খ্যাতি? অবাক হতে হয়, গাধা আমি না আপনারা?'

ব্রিজুটিয়া বলল,

'আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি তাদের নিয়ে আসতে পারি।'

'না, না, এ কোনদিন হতে পারে না। দিল্লী পৌরসভা আমাকে সম্বর্ধনা জানাবে এমন যোগ্য আমি এখনো হইনি।'

'আপনিইবা কি ধরনের কথা বলেন, দুনিয়াতে শুধু যোগ্য লোকদেরই অভ্যর্থনা জানানো হয় বলে আপনি মনে করেন? দেখুন আপনি যদি রাজী না হোন তাহলে খুব বাড়াবাড়ি হবে। কেননা, আমি আপনার পক্ষ থেকে তাদের সম্মতি দিয়েছি। এতক্ষনে তারা বোধ হয় সব রকম আয়োজনও সেরে ফেলেছে। অলি গলিতে পোষ্টার। গণ্যমান্যদের নিমন্ত্রণ—এসব বোধহয় ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এখন চিন্তা করুন, আপনি যদি এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করেন তাহলে লোকরা কত নিরাশ হবে।' ব্রিজুটিয়া স্বরটা একটু নিচু করে বলল,

'দেখুন অন্ততঃ আমার খাতিরে আপনি এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করবেন না। কারণ, আমি চেয়েছিলাম এমন একটা কিছু হোক, যাতে আমাদের পার্টনারশীপের কাজে সুবিধা হয়।'

'কিসের পার্টনারশীপ।' আমি একটু বিরক্তি প্রকাশ করে বললাম।

'আরে ভুল হয়ে গেছে, আমার তো একথা মুখে তুলবার কথা ছিল না।' ব্রিজুটিয়া হেসে উঠে বলল,

'আচ্ছা আমি যাচ্ছি। আপনার পক্ষ থেকে আমি হঁা বলে দিচ্ছি। কষ্ট করে আপনি আর ওদের সাথে দেখা না করাই ভালো।'

'কি···একটু শুনুন···'

কিন্তু আমার কোন কথা না শুনেই অন্য কামরায় চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরই দেখলাম হুড়মুড় করে একদল মেয়ে আমার কামরায় ঢুকে পড়েছে। প্রায় প্রতিটি মেয়েই কলেজের ছাত্রী। তাদের অট্টহাসি

এবং হৈ চৈতে সারাটা বাড়ী গমগম করে উঠল। প্রত্যেকের হাতে অটোগ্রাফের খাতা—উদ্দেশ্য আমার সই নেয়া। তাদের এই বইতে রয়েছে শীলা রমনী, দেবানন্দ, রাজকাপুর, দিলীপ কুমার এবং অন্যান্য ফিল্মষ্টারদের দস্তখত। এখন তারা আমার অটোগ্রাফ চাইছে। এরাইবা কি ধরনের মেয়ে? দিলীপ কুমার এবং গাধার মধ্যে কোন পার্থক্য খুঁজে পায়না এরা। ঘোড়া গাধা সবাইকে একই অটোগ্রাফের খাতায় একীভূত করতে চায়। এই খ্যাতির পরশে তাদের চোখ মুখ কেমন উচ্চকিত।

আমি যখন মেয়েদের অটোগ্রাফ দিচ্ছিলাম, এমন সময় রিজুটিয়া এক মেয়েকে নিয়ে আমার চার দিকে ঘুরাফিরা করছিল। শেষাবধি আমার কাছে এসে বলল, 'মিঃ ডাংকি, এ হচ্ছে আমার মেয়ে রূপবতী—ওর খাতায় বিশেষভাবে কিছু লিখে দিন।'

আমি রূপবতীকে চেয়ে দেখলাম—বেশ লম্বা, গৌরবর্ণ এবং লাস্যময়ী। তার চোখ দুটোতে আজব ধরনের উজ্জ্বল্য দেদীপ্যমান। কণ্ঠস্বরে সব সময় একটা শাসনের সুর বাজে। চলায় বলায় এক বিশেষ শৈল্পিক ধাচ রয়েছে। চেহারা সুরতে মেয়ে না মনে করে বরং চলমান এক পুতুল মনে করা যেতে পারে। আমি রূপবতীকে বললাম,

'কি লিখব?'

সে একটু বিরক্তিভাব প্রকাশ করে বলল,

'আমি তা জানব কেমন করে? যা লিখবেন সেটা আপনার বিষয়, না লিখবেন তাও আপনার ইচ্ছা—এমন কোন তাড়া নেই যে লিখতেই হবে।'

বলে সে তার অটোগ্রাফের খাতা বন্ধ করে ফেলল।

'রূপবতী!'

রিজুটিয়া তাকে একটু হালকাভাবে শাসন করে বলল এবং তা এত সূক্ষ্মভাবে করলেন যে, বোঝার উপায় নেই। কিন্তু আমি তা টের পেয়ে গেছি। মেয়েটির উদ্ধত ভঙ্গি মূহুর্তে মিলিয়ে গেল। এবারে সে চপলা মেয়ের রূপ ধারণ করল। একটা নিষ্পাপ মধুর হাসি হেসে আমাকে বলল,

'দিন না, চমৎকার একটা কিছু লিখে।' তার কমনীয় হাত আমার দেহ স্পর্শ করল। আমার দেহ শিউরে উঠল। একটা লম্বা মিষ্টি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে এবারে, সহসা আমার মনে হলো, আমি বহুমূল্য প্রস্তর খচিত কোন বিলাস কামরায় নেই—বরং চারদিক সবুজে ঘেরা এক প্রাকৃতিক সুষমা মণ্ডিত বনমাঝে বিচরণ করছি, যার চারিদিকে শুধু দোলায়মান তাজা দুর্বাঘাস আর ঘাস। নীচের ঢালুতে প্রবহমান ঝরণার ছলছল ধ্বনি। ভোরের সূর্যালোক চারিদিকে রামধনুর রং ছড়িয়ে রেখেছে যেন—আর আকাশে ভেসে চলেছে সাদা মেঘের ভেলা এক ঝাঁক হংস বলাকার মতো।.

আমি এ সবে বিভোর হয়ে সহসা সহজাত গর্দভ-সুলভ বিকট আওয়াজ করে উঠলাম। যেন জীবনের সকল আবেগ মধুর একটি স্বর। যখন কোন গাধা আবেগে বিভোর হয়ে ওঠে, সারা-বিশ্বের সঙ্গীত মূর্ছনা গুমরে ওঠে সকল চেতনা ছাপিয়ে—এই মূহুর্তে আমার অধরেও ছিল সেই তাল, সেই সঙ্গীত।

একটু প্রকৃতিস্থ হতেই দেখলাম সেই মেয়ের দঙ্গল আর নেই। আমার বিটকেলে আওয়াজ শুনে সবাই পগার পার। অনেকে অটোগ্রাফের খাতা পর্যন্ত ফেলে পালিয়েছে। এরপর আর কোন জনমনিষ্যি ছিল না কামরাতে, আমি একাকী দাঁড়িয়ে ছিলাম।

কি বিচিত্র এই মানুষ—এরা শুধু আনন্দের সময়ই সঙ্গীতের মূর্ছনা শুনতে পায়, দুঃসময়ে শুনতে পায় না।

রসিক পাঠকবৃন্দ, আমি আপনাদের কি করে বুঝাব যে, দিল্লীর নাগরিকরা কি রকম জাঁকজমকের সাথে আমার সম্বর্ধনা জানিয়েছে। আমাকে নিয়ে সে কি আনন্দ মিছিল—লক্ষ লক্ষ লোকের সে কি ঠেলা ঠেলি, শুধু এক নজর এক গাধাকে দেখার জন্য, যে গাধা মানুষের ভাষায় কথা বলে। মেয়েদের অবস্থা আর নাইবা বললাম। অশিক্ষিত এবং মূর্খ হওয়ার দরুণ নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন এই মেয়েদের কে যেন শিখিয়ে দিয়েছে এই গাধা যে কথা বলছে তা ঈশ্বরেরই কেরামতি। লোকেরা এসব আজগুবি

কথাবার্তা বলে এসব মেয়েদের এতখানি প্রভাবিত করেছিল যে, চাদনী চকে আমার মিছিল ঢুকতেই ওপরের দোতালা তিনতলার বেলকনি ও জানলা থেকে এসব ধর্মান্ধ মেয়েরা ফুলের মালা ও অন্যান্য ভক্তিমুলক জিনিস ছড়িয়ে দিতে লাগল। এরই মধ্যে আবার মিছিলের মধ্যে মাঝে মাঝে ধ্বনিত হচ্ছিল 'গাধা কি জয়'। কিছুক্ষণ পর পর আবার সওয়ারী থামিয়ে আমাকে এক নজর দেখার জন্য লোকদের সুবিধা করে দেয়া হচ্ছিল। এ সময় আমাকে বলা হলো, আমি যাতে লোকদের উদ্দেশ্যে কিছু আশীর্বানী অথবা সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেই, যাতে আমার কথা বলার ক্ষমতা সম্পর্কে মানুষের সন্দেহ দূরীভূত হয়। এজন্যে যেখানেই আমার মিছিল এসে দম নিতো আমি লোকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতাম। আমার মুখ থেকে কথা বের হতেই লোকদের মধ্যে এক আজব ধরনের প্রতিক্রিয়া হতো। বেশ ক'জন লোকই গাধার মুখের কথা শুনে রাস্তায় বেহুশ হয়ে পড়ল। কিছু কিছু লোকতো আমাকেই ভগবান মনে করে হাতজোড় করে কিসব ক্রিয়াকর্ম করতো, এভাবে ক্রমশঃ শহরময় একটা অলৌকিক ধর্মীয় অনুভূতি সবাইকে আচ্ছন্ন করে তুলল। অবশ্য এসব আমি পরে জানতে পেরেছি। এবং সব কিছুর মূলে ছিলো শেঠ মনসুখলাল ব্রিজুটিয়া।

সেদিন আমাকে খুব করে আচটন এবং সুগন্ধি মিশিয়ে গোসল করিয়ে দেয়া হয়েছিল। জীবনে আমি কখনো আর নিজেকে এত পরিচ্ছন্ন এবং হালকা মনে করিনি। আমার পিঠে বিছিয়ে দেয়া হলো রেশমী ঝালরের একটা আচ্ছাদন। মাথার ওপরে সোনালী ঝুমুর আর গলায় অসংখ্য জড়ির মালা। আমার পাশে পাশে এক জন বিশেষ খাদেম ব্রাস হাতে চলছিল। প্রত্যেক দু'শ গজ পর পর সে আমার দেহের উপর জমে যাওয়া ধুলি বালি পরিষ্কার করে দিতো। কারণ, পথঘাট একেবারে ধুলি ধূসরিত ছিল। অন্য এক খাদেম হাতে গোলাপ পাশ নিয়ে চলছিল। কয়েক মিনিট পর পরই আমার গায়ে সুগন্ধি আতরের পানি ছিটিয়ে দিতো, ওদিকে সকালের দিকে ব্রিজুটিয়ার নিজস্ব নাপিত এসে আমার লেজের

ক্ষৌর কর্ম সম্পন্ন করেছিল। দেহের অন্যান্য পশমও কেটে কেটে মসৃণ করে দিয়েছিল। এমন কি পায়ের নখ পর্যন্ত কেটে সুন্দর করে দিয়েছিল। এরপর কি আমাকে কেউ বিশ্বের সব চাইতে সসুদর্শন গাধা না বলে পারে?

এরপর মহাসমারোহে আমাকে টাউন হলে নেয়া হলো। আমাকে দেখতেই হলের অভ্যন্তরে উপস্থিত শহরের যত গন্যমান্য লোক ছিলেন দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করলেন এবং যথারীতি বসে পড়লেন। এরপর আমাকে ষ্টেজে নেয়া হলো, সামনে মাইক্রোফোন ছিল। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আমাকে মাল্যভূষিত করা হলো। পৌরসভার এড্রেসে বলা হলো ঃ

"আপনি যখন প্রথম আমাদের পৌর এলাকায় প্রবেশ করেন তখন আমরা ঘূণাক্ষরেও জানতাম না আপনি কে? আমরা আপনাকে এক মামুলী গাধা মনে করে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। আজ আমাদের এ দুর্ব্যবহারের জন্য সত্যি লজ্জিত, অনুতপ্ত। দুনিয়ার এই মহান ব্যক্তিত্বের সাথে এ হেন ব্যবহার করা মোটেই আমাদের উচিত হয়নি। যদিও এই সভা এধরনের অসৌজন্যমূলক ব্যবহারকে কোন দিনই ঢাকা দিতে পারবেনা, তবু অন্তরের অন্তস্থল থেকে আজ আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছে। শ্রীমান গাধাজী, আপনি আমাদের ক্ষমা করে দিন, আজ আপনার কাছে আমাদের এই অন্তিম অনুরোধ।

আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, আপনি আমাদের অবশ্যই ক্ষমা করে দিবেন। কেননা, আপনি মহান হৃদয়ের অধিকারী, আপনার দৃষ্টি সুদূর প্রসারী, সর্বোপরি, আপনি সারা বিশ্বের এক মহান গাধা। রামু ধোপার মৃত্যুর পর আপনি যেভাবে তাদের ভরন পোষনের নিমিত্ত পায়ে হেটে হেটে অফিসে অফিসে ধর্না দিয়েছেন, তাতে মনে হয় আপনার মনে গরীব দুঃখীদের জন্য কতখানি দরদ লুকিয়ে আছে। আপনি গাধা হয়ে যতখানি মনুষ্যত্বের দুঃখ গ্লানি, বুকে লুকিয়ে রেখেছেন তা পৃথিবীতে সত্যি বিরল। আপনার মতো যদি প্রতিটি লোকই গাধা হতে পারতো।

আপনি যে ধারা ন্যায় নিষ্ঠা, মিতাচার, সহৃদয়তা, মনুষ্যত্ব এবং উদার মনের পরিচয় দিয়ে আমাদের প্রভাবিত করেছেন, তাতে আমরা মুগ্ধ হয়ে আপনাকে দিল্লী মিউনিসিপ্যালিটির নাগরিক অধিকার প্রদান করছি। পরিতাপের বিষয় যে, নয়াদিল্লীতে গাধাদের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ, নইলে আপনাকে এখানকার স্থায়ী নাগরিকত্ব প্রদান করা যেতো। যাহোক, এই অধমদের দ্বারা যতটুকু সম্ভব হয়েছে প্রসন্ন মনে তা গ্রহণ করলে বিশেষ কৃতার্থ হবো।

[হলঘরে এরপর প্রায় দশ মিনিট ধরে করতালি চলছিল]

এরপর 'পশু নিপীড়ন প্রতিরোধ' সমিতির পক্ষথেকে এক বাণী পাঠ করা হলো। অপর এক বাণী পাঠ করা হয় রেসকোর্স ক্রীড়ামোদী সমিতির পক্ষ থেকে। সর্বশেষ বক্তব্য পেশ করা হয় 'ছোলা বিক্রেতা সমিতির' পক্ষথেকে। এই তিনটি প্রতিষ্ঠানই আমার জ্ঞানগর্ভ এবং বুদ্ধিমত্তার ভূয়সী প্রশংসা করে। এভাবে একের পর এক স্তুতি চলছিল। শেষাবধি আমার লজ্জা উবে গেল এবং মনে বিশ্বাস স্থাপন করলাম যে, সত্যি তাহলে আমার অবদান কিছু রয়েছে সমাজে।

শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানটির সম্বর্ধনার শেষাংশ অনেকটা এধরনের ছিল ঃ

আপনারা দিল্লী তথা সারা বিশ্বের গাধাকুলের সম্মান বাঁচিয়েছেন। আপনার মহান ব্যক্তিত্ব জাতির জন্যে যেমন গৌরবের, তেমনি এক সম্পদও বটে। একমাত্র আপনার জন্যেই আজ সারা বিশ্বে ভারতের গাধাদের মান ইজ্জত বৃদ্ধি পেয়েছে। খোদা আপনার দীর্ঘায়ু এবং সুখশান্তি প্রদান করুন। জাতি আপনার কাছ থেকে পরম সেবা লাভকরে উন্নত হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি……

এসকল সম্বর্ধনার পর আমারও কিছু বলার পালা এলো। আমি শোকরিয়া জ্ঞাপন করে দু'চার কথা বলব এই উদ্দেশ্যে আমি মাইক্রোফোন সরাতে চাইলে চেয়ারম্যান বললেন,

'হুজুর এটাতো মাইক্রোফোন।'

'হাঁ, মাইক্রোফোন বলেই তো এটাকে সরাচ্ছি। আমি হলাম গিয়ে গাধা ; আমার এ যন্ত্রটির কোন প্রয়োজন নেই, আমার গলার স্বর কোন অংশে মাইকের চেয়ে কম নয়।'

এবারে আমার কথা চেয়ারম্যান সাহেবের বোধগম্য হলো। তিনি একজনকে ওটা সরিয়ে নিতে বললেন। মাইক সরাবার পর আমি শুরু করলাম ঃ

'লেডিজ এণ্ড জেন্টেলম্যান, এ হচ্ছে ঐতিহাসিক দিল্লী। এখানে হাজারবার মানুষের জনপদ গড়ে উঠেছে হাজার বার তা ভেঙ্গেছে। এখানে বিভিন্ন সময়ে বড় বড় রাজা বাদশা এসেছেন এবং নিজেদের প্রভাব ও শাসনলীলা দেখিয়ে বিদায় নিয়েছেন।

এখানে বড় বড় গাধা এসেছে নিজেদের কথা শুনিয়ে প্রস্থান করেছে। আজও আপনাদের সামনে এক গাধা দাঁড়িয়ে। শুধু মানুষের ভাষায় কথা বলার যোগ্যতা ছাড়া এই গাধার আর কোন বিশেষত্ব এই। এতে আশ্চর্য্য হবারও কোন কিছু নেই। এক রাখাল ছেলে যদি ভেড়া বকরীর দলে থেকে তাদের ভাষা আয়ত্ব করতে পারে, তাহলে এক গর্ধা কেন মানুষদের সংস্পর্শে থেকে তাদের বুলি শিখতে পারবেনা। তাই এতে আর তেমন কোন বৈচিত্র্য নেই। আপনারা আমাকে সম্বর্ধনা জানিয়েছেন, কেননা আমি এক গাধা হয়ে মানুষের ভাষায় কথা বলছি। কিন্তু আপনারা এমন লক্ষ লক্ষ লোকদের কোন অভ্যর্থনা জানাতে পারেননি, যারা মানুষ হয়ে আজীবন গাধার মতো কথা বলে চলেছে।

আপনারা ঠিকই বলেছেন, মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব, আশরাফুল মখলুকাত। এদের মধ্যে রয়েছে বুদ্ধি, জ্ঞান এবং সব রকম উন্নত গুণাবলী, যা পশুদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। এজন্য পৃথিবীতে আমাদের চাইতে মানুষের প্রাধান্য বেশী।

আজ এখানে আমার কিছুই বলার ছিলনা, যদি না আমি উপলব্ধি করতাম মানুষের একটা বিশেষ সমস্যা। মানুষ আজ তার পুরনো ঐতিহ্য, জ্ঞান-গরিমা এবং ইতিহাসের শিক্ষাকে শিকায় তুলে রেখে তিলে তিলে মৃত্যুর মহা-গহ্বরের দিকে এগিয়ে চলেছে। আজ মানুষ জীবনের বদলে মৃত্যুকে অন্বেষণ করে চলেছে। মহাভয়ংকর সে মৃত্যুলীলা—কোটি কোটি মানুষ, গাধা, পশুপাখী, ঘরবাড়ী, গাছপালা, বনাঞ্চল—সবকিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাড়খার করে দেবার মতো প্রলয়ংকরী মৃত্যু-প্রয়াস। আজ

মানব সমাজ এই মাটিতে স্বর্গ নয়, নরককে প্রতিষ্ঠা করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। মানুষের এই অশুভ তৎপরতার জন্যে আজ শুধু গাধারাই ভীত সন্ত্রস্ত।

এজন্যে এক অবলা গাধা হওয়া সত্ত্বেও আমি মানুষের ভাষায় আপনাদের এসব কথা শুনাতে এসেছি। হে মানব সমাজ, হে শ্রদ্ধেয় ভ্রাতাকুল, আজ তোমাদের জন্যে সকল প্রাণীকুল ভীত-সন্ত্রস্ত। বনের বাঘ থেকে শুরু করে ঝিলের ছোট ছোট মাছ পর্যন্ত আজ শংকাকুল। আমরা তোমাদেরই ভাই, উন্নতির প্রশ্নে আজ আমরা তোমাদের চাইতে অনেক দূরে, কিন্তু জীব হিসাবে আমরা তোমাদের অনেক কাছের। মানি, নিজের অস্তিত্ব রক্ষা এবং অপ্রয়োজনীয় হিংসা চরিতার্থ করার জন্য তোমরা দুশমনদের হত্যা করবে এটা তোমাদের সহজাত অধিকার। কিন্তু এটা তোমাদেরকে কেউ অধিকার দেয়নি যে, আনবিক শক্তির প্রতিযোগিতা করতে যেয়ে সারা বিশ্বের সব কিছু নিঃশেষ করে দেবে।

আজ যদি সত্যি তোমাদের মাঝে মানব-সুলভ জ্ঞান লোপ পেয়ে থাকে তাহলে তোমরা এক গাধার বুদ্ধিতে, এক খরগোসের বুদ্ধিতে চলার চেষ্টা করো। চেয়ে দেখো, বন্যের পশুরা কিভাবে নিজেদের শিশু সন্তানদের রক্ষা করছে, গাছের লতাপাতায় কীভাবে জীবনের রস সঞ্চারিত হয়, গাছের পাতা কিভাবে সূর্য্যালোক থেকে অঙ্গার অম্লজান আহরণ করে। কোন গাধার না হোক, শুধু গাছের পাতার বুদ্ধিতে নিজেদের চালিত করার চেষ্টা করো। হে প্রিয় মানুষ, হে প্রিয় ভ্রাতা, মৃত্যুর পথ থেকে ফিরে এসো, এই ধরিত্রী-র চারদিকে শুধু জীবন আর জীবন—আজ সকল ভয় বিহ্বল জীবন উদাস চোখে চেয়ে আছে তোমাদের দিকে—তোমরা আমাদের কি দেবে, জীবন না, এটম বম? অস্তিত্ব, না ধ্বংস?

সেদিন রাতে শেঠ মনসুখলাল ব্রিজুটিয়া তার বাস ভবনে আমার সম্মানে এক বিরাট ভোজ সভার আয়োজন করেন। এই ভোজ সভায় খুব যে লোক সমাগম হয়েছিল তা নয়। তবে বিরাট এই প্রশ্নে যে, শহরের সব গণ্যমান্য লোক এতে উপস্থিত হয়েছিলেন। অর্থাৎ এখানকার সোসাইটিতে যাদেরকে সব চাইতে বড় লোক বলে

চিহ্নিত করা হয় এমন শ'দুয়েক লোক এসেছিলেন এই ভোজ সভায়। প্রত্যেকেই সচেষ্ট ছিলেন কিভাবে আমার সাথে একটু হাত মেলাবেন, কথা বলবেন এবং আমার সাথে ছবি তুলবেন। এরা সবাই বড় লোক, অথচ ভেতরটা কত সংকীর্ণ। খ্যাতির মোহ এদের কতখানি প্রকট। অবশ্য আমি এখানে একথাও প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত নই যে, এদের মধ্যে কিছু কিছু লোক এমনও ছিল যারা আমার সাথে ফটো তোলার তেমন গরজ করছিলেন না। প্রকাশ্যে আমার সাথে কথা বলতেও তাদের অনীহা ছিল। এদের মধ্যে কোটিপতি শেঠ ভাটিয়াজীর নাম করা যেতে পারে। তিন তিনটা ব্যংক, মিল-কারখানা ও অনেক বাড়ীর মালিক ছিলেন তিনি। তার সেক্রেটারী এসে আমার কানে কানে বলল, 'শেঠ ভাটিয়াজী আপনার সাথে কিছু কথা বলতে চান, আপনি যদি একাকী একটু সময় দেন।

আমি এর একটা জবাব খুঁজছিলাম এমন সময় শেঠ মনসুখলাল আমাকে সেখান থেকে হিড় হিড় করে অন্য হলের দিকে নিয়ে গেল। সেখানে আবার নতুন লোকদের সাথে পরিচয় শুরু হলো। সেই একই ধরনের লম্বা চওড়া স্তুতি পাঠ। এখানে লম্বা চওড়া দশাসই এবং প্রবল ব্যাক্তিত্ব সম্পন্ন একজন লোকের দেখা পেলাম আমি। চেহারা সুরতে কোন ষ্টেটের মহারাজা বলে মনে হলো আমার। কিন্তু পরে জানতে পারলাম তিনি লালা হরদয়াল পুশকারনীর নায়েব। সে আমাকে একপাশে সরিয়ে নিয়ে বলল, 'সেই পচিশ কোটি টাকার স্কীম সম্পর্কে শেঠ পুশকারনী আপনার সাথে একটু কথা বলতে চান।'

আমি তাকে একটা কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, এরই মধ্যে শেঠ মনসুখলাল হাফাতে হাফাতে এসে হাজির হলো এবং বলল, 'আরে ভাই, ওয়েলিংটন ক্লাবের প্রেসিডেন্ট লেডি সারে গামা গাও আপনার সাথে দেখা করার জন্যখুবই উদগ্রীব।

আমি বললাম,

'সারে গামা তো ভারতীয় সঙ্গীতের আসল স্তবক।'

'না এটা তার নাম। অবশ্য ভারতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে তার অগাধ

বুৎপত্তি রয়েছে। যাইহোক, তুমি যেয়ে ওর সাথে একটু দেখা করো। এরপর আমার গলায় হাত দিয়ে এবং পুশকারনীর মুনিমজীর দিকে একটা তীর্যকদৃষ্টি হেনে যেন বলছে, তোমার তো কম সহিস নয় বাপু, আমার শিকারের গায়ে কিনা হাত দিচ্ছ।

বিরোধী চক্র থেকে আমাকে বের করে সোজা লেডি সারেগামার কাছে নিয়ে চলল। কিন্তু পথিমধ্যে ক'জন মেয়ে আমাকে ঘিরে ধরল।

মিসেস গুলাল চান্দ (যার চেহারা গোলাবের পাপড়ির মতো) বলল,

'মনসুখলালজী, আজকের এই নায়কের সাথে আমাদেরও পরিচয় করিয়ে দাও না।'

মনসুখলাল চারদিকে ইতিউতি করল। সামনে চার পাঁচ জন মহিলা। এরা সবাই বড় বড় ব্যাবসায়ীদের দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ স্ত্রী। এই মেয়েদেরকে এখানকার প্রচলিত ভাষায় 'সোস্যাল কণ্ট্রাক্ট বউ' বলা হয়ে থাকে।

এরা নব্য ধনীদের বউ, এদের পুরনো গেঁয়ো—(যাদেরকে গ্রাম থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল) বউ, যারা এদের সাথে থেকে ৭।৮ টা ছেলেপিলের জন্ম দিয়েছে, একটা মাত্র ধুতি পরতো এবং এক পাই পয়সা পর্যন্ত আগলে রাখতো, আজ নতুন অবস্থায় সেই বউরা পরিত্যক্ত হয়েছে, ঠিক যেমন কতিপয় শব্দ অভিধান থেকে টাকশালে চলে আসে। এসব বউরা এখন আর নব্য সমাজ বা নব্য পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। এজন্যে এই সমাজ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। এই সমাজে দৈহিক সৌন্দর্য্য, বলরুমের নগ্নতা এবং ইংরেজী কথোপকথনের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য্য। এই অবস্থায় মেকী মেয়েদের কাছে এর চাইতে আর বেশী অন্যকোন সম্পদ ছিল না। অর্থাৎ বিভিন্ন কক্ষ বিশিষ্ট তাদের মস্তিষ্কের কাপবোর্ড যদি খোলা হয় তাহলে এক কক্ষে পাবেন কিছু শাড়ি অন্য কক্ষে সংক্ষিপ্ত প্রসাধন সামগ্রী। এককক্ষে কয়েকটি স্ক্যাণ্ডেল

এবং অন্যকক্ষে বড়জোড় দেড় দুশো ইংরেজী শব্দ। সর্বশেষ কক্ষে দেখতে পাবেন পালিত বাঁদর বা কুকুর ঢুকে রয়েছে। এসবের নিচে যে প্রকাণ্ড কক্ষ রয়েছে তা বিলকুল্ খালি। কিন্তু এই এই নব্য সমাজে যে হারে বিভিন্ন প্রজেক্ট, বাঁধ এবং ঠিকাদারী তৎপরতা চলছে তাতে এসব মেয়েদের ভূমিকার সবিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এদের মধ্যে কাউকে বলা হয় সিমেন্ট গার্ল—যিনি তার স্বামীকে সিমেণ্টের পারমিট আনিয়ে দিয়েছিলেন। আবার আয়রন গার্ল বলে কাউকে অভিহিত করা হয়। অনুরূপভাবে পেপার গার্ল হেভি মেশিনারী গার্ল্ বলেও কেউ আখ্যায়িত হয়েছেন। এক শেঠ এ ধরনের ৭ জন মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। এতেই অনুমিত হয়, এই শেঠের কায়কারবার কতখানি প্রসার লাভ করেছিল।

শেঠ মনসুখলাল চারদিকে একটু অসহায়ের মতো তাকিয়ে ফিরে এই মেয়েদের দিকে তাকালো। চারদিকে সে শুধু কুমীরদেরই দেখতে পেল, যারা তার পচিশ কোটি টাকার ঠিকাদারীর ওপর দদণ্ড মেরে দেবার জন্য ক্রমশঃ অস্থির অধীর হয়ে অগ্রসর হচ্ছে। সে মরিয়া হয়ে ভাবছিল কি করে এদের করাল গ্রাস থেকে বাঁচা যায়। এমন সময় সোফাতে উপবিষ্ট এই মেয়েরা এসে আমাকে ঘিরে ধরল।

মিসেস গুলাল চান্দ বিড়ালের মতো দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আমাকে বলল,

'হাউ সুইট।'

'এণ্ড হাউ হেণ্ডসাম'---মিসের দুলারানী আমার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলল, 'ওকে তো ঠিক মিঃ গাউলস্-এর মতো হেণ্ডসাম মনে হয়, তাই না কমলা?'

ব্যাপারটা কমলার বেশ মনে আছে। কেননা কমলা যার তৃতীয়া স্ত্রী সেই শেঠের একবার মিঃ গাউলস্-এর কাছে কাজ পড়েছিল। মিঃ গাউল্স্ ছিলেন বিদেশী ইঞ্জিনিয়ার, এখানে এক প্রজেক্টের কাজ সমাপ্তির ব্যাপারে এসেছিলেন। পরে অবশ্য তাকে চলে

যেতে হয়েছে। কিন্তু ততদিনে কমলার স্বামী আট লক্ষ টাকার সুবিধা বাগিয়ে নিয়েছে। কমলার এসব বেশ মনে আছে। মিসেস দুল্লারানী এবং কমলা এব্যাপারে বেশ অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিল। দু'জনেই মিঃ গাউল্‌সকে বেশ সুদর্শন মনে করতো এবং এগোতে চেষ্টা করতো। শেষাবধি এব্যাপারে কমলাই জয়ী হতে পেরেছে।

কমলার দেহবল্লরী ছিল অপরূপ সুষমা মণ্ডিত। দেহের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এমন মেপে সঠিক ভাবে স্থাপন করা হয়েছে যেন এই শরীর খোদার তৈরী নয়, ফোর্ড কোম্পানীর প্রডাকশন, গলার স্বর এতখানি মিষ্টি এবং সুললিত, মনে হয় এটা কারো আওয়াজ নয়, পিয়ানোর সুর। তার চলা বলার ঢং-এর ওপর পাগল ছিল না ওয়েলিংটন ক্লাবে এমন কোন সদস্য ছিল না। খোদার কসম, বড় আহা মরি ছিল তার সব কিছু। তার পদযুগল ছিল আরো অপূর্ব, যেন গুড্‌ভের কোম্পানী অত্যন্ত সযত্নে বিশেষ অর্ডারে এ পা জোড়া বানিয়েছে। কমলার হৃদয়—ব্যস, কমলার এই এক দৈন্য ছিল—কমলার হৃদয় বলতে কিছু ছিল না। সেখানে ছিল গোটা পারমিটের ফার্ম, রেজিষ্ট্রেশনের কাগজ, ঠিকাদারীর টেণ্ডার—মন বলতে কিছু ছিল না সেখানে। যারা তার জন্যে পাগল হতো এবং কোন পারমিট বা টেণ্ডার দিতোনা তারা দ্রুত উপলব্ধি করতো তাকে। আর যারা একান্ত আপন হয়ে উঠতো তারাও তাকে জানতো, তবে একটু দেরীতে। যখন পারমিট বা টেণ্ডার হাত ছাড়া হয়ে যেতো তখন আর তাকে চেনাই যেতো না। ধরা ছোয়ার বাইরে চলে যেতো।

কমলার ডাগর ডাগর চোখ দুটো আমার চোখে রেখে কণ্ঠে মিষ্টি একটা আমেজ মিশিয়ে বলল,

'পুয়র ডাংকি, সত্যি তুমি এক মন ভুলানো ডার্লিং।'

বলে সে আমার পিঠে হাত বুলাতে লাগল। মনে হচ্ছিল ক্রমশঃ যেদিকে তার হাত যাচ্ছিল, সেখানকার চামড়া মাখনের মতো মসৃণ হয়ে যাচ্ছিল। আমি তার প্রেমে বিভোর হয়ে প্রায় মাটিতে পড়েই যাচ্ছিলাম, যদি এমন সময় শেঠ মনসুখ লাল-এর

প্রিয়তমা কন্যা রূপবতী এসে আমাকে সামলে না নিতো। সে এসেই কমলার প্রতি এমন একটা বজ্র দৃষ্টি হানলো যে, কমলার হাত অবশ হয়ে এলো এবং সরে যেতে যেতে আলতো ভাবে শাড়ীর আচলটা ঘুরিয়ে একটা দৈহিক ভঙ্গি সৃষ্টি করে পলকের জন্য তার সাদা ধবধবে বিদ্যুৎ সদৃশ কোমরদেশ দেখিয়ে দিয়ে গেল। মিসরূপবতী বলল, 'আপনি এদিকে আসুন। এদের কাছে বিদায় চেয়ে নিন। লেডি সারে, গামা কবে থেকে আপনার পথ চেয়ে বসে আছেন।'

আমি এই মেয়েদের কাছ থেকে সৌজন্য মূলক ক্ষমা চেয়ে নিয়ে রূপবতীর সাথে সামনের দিকে পা বাড়িয়ে দিলাম। একটু এগিয়ে যেতেই পেছনের দিকে একটা শব্দ শুনতে পেলাম, 'ছি, ছিনালনী।'

সম্ভবতঃ মিস রূপবতীর উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে এই বিশেষণ বাণটি।'

লেডি সারে গামা গাওর বেশ পল্লব ভারী দুটোচোখ, রাভশারী চর্বি সর্বস্ব দেহ, অপূর্ব গাম্ভীর্য্য সম্পন্ন একটি ব্যক্তিত্ব। মাথার চুল অর্ধেক কালো, আর অর্ধেক সাদা। তার চলা বসার ষ্টাইল সর্বত্র তাকে মেয়েদের মধ্যমাণ হিসাবে চিহ্নিত করে রাখে। এমনিতে তার ব্যক্তিত্বে মেয়েলী পনার চেয়ে পুরুষালীভাবের প্রকাশ বেশী প্রকট। হঠাৎ মনে হয় তাকে তৈরীর সময় খোদা একটা দ্বন্দে ছিলেন যে, তাকে মেয়ে বানাবেন না, পুরুষ বানাবেন, বিধাতার এই দ্বন্দ-প্রসূত সৃষ্টিই হচ্ছে আমাদের এই লেডি সারে গামা গাও।

আমাদের দেখেই তিনি সোফা থেকে উঠে দাঁড়ালেন এবং আমার ডান কান তার বাম হাত দিয়ে টেনে বললেন,

'কেমন আছ, ইয়ংম্যান?'

'ভালই ম্যাডাম।'

শুনে লেডি সারে গামা জোরে অট্টহাসি করে উঠল—ঠিক পুরুষালী ঢংএ। তারপর আমার পিঠে জোরে একটা থাপ্পর

মেরে (সম্ভবত তাতে আমার পাজরের একটা হাড় ভেঙ্গে গেছে) বললেন,

‘দেখলে আমি তোমায় কত তাড়াতাড়ি চিনে ফেললাম।’

আমি বললাম, ‘একটা গাধাকে হাজারো মানুষের মধ্যে সনাক্ত করা যায়। অনুরূপ ভাবে সুন্দরী বুদ্ধিমতি মেয়েদের ও হাজার সুন্দরীদের ভেতরে পরখ করা যায়।’

‘হা, হা, হা।’

লেডি সারে গামা আবারও পিঠে মারল একহাত—সম্ভবতঃ এ যাত্রা আমার দ্বিতীয় একটি হাড়ও ভেঙ্গে গেছে। ‘বললেন, ‘নাও আমার স্বামীর সাথে পরিচিত হও—স্যার সারে গামা গাও।’

স্যার সারে গামা গাও খুবই দুর্বল ও হালকা পাতলা ধরণের এক লাজুক পুরুষ। কি যেন গুণ গুণ করছিলেন। একেবারে নড়বড়ে, মেরুদণ্ডহীন এবং হাড়বিহীন বলে মনে হলো, তার দেহের সকল অস্থি এবং পেশী মাংস থেকে আলাদা করে কোন ব্যাংকে রেখে এসেছে যাতে স্ত্রীর হাতে হাড় গোড় চূর্ণ না হয়। এই ভদ্রলোক স্ত্রীর পেছনে এমন আজ্ঞাবহর মতো চলছিলেন যেমন করে মেম সাবদের পেছনে ছোট গড়নের প্যাকিঞ্জ কুকুর পোঁ পোঁ করে চলে থাকে।

আমি বার বার তাঁর দিকে তাকাচ্ছিলাম, এজন্য লেডি সারেগামা বললেন, ‘ওঁর দিকে বেশীক্ষণ তাকিয়ো না যেন, পাছে না আবার তার হার্টফেল হয়।’

শুনে স্যার সারে গামার কান অবধি আরক্ত হয়ে উঠল। ঠোঁট দুটো পাণ্ডর আকার ধারণ করল। তিনি কিছু একটা বলতে চেষ্টা করছিলেন কিন্তু সফল হলেন না। লেডি সারে গামা বললেন,

‘আপনার বুদ্ধিমত্তার বেশ প্রশংসা শুনেছি। তাছাড়া বর্তমানে আমাদের একটা ব্যাপারও এমন দাঁড়িয়েছে যে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি ছাড়া এর সুরাহা করতে পারবেনা।’

‘কিন্তু আমি তো নেহাত গোবেচারী এক গাধা।’

‘হয়েছে আর ন্যাকামী করতে হবেনা। আমার সব জানা।

আছে। আসলে ব্যাপার হলো কি মাই ডিয়ার গাধা, আমার ওয়েলিংটন ক্লাবে সৌন্দর্য্য প্রতিযোগিতা চলছে। দেশের সকল সুন্দরীরা এতে অংশ গ্রহণ করছে। আমাদের একান্ত ইচ্ছা সেরা সুন্দরী মনোনয়নের ব্যাপারে কোন মানুষকে জাজ না বানিয়ে বরং—বরং এক গাধাকে জাজ……'

'তা কেন?' আমি একটু কৌতুহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'এজন্যে যে, মানুষ স্বভাবতই সৌন্দর্য্য পিয়াসী।'

'আপনি কেমনকরে জানলেন যে, গাধাদের এসব লিপসা নেই?'

লেডি সারে গামা হেসে বললেন,

'ঠিক আছে, কোন চিন্তা নেই। এবারেরসৌন্দর্য্য প্রতিযোগিতায় তোমাকেই জাজ বানাচ্ছি। কেননা, একে তো আমাদের ক্লাবে একটা প্রবণতা আছে, প্রতিটি পুরুষ তাদের প্রেমিকাদের পক্ষে ভোটদান করে। মোদ্দা কথায়,
প্রত্যেকেরই কারো না কারো প্রতি দূর্বলতা আছে। এমতাবস্থায় কোন নিরপেক্ষ লোক খুঁজে বের করা মুস্কিল। সৌভাগ্য যে, তুমি আসাতে আমাদের এ প্রবলেম সল্ভ্ হয়ে গেল। এখন কথা হলো, মেয়েদের সৌন্দর্য্য প্রতিযোগিতা সম্পর্কে তোমার জানাশুনা কদ্দুর বা কি ধরনের তা একটু জানা দরকার।'

'আমি পূর্বেই বলেছি আমি এক গাধা। তবে এ ব্যাপারে আমি যা কিছু জানি সম্ভবতঃ দুনিয়ার আর কোন মানুষ তা জানে না।'

'তার মানে?'

'আপনি যদি ইতিহাস পড়ে থাকেন তাহলে হয়ত আপনার জানা আছে যে, সেকালে রোমান রাজত্বকালে সুন্দরী মেয়েরা শুধু মেয়ে গাধার দুধ পান করতো। কেননা, দেহের গঠন ও সৌন্দর্য্য বিকাশের ব্যাপারে মায়ের দুধে যে ধরনের উপাদান রয়েছে গাধার দুধেও অনেকটা সে ধরনের উপাদান রয়েছে। এটা কোন রসিকতা নয়, আজই আপনি কোন ডাক্তারের কাছে জিজ্ঞেস করে এর সত্যতা যাচাই করতে পারেন। অতএব সেকালে গাধার দুধ সৌন্দর্য্য চর্চার এক বিশেষ উপকরন হিসাবে চিহ্নিত হতো। শুধু তাই নয়, সুন্দরীরা

গাধার দুধে স্নান পর্যন্ত করতো, যাতে ত্বক মসৃন এবং উজ্জ্বল হয়। এটাই ছিল রোমান সুন্দরীদের সৌন্দর্য্যের গোপন কথা। আজকাল মেয়েরা যখন থেকে গাধার বদলে কুকুর পালন এবং দুধে স্নানের বদলে পাউডার লাগাতে শুরু করেছেন তখন থেকে তাদের ত্বকের সৌন্দর্য বিনষ্ট হতে চলেছে। ম্যাডাম, এটা আমি বিলক্ষণ জানি সুন্দরীরা লিপষ্টিক আর পাউডারের আড়ালে কতখানি বদসুরত।'

লেডি সারে গামার পুরুষালী ব্যাক্তিত্ব ও চাল চলন এবং সৌন্দর্যহীনা নারী হিসাবে ক্লাবে প্রসিদ্ধি ছিল। তিনি কস্মিনকালেও লিপষ্টিক আর পাউডার ব্যবহার করতেন না বলে আমার এ ধরনের মন্তব্যে বিশেষ প্রীত হলেন। বললেন,

'ব্যস, কালকের সৌন্দর্য্য প্রতিযোগিতার জাজ আপনাকেই মনোনীত করা হলো। তবে একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যে, মেয়েদের সৌন্দর্য বিচার করতে যেয়ে আপনি যেন আবার মেয়ে গাধাদের সাথে এদের তুলনা না করেন। কেননা, এদের হচ্ছে দু'পা আর গাধাদের চার পা।'

আমি বললাম, 'আর এক কাঁকড়ার হচ্ছে আট পা—আর যাদের হাজার পা তাদের এক হাজার পা তাই না? আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি দু' পা বিশিষ্ট সুন্দরীদের চার পা বিশিষ্টদের থেকে আলাদা ভাবে বিচার করব।'

'বেশ বেশ, অনুগ্রহকরে যদি আপনি আগামীকাল ভোর ছ'টায় ওয়েশিংটন ক্লাবে আসেন তা'হলে বাধিত হব। আমি আমার গাড়ী, মানে একটা ট্রাক পাঠিয়ে দেব। আমি আশাকরি আপনার হোষ্ট শেঠ মনসুখ লাল এ ব্যাপারে কোন আপত্তি করবেন না।'

শেঠ মনসুখ লাল এতক্ষন অবধি ব্যাপারটির পরিনতি নিয়ে বেশ ভাবিত হয়ে পড়েছিলেন। স্থির ভাবে বললেন, 'জী না, এতে আর আমার আপত্তির কি আছে। আমারই মেহমানের সম্মান বৃদ্ধি হচ্ছে, এটা তো আমারই গৌরব। যদি অনুমতি দেন আমি নিজে সেখানে উপস্থিত থাকব। বিশেষ করে আমার মেয়ে রূপবতীও এ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করছে কিনা।'

'হাউ সুইট।' লেডি সারে গামা রূপবতীর তন্বী দেহের দিকে জ্বালাময়ী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, 'আমার তো মনে হয় শেঠজি, আপনার মেয়েই এবার সেরা সুন্দরীর শিরোপা পাবে।'

রূপবতী পিছিয়ে থাকার মেয়ে থোড়াই। সেও মুখের ওপর জবাব ছুড়ে মেরে বলল,

'তা তো ঠিকই। তবে আপনি যেহেতু এবারে এক গাধাকে জাজ বানিয়েছেন, সব কিছু আপনার ভাগ্যেই……'

লেডি সারে গামা একেবারে হতবাক। এক রত্তি মেয়ের মুখে এই কথা। রাগে ক্রোধে তিনি স্বামীর দিকে তাকালেন। স্বামী বেচারী সে দৃষ্টির সামনে টিকতে না পেরে দু'কদম পিছে হটে গেল। শেষাবধি লেডি সারে গামা কোনমতে ক্রোধটা হজমকরে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,

'ঠিক আছে ডার্লিং, এ-ই কথা থাকল, কাল তুমি অবশ্যই আসছ।

আমি কুর্নিশ জানিয়ে বললাম,

'জি, ম্যাডাম।'

ধীরে ধীরে উৎসব থেমে গেল। রাত এগারটার দিকে শেষ লোকটিও হাত মিলিয়ে বিদায় হলো। মিস রূপবতী মাথা ধরেছে বলে নিজের শোবার কামরায় চলে গেল। এখন ড্রইং রুমে শুধু আমি আর শেঠ মনসুখ লাল বসে রয়েছি। আজকের পার্টি সত্যি সত্যি বেশ জমজমাট হয়েছে। এই পার্টিতে যে সম্মান, সে সামাজিক মর্যাদা—যে ভাবে লোকরা আমাকে চুম্বন করেছে, আলিঙ্গন করেছে, প্রীতি জানিয়েছে, এতে কত প্রেমপ্রীতি ভালবাসা এবং সম্ভ্রান্তপনা লুকিয়ে ছিল। আর এর সব কিছুর মুলে রয়েছেন শেঠ মনসুখ লাল। এমন সম্ভ্রান্ত লোক আর হয় না। আমি সকৃতজ্ঞ দৃষ্টি মেলে তার দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললাম, মানুষ হয়ে এ লোকটি মাত্র এক গাধার জন্য কত কিনা করছে। আজ সত্যি মনে হয়, পৃথিবী থেকে পূণ্য এখনো উঠে যায় নি। এখনো সমাজে শেঠ মন সুখ লালের মতো লোক রয়ে গেছে।

সত্যি, আজকের উৎসব মনে রাখার মতো। বিশেষ করে আজকের অনুষ্ঠানে আমাকে যে ঘাস খেতে দেয়া হয়েছিল তার তুলনা হয় না৷

শুনলাম, বোম্বের বিখ্যাত 'পারভী' এলাকা থেকে আমার জন্যে বিশেষ ভাবে প্লেন যোগে এই ঘাস আনা হয়েছিল।

আমি শেঠকে বললাম, 'আজ আমার ইচ্ছে হচ্ছে বাইরে গিয়ে তোমার সুসজ্জিত বাগানের ঘাসের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ি।'
'চলো, আমার কোন আপত্তি নেই। যত ইচ্ছে বাগানের ঘাস লুটেপুটে খাও, এটাতো তোমার নিজেরই বাড়ী।'

শেঠ সত্যি কত ভালো মানুষ। আমি মনে মনে বললাম। বলে আমি তার সাথে বাইরে রওনা দিলাম। বারান্দা পেরিয়ে বাইরের লনে পা রাখছিলাম এমন সময় একজন বুড়ো কুমারকে দুটো গাধার দড়ি হাতে ধরে অদূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম।

'এরা কারা?' আমি শেঠকে উদ্দেশ্য করে বললাম। শেঠ বলল, 'উফ, আমি একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম। এত ব্যস্ততার মাঝে এত কিছু কি মনে থাকে? শেঠ ময়লা কাপড় পরা গরীব বেচারীর দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে বললেন,

'লোকটি বারাবাংকী থেকে এসেছে। খবরের কাগজে তোমার ছবি দেখে তোমাকে ফেরত নিতে এসেছে। সে নাকি বারাবাংকীতে তোমার মালিক ছিল। তুমি চেন নাকি লোকটাকে?'

'আমি তাকে মোটেই চিনি না।'

'কে বললে তুমি আমাকে চেননা? আজ তুমি সবই ভুলে গেলে ধবরু? তুমি যে আমার কাছে ইট বালির কাজ করতে। স্মরণ করে দেখ, সৈয়দ কেরামত আলীর বাড়ীতে তুমি ইট টানতে......'

লোকটি কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল। আমি ক্রোধে অগ্নিমূতি হয়ে উঠলাম, কেননা লোকটি নিরেট সত্যি কথা বলছিল। বললাম, 'কি সব আজে বাজে কথা বলছ। আমি সৈয়দ কেরামত আলীই বলো, ইট টানার কাজ বলো—কিছুই জানি না।' আমি শেঠের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'চিন্তা করুন দেখি কোথায় আমি আর কোথায় এই কল্পিত ধবরু গাধা।' শেঠ বললো 'জী হঁা, এটা আমার প্রথমেই সন্দেহ হয়েছিল। বলে কিনা কোথাকার কোন লোক, আপনার প্রথম মালিক ছিল সে। আমি বলেছিলাম, 'ঠিক আছে অপেক্ষা

করুন, উনি এলে আপনি তার সাথে কথা বলবেন।''

ধন্নু কুমার-এর চোখে পানি দেখা দিল। ধরা গলায় বলল, 'ধবরু এত তাড়াতাড়ি তুমি আমায় ভুলে গেলে। ঠিক আছে আমাকে চিনতে তোমার কষ্ট হলে অন্তত তোমার মা বাপকে তো না চিনে পারবে না।'

এতটুকু বলে ধন্নু রশি ধরে টান দিল। পরক্ষণেই দুটো বুড়ো গাধা আমার সামনে এসে হাজির হলো।

যতক্ষণ এ গাধা দুটো গাছের ছায়ায় ছিল আমি চিনতে পারি নি। কিন্তু আমার সামনে আসতেই পরিষ্কার আলোতে আমি ঠিক চিনে ফেললাম। তাদের হাড়গোড় বেরিয়ে আসা দেহ, শুষ্ক চামড়া আর অনাহারক্লিষ্ট ঠোঁট দুটো কোনরকম লটকে আছে। চোখ দুটো ঘোলাটে এবং ময়লা আবর্জনায় কণ্ঠকিত। দেহের চামড়ার অনেক জায়গায় পশম নেই। সারা গায়ে দুর্গন্ধ, মাছি ভন ভন করছিল। সহসা দুর্গন্ধে আমার দম বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। এই বুড়ো গাধা দম্পতি যদি আগে থেকে কিছু বলে ফেলে এই আশংকা করে আমি বলে ফেললাম,

'এসব কি ধরনের ইয়ার্কী হচ্ছে শুনি। আমার মা বাবা এমন হতে যাবে কেন? এরকম নোংরা, দুর্গন্ধযুক্ত—মানে আমি হলাম গিয়ে আসল হার্ট ফোর্ডশায়ারের বিলাতী গাধার বংশজাত। ওখানকার গাধা আজও লর্ডমাউণ্টব্যাটেনের আস্তাবলে রয়েছে। অথচ এই সম্রান্ত বংশোদ্ভূত গাধাকে আপনি এই নিকৃষ্ট জাতের গাধার সাথে যুক্ত করতে চাচ্ছেন।'

'তওবা, তওবা, আমার প্রথমেই সন্দেহ হয়েছিল, এই নিকৃষ্ট জাতের গাধা আপনার মা বাপ কেন, দূর সম্পর্কের কোন আত্মীয় হবে বলেও আমার মনে হয় না।'

'বাবা ধবরু।'

আমার বাবা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন। শেঠ মনসুখলাল গাধাদের ভাষা বুঝতেন না। তিনি আমার বাবার ঠোঁট নড়তে দেখে হঠাৎ চিৎকার করে চাকরকে হুকুম দিয়ে বললেন,

'এই বদমাশ ধোঁকাবাজ লোকটিকে এই গাধা দুটো সমেত এখান থেকে বের করে দাও।'

বুড়ো ধন্নু আমার পায়ে পড়ে গেল এবং বলল, 'কত আশা নিয়ে তোমার কাছে এসেছিলাম ধবরু। কত বুকভরা আবেগ নিয়ে তোমার মা বাবা এসেছিলেন, কিন্তু তুমি আমাদের সাথে এধারা ব্যবহার করলে। প্রিয় ধবরু, আমি তোকে ছোটবেলা থেকে প্রতিপালন করেছি। আমি ধার কর্জ করে রেল-গাড়ির টিকেটের পয়সা জোগাড় করে তোমার কাছে এসেছিলাম। এদেরকেও অনেক চেষ্টা চরিত্র করে মালগাড়ীর ডাব্বাতে চড়িয়ে এনেছি ধবরু, এখন ফিরে যাবার মতো পয়সাকড়িও নেই আমাদের কাছে।'

আমি শেঠকে বললাম, 'নিশ্চয়ই এরা কোন বড় রকমের ভুলের শিকার হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে গাধাদের চেহারা প্রায় একই রকমের হয়ে থাকে, তাই এরা এ ধরনের ভুলের শিকারে পরিণত হয়েছে। এদেরই বা দোষ দেব কি। আমার মতে এদের যাতায়াতের খরচ এবং কিছু বাড়তি পয়সাকড়ি দিয়ে দেওয়া উচিত।'

শেঠ মনসুখলাল বুড়োর দিকে একশ' টাকার নোট এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'মা-বাপ আর মালিকের দাবি নিয়ে খবরদার, এদিকে আর কোনদিন এসোনা যেন। উনি (আমার দিকে দেখিয়ে) হলেন গিয়ে আসল খান্দানী গাধা। তাছাড়া উনি এদেশীয়ও নন। বিগত ষোলশ' বছরের বংশ থেকে তিনি জন্ম নিয়েছেন। এই দীর্ঘ বংশ পরম্পরার মাঝে কোন স্তরে তার রক্ত বিকৃত হয়নি। তার মতো সত্যিকার নিরেট খান্দান মানুষেরও নেই।'

'ঠিকই বলছেন বাবা।'

বলে বুড়ো তার হাতের রশি টেনে আমার মা বাবাকে নিয়ে বিদায় হলো।

যখন এই তিন হতভাগ্য প্রাণী কুঠির থেকে বিদায় নিল, আমার দেহে যেন প্রাণ ফিরে এলো। আমি কিছুটা রাগ এবং কিছুটা অভিনয় করে শেঠের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'দেখলেন, দেখলেন তো ব্যাপারটা।'

রাগে আমার মুখ দিয়ে কোন কথা সরছিলনা।

শেঠ মনসুখলাল আমার কথায় সায় দিয়ে বললেন, 'আমি সবই বুঝি। এসব দেখে দেখেই চুল পাকিয়েছি। এসব চালবাজী নতুন নয়।

যখনই কোন লোক একটু উন্নতির মুখ দেখে—হোক না সে এক গাধা—এর আগে তার কোন আত্মীয় স্বজন থাকে না। কিন্তু যখনই একটু উন্নতি করে তখনই মা বাপ, শুভার্থী, আত্মীয় স্বজনের অভাব হয় না। বিভিন্নভাবে সূত্র বের করে আত্মীয়তা সৃষ্টি করে নেয় তারা। জানিনা ব্যাঙের ছাতার মতো এরা কোথা থেকে এসে জড়ো হয়।'

'হাঁ, তাই তো ভাবছি।'

আমি অনুরূপভাবে সমান ক্রোধ বজায় রেখে বললাম। কিন্তু ভেতরে আমার কোন রাগ ছিল না। বরং আপসোস হচ্ছিল কেন আমার মা বাপদের সাথে এ ধারা ব্যবহার করতে হলো।

শেঠ মনসুখলাল আমার পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন,

'চলুন, ভেতরে চলুন।'

আমরা দু'জন আস্তে আস্তে ড্রইংরুমের দিকে এগোচ্ছিলাম। শেঠ তেমনি সোহাগভরে আমার পিঠে হাত বুলাচ্ছিল এবং বলছিল, 'শ্রীমানজী, একটা বিশেষ কথা, আপনি নব্য বয়েসেই জীবনে সাফল্য লাভ করেছেন। এমতাবস্থায় আপনার যদি মাতা পিতা না থাকে তো অন্তত এমন একজনের প্রয়োজন যিনি আপনার দেখাশুনা করবেন।'

'দেখাশুনা?' আমি চিন্তিত হয়ে পড়লাম।

'হাঁ, যে আপনাকে ভালবাসা দেবে, সেবাযত্ন করবে।'

'ভালবাসা, সেবাযত্ন?'

'যিনি আপনার দৈনন্দিন দায়িত্ব পালনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে এবং আপনাকে আনন্দ এবং অনুপ্রেরণা দান করবে।'

'আনন্দ এবং অনুপ্রেরণা?'

'হাঁ, সত্যিকার অর্থে তিনি হবেন আপনার জীবন-সাথী।'

'জীবন সাথী? এ ধরনের যোগ্যতাসম্পন্ন মেয়ে গাধা আমি কোথায় পাব?'

মনসুখলাল সোফাতে গা এলিয়ে দিলেন। এবং সাহসে ভর করে আমার কাছে এসে বললেন,

'এখন আপনার নিজের জাতের কথা ভুলে যেতে হবে। ভুলে যান যে, আপনি গাধা ছিলেন বা গাধার বংশ থেকে আপনার জন্ম হয়েছে। আজ থেকে আপনি এক নতুন গোত্র, নতুন সমাজে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন—এখানকার মর্যাদা এবং চিন্তাধারা অন্যরূপ। শ্রীমানজী, আজ আপনি আগামীদিনের কথা চিন্তা করুন। যেদিন চলে গেছে, সেসব দিনকে একেবারে ভুলে যান।'

'ঠিক আছে ভুলে গেলাম।' আমি দু'চোখ মুদে কল্পনায় সব কিছু ভুলে গেলাম এবং বললাম, 'ঠিক আছে ভুলে গেলাম, তারপর? তারপর কি হবে শেঠজি?'

'আপনি আমার মেয়েকে গ্রহণ করুন।'

'আপনার মেয়ে?' আমি বিস্ময়ে রীতিমত চিৎকার করে উঠলাম। 'আপনার মেয়ে রূপবতীর কথা বলছেন?''

'হাঁ, এতে বিস্মিত হবার কি আছে? আমার মেয়ে সুশিক্ষিতা এবং আপ-টু-ডেট, সোস্যাল……'

আমি কথা কেটে বললাম, 'আমি আপনার মেয়ে সম্পর্কে ভাবছি না, ভাবছি নিজের সম্পর্কে। দেখুন, আমিতো নিছক এক গাধা—জানোয়ার আর আপনারা হলেন মানুষ জাতি—কত কাল পরে মানুষ আর গাধার এই সংযোগ—সম্ভবত লক্ষ বছর পর এধরনের বিয়ের পরিকল্পনা—এ মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে 'বুকেশিভ'-এর সৌন্দর্য এবং প্রাণীর কথা।'

'বুকেশিভ আবার কে? স্টক এক্সচেঞ্জের দালাল?'

'না, এক চিত্রকর, এক শিল্পী বেচারা।'

'নিপাত যাক শিল্পীরা, আমরা এসময় এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে ভাবনা চিন্তা করছি। এসময় বুকেশিভ-এর কথা বেমানান।' মনসুখলাল

এরপর আমার গায়ের সাথে ঘেঁষে কানের কাছে মুখ রেখে বলল, 'শুধু এই একটি প্রস্তাব আপনি মেনে নিন।'

'কিন্তু—' আমি ত্বরিৎ কথা কেটে নিয়ে বললাম, 'কিন্তু এর ভালমন্দ উভয় দিক আপনি বিবেচনা করে দেখেছেন?'

'খুব দেখেছি।'

'কিন্তু একটি মেয়ের জীবন মরণের প্রশ্ন এটা। আপনি রূপবতীকে জিজ্ঞেস না করে কেমন করে এ প্রস্তাব করছেন? এ বিয়েতে যদি তার কোন আপত্তি থাকে?'

'না, কোন আপত্তি থাকবে না। আমি তার সাথে আলাপকরেই সব ঠিক করেছি।'

'বাপরে, আমার মোটেই বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'আপনি নিজেই না হয় ওর সাথে কথা বলে এব্যাপারে নিশ্চিন্ত হোন।'

'কিন্তু—।'

মনসুখলাল আমার আর কোন কথা শুনতে চাইলেন না। দ্রুত ঘণ্টি বাজালেন। এক চাকর এসে হাজির হলো। বললেন,

'রূপবতীকে একটু নিচে আসতে বলো।'

'কিন্তু সে তো কবেই শোবার জন্যে বিদায় নিয়েছে।' আমি বললাম।

'না, সে এখানো শোয় নি। আমাদের প্রস্তাবের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছে সে।'

আমি বিস্ময়ে মনসুখলালের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

এরিমধ্যে উপরের সিঁড়ি ভেঙ্গে রূপবতী লাস্য চালে নিচে নেমে আসতে লাগল। পরনে ছিল তার গাঢ় নীল রং-এর গাগরা, তাতে অপূর্ব সোনালী কাজকরা। হালকা আসমানী রং-এর ওড়না, বব কাট চুল তার সৌন্দর্যকে আরো সুষমা মণ্ডিত করে তুলেছে। গাগরার নীচে দুটো সুন্দর পদযুগল বিশেষ ছন্দে সোপানে পা রাখছিল। ক্রমশ যখন সে আমার দিকে আসছিল, আমার বুক ধুক ধুক করতে লাগল। আমি নিরুপায় হয়ে আশ্রয়ের জন্যে মাটির

নিচের দিকের কোন সিঁড়ি খুঁজছিলাম। সুযোগ বুঝে শেঠও কেটে পড়েছে এই ফাঁকে। এবারে পুরো কক্ষে আমি একা আর সে। আমি ঘাবড়ে গিয়ে গাধার মতো চিৎকার করে উঠতে চাইলাম। কিন্তু পরিস্থিতি বুঝে তা আর পারলাম না।

'বলুন, কিছু বলুন।' রূপবতী তার ওড়নার আঁচল নিয়ে খেলা করতে করতে বলল। আমি নিরুপায় সূচক একটা ঢোক গিলে বললাম,

'তাহলে এসব সত্যি।'

'কি ব্যাপারে?' রূপবতী না জানার ভান করে আমার চোখে চোখ রেখে বলল।

'শুনলাম আপনি নাকি আমাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?'

'হঁা।' নিরুত্তাপ স্বরে বলল। মন চাইছিল খুশিতে লাফিয়ে উঠি। কিন্তু নিজেকে সামলে নিলাম, পাছে না আবার উছৃঙ্খলতা প্রকাশ পায়। 'দেখুন, আপনি কি এর ভালমন্দ সব ভেবে নিয়েছেন? দেখুন পরে যেন এ নিয়ে আফসোস করতে না হয়। আপনি তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি নেহাত গোবেচারী এক গাধা।'

'স্বামীদের গাধা হওয়াই বাঞ্ছনীয়।'

রূপবতীর কণ্ঠে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়। 'কিন্তু লোকরা কি বলবে? বলবে শেঠ মনসুখলালের জামাই কিনা এক গাধা। এত বড় লোকের শেষকালে এই ভীমরতি হল?'

'আমি অনেকের এধরনের জামাতা দেখেছি। জামাইরা যত গাধা হবে ততই সুবিধা হয়। বড় বড় পদে তাদের অধিষ্ঠিত করা হয়। শুধু গাধা বলে নয়, বড় লোকদের জামাই বলে। কোন বড় লোকের জামাই হবার জন্যে জ্ঞানী হওয়ার প্রয়োজন ততটা নেই, প্রয়োজন হয়েছে তাদের বড় লোকের জামাই হওয়ার।'

বিস্ময়ে আমার চোখ ছানাবড়া। নব্য সমাজের চিন্তাধারা আস্তে আস্তে আমার বোধগম্য হতে লাগল। আমি মৃদু আপত্তি জানিয়ে বললাম, 'কিন্তু সমাজে আপনি কিভাবে মুখ দেখাবেন? আপনি

জেনেশুনে এক গাধাকে বিয়ে করছেন অথচ আপনাদের সমাজে কত ভালো পাত্র রয়েছে আপনার জন্যে।'

'সেটাতো আমিও জানি। এটা সম্পূর্ণ আমার নিজের মর্জি। কে কি বলল তা শুনে আমার কাজ নেই। তাছাড়া বিয়েটা তো সম্পূর্ণ গোপন ধরনের হচ্ছে।'

'গোপন মানে?'

'হাঁ, গোপন। বিয়ের পরে তুমি থাকবে আস্তাবলে আর আমি থাকব কুঠিতে।'

'আমি আস্তাবলে আর তুমি কুঠিতে?'

'হাঁ, তবে আস্তাবলে তোমার জন্যে সব কিছুর বন্দোবস্ত থাকবে। চমৎকার ঘাস, চমৎকার বিছানা, অভিজ্ঞ ভৃত্য এবং সহিস। এক টেলিফোনও থাকবে, তুমি সময় সময় আমার সাথে কথা বলতে পারবে।'

'টেলিফোনে?'

'হাঁ, তবে কখনো সখনো বিশেষ সময়ে পাপার সামনে তুমি আমাকে ড্রইংরুমে দেখতে পাবে। এই বিশেষ মুহূর্ত ছাড়া কুঠিতে এসে আমার সাথে দেখা করতে পারবে না।'

'তোমাকে নিয়ে বেড়াতে বের হতে পারবো না, যেমন করে আজকাল স্বামী-স্ত্রী একত্রেবের হয়?

'হাঁ, তা ত হবে। তবে এভাবে নয়। তোমার পিঠেজিন সাজানো থাকবে, লোকরা মনে করবে তুমি আমার গাধা, স্বামী নও।'

'যাক, মন্দ না।' এখন থেকেই আমার পিঠে জিন লাগানো রয়েছে বলে মনে হলো, সে বলল,

'আর হাঁ, তোমার চেক বই আর সেই পঁচিশ কোটি টাকার ঠিকাদারীর ডকুমেণ্টও আমার কাছে থাকবে।'

'কোন পঁচিশ কোটি টাকার?'

'হয়েছে। আর ন্যাকা সাজতে হবে না। পণ্ডিত নেহেরুর সাথে তুমি যে পঁচিশ কোটি টাকার আলাপ করেছ, আমি তার সবই জানি।'

'দেখুন ব্যাপারটা আসলে এ ধরনের নয়, আপনারা মস্তবড় ভুল করছেন। আসলে ব্যাপার হলো……'

'হয়েছে আর লুকাতে হবে না। ওসব নতুন করে শুনে আমার কাজ নেই। চেক বই আর কাগজ পত্র আমার কাছে থাকবে এইটুকু বলে দিলাম।'

'কিন্তু—' আমি তাকে ব্যাপারটা বুঝাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু সে হঠাৎ বলল,

'এখন অনেক রাত হয়েছে ডার্লিং। আস্তাবলে যেয়ে শুয়ে পড়ো, গুড নাইট।'

—বলে রূপবতী আমার কানের কাছে একটা হালকা চুমা এঁকে দিল। যেহেতু চুমোটা দেয়া হল আমার কানের কাছে এজন্য আমি দেখতে পারলাম না চুমা দেয়ায় সময় রূপবতীর চেহারায় কি ধরনের আবেগ ফুটে উঠেছিল।

আবেগে আমার চোখে জল দেখা দিল। আমার কণ্ঠ জড়িয়ে এলো। আমার চার পা থর থর করে কাঁপছিল। আমি ধরা গলায় বললাম,

'রূপা, আমার রূপা।'

সে বলল,

'ধবরু, আমার প্রিয় ধবরু।'

আবেগে বিভোর হয়ে একটা বড় রকমের গাধা-সুলভ ধনি করে উঠছিলাম, এমন সময় আমার গলায় রুপোর তৈরী একটা বলয় আর তার সাথে বাঁধা একটা দড়ি অনুভব করলাম। চেয়ে দেখলাম এক বুড়ো সহিস অত্যন্ত বিনীতভাবে আমার গলায় দড়ি লাগাচ্ছে এবং আমাকে আস্তে আস্তে টেনে আস্তাবলের দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা চালাচ্ছে। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'হুজুর এবার চলুন।'

হলের সিঁড়ির মাঝামাঝি পর্যন্ত যেয়ে রূপবতী পেছনে মুখ করে দাঁড়াল এবং ফিক করে হেসে দিয়ে বলল,

'এখন যেয়ে শুয়ে পড় লক্ষ্মীটি। কাল সকালে আবার তোমাকে সুন্দরীদের জলসায় ওয়েলিংটন ক্লাবে যেতে হবে বিচারক সেজে।'

বলেই সে বিশেষ ভঙ্গিতে আংগুল তুলে নিলো ঠোঁটের দিকে এবং একটা হাওয়াই চুমা আমার দিকে নিক্ষেপ করে ধরা গলায় বলল, 'ধবরু।'

এরপর সহিস আমাকে টেনে আস্তাবলের দিকে নিয়ে এল আর ওদিকে ঘন ঘন পা ফেলে রূপবতী ওপরে উঠে গেল। তারপর দৌঁড়াতে দৌঁড়াতে নিজের শোবার ঘরে যেয়ে পৌঁছল। সেখানে পিতা তার প্রত্যাগমনের অপেক্ষা করছিল। ভেতরে প্রবেশ করেই সে পিতাকে উদ্দেশ্য করে বলল,

'আপনার নির্দেশ আমি পালন করেছি। আমি বিয়েতে রাজী হয়ে এসেছি।'

এরপর সে বিছনাতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

শেঠ মনসুখলাল ব্রিজুটিয়া মেয়ের চুলে আংগুল চালাতে চালাতে মিহি গলায় বলল, 'এত ভেঙ্গে পড়লে ত চলবে না মা। নিজেদের কাজ হাসিলের জন্য দু'মিনিটের জন্য হলেও গাধাকে নিজের স্বামী হিসাবে গ্রহণ করতে হয়। কোনমতে কাজটা বাগাতে পারলেই আমি সব কিছু ঠিক করে নেব। একটু ভেবে দেখতো রূপা, পঁচিশ কোটি টাকার ঠিকাদারীতে আর না হলেও দশ কোটি টাকা ত থাকবে। এটাকা ধরে নাও তোমারই—এ টাকা দিয়ে তুমি তখন বিশ্বের সেরা সুদর্শন স্বামী কিনে নিয়ে আসতে পারবে। এখন আমরা রয়েছি গাধার হাতের মুঠিতে। পাস-বই আর চেক-বই যদি তোমার নামে করিয়ে নিতে পারো ত পোয়া বারো। তখন গাধা থাকবে আমাদের মুঠিতে।

ওয়েলিংটন ক্লাব সেদিন বেশ সরগরম হয়ে উঠেছিল। ক্লাবের প্রধান হল ঘরে রঙ্গিন কাগজ, নানা চিত্র আর রেশমী ঝালর দিয়ে ঠিক নববধূর মতো সাজানো হয়েছে। হলের চারদিকে ছোট ছোট স্টলে থরে থরে সাজানো রয়েছে নানা প্রসাধন সামগ্রী। সৌন্দর্য

প্রতিযোগিতায় যত খরচাদি হচ্ছে তা এই স্টল মালিকরা নিজেদের পকেট থেকে পুরা করছে। এই স্টলের মধ্যে জওহরীদের দোকান, লিপষ্টিক এবং পাউডারের দোকান, তৈল এবং ক্রীমের দোকান আর আতর এবং সেণ্টের দোকান ছিল। অন্যদিকে কাপড়ের দোকান, মেয়েদের ক্ষৌর কর্মের দোকান, ছাতা এবং টুপির দোকান এমনকি দস্তানার দোকানও ছিল। এত কিছুর দোকান ছিল কিন্ত বইর দোকান ছিলনা একটিও। অথচ ওরা জানে না বই পড়েও সৌন্দর্য চর্চায় অনেককে হারিয়ে দেয়া যায়।

লেডি সারে গামা প্রথমত বড় অলংকার যুক্ত বিশেষণের মাধ্যমে ক্লাবের সদস্যদের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিলো। অতঃপর আমাকে নিয়ে বড় হলে প্রবেশ করল, যেখানকার বর্ণনা এতক্ষণ আপনাদের গোচরে নিবেদন করা হলো। এখানে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহনকারী মেয়েরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রথম জনের পরিচয় দিয়ে বলা হলে,

'ইনি হচ্ছেন সেলিনের প্রথমাসুন্দরী।'

'তার মানে, সেলিন অর্থাৎ হুইস্কি নম্বর ওয়ান।'

'না, এর মানে হচ্ছে সোলনে যে সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা হয়োছল তাতে ইনি প্রথম হয়েছিলেন।'

'ইনি হলেন শিমলা সুন্দরী।'

'ইনি নৈনিতালের সুন্দরী।

'ইনি ডালহৌসী সুন্দরী।'

'ইনি কোডাই ক্যানেল-এর।'

'ইনি উটির।'

'ইনি দার্জিলিং-এর সুন্দরী।

পালাক্রমে সবাইর পরিচয় হচ্ছিল। আমি ভাবছিলাম অন্যকথা। বিভিন্ন এলাকার সুন্দরী রয়েছে এখানে, কিন্ত কারখানা বা খামারের কোন সুন্দরী এখানে নেই। কলে কারখানায় যারা কাজ করে তাদের কোন সুন্দরী প্রতিনিধি এখানে নেই। আমি গরীবের

কুড়েঘরে এমন এমন সুন্দরীদের দেখেছি যাদেরকে দেখলে শেঠ করিম ভাই আবটন ওয়ালা তার সমুদয় লিপস্টিক এবং পাউডার তুলে হলের বাইরে নিয়ে যাবে। ঝিনুকে লুকায়িত সত্যিকার মোতিগুলোর মতো সুন্দরীরা আজ কোথায়? এই মেকী সুন্দরীদের সভায় সত্যিকার সুন্দরীরা আজ কোথায়?

লেডি সারেগামা তার পরিচয় পর্ব অব্যাহত রাখলেন, 'ইনি হচ্ছেন মিস লক্ষ্ণৌ।'

'ইনি হচ্ছেন জলন্ধর সুন্দরী।'

'ইনি দিল্লী-সুন্দরী।'

দিল্লী সুন্দরীর মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম, এ যে কমলা। আমাকে দেখে একটু মুচকি হাসল। আমি কান জড়ো করে এগিয়ে গেলাম।

'আর ইনি হচ্ছেন মিস নয়াদিল্লী।'

বলাবাহুল্য মিস নয়াদিল্লী হচ্ছেন রূপবতী, আমার বাগদত্তা। সে আমাকে দেখে কোনরূপ মুচকি হাসি বা প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করল না। আমি আবারও কান জড়ো করে এগিয়ে গেলাম।

সকল সুন্দরীদের সাথে পরিচয়ের পালা সাঙ্গ হওয়ার পর আমাকে তাদের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দেয়া হল। এ সময় ফটোগ্রাফাররা ফ্লাশবাল্ব জেলে জেলে ক্রমাগত ছবি তুলছিল।

এরপর সকল প্রতিযোগী সুন্দরীদের বলা হলো, তাদের দৈনন্দিন পোশাক পরিবর্তন করে ওয়েলিংটন ক্লাবের সুইমিং পুলে সাঁতারের পোশাক পরে যেন উপস্থিত হয়। একথা শুনে সকলে তাদের গ্রীনরুমে চলে গেল এবং লেডি সারেগামা আমাকে নিয়ে সুইমিং পুলের দিকে গেল। সেখানে গিয়ে বলতে লাগল,

'এদের মধ্যে সকলেই নিজেদের এলাকা বা শহরের 'সুন্দরী' হিসাবে পূর্বেই নির্বাচিত হয়েছেন। এবারে এদের মধ্য থেকে আপনাকে ভারতের সেরা সুন্দরী নির্বাচন করতে হবে। এদের মধ্যে যে ভাগ্যবতী সেরা সুন্দরী হবার গৌরব অর্জন করবে তাকে আবার

লস্‌-এঞ্জেলস্‌-এর সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হবে।

'বেশতো।' আমি বললাম। 'দেখুন ম্যাডাম, আপনার নামটা এত লম্বা যে আমি চট করে মনে করতে পারি না। আমি যদি লেডি সারে গামা গাওকে সংক্ষেপ করে শুধু লেডিগামা বলি তাহলে আপনার কোন আপত্তি নেই তো?'

'না, কোন আপত্তি নেই ইয়ং ফ্রেণ্ড।'

বলেই লেডি গামা আমার কান টেনে ধরল। ঠিক এমন সময় মিস রূপবতী সাতারের পোশাকে গ্রীনরুম থেকে বেরিয়ে এলো। সে চোখ পাকিয়ে আমাদের দুজনের দিকে তাকালো এবং একটা ঠমক চালে সুইমিং পুলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। সেখানে আগে থাকতেই ফটোগ্রাফাররা দাঁড়িয়ে ছিল এবং ঘন ঘন ফটো তুলছিল।

কিছুক্ষণ পর পর অন্যান্য মেয়েরাও বেরিয়ে এলো এবং সুইমিং পুলের কাছে দাঁড়িয়ে ফটোগ্রাফারদের সুযোগ দিতে লাগল। আমি চেয়ে দেখলাম ওয়েস্টার্ন কোম্পানীর অনেক ফিল্ম কোম্পানীর ক্যামেরাম্যানরাও এসেছে। মেয়েরা এদের জন্যেই বিশেষ ভঙ্গি এবং মুচকি হাসিগুলো বিতরণ করছিল অকাতরে। এভাবে সব মেয়েরা যখন একত্রিত হলো, ঘণ্টা বেজে উঠল। ঘণ্টা বাজতেই সব মেয়েরা একের পর এক লাইন দিয়ে দাঁড়াতে লাগল। পুলের পাশে রক্ষিত ওজন দেয়ার যন্ত্রের দিকে সকলের দৃষ্টি। এই মেশিনের কাছে খুবই দুর্বল এবং শীর্ণকার একব্যক্তি দাঁড়িয়ে। তার মাথার বেশী অর্ধেক চুল সাদা।

লেডিগামা আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন,

'ইনি হচ্ছেন মিঃ ডাংকি। ইনি হলেন মিঃ কে কে ভান্‌জানী।'

'হাউ ডু ইউ ডু।' মিঃ ভান্‌জানী আমাকে বললেন।

'ঢিঁচু ঢিঁচু।' আমি জবাব দিলাম।

মিঃ ভান্‌জানী এক এক করে মেয়েদের ওজন করছিলেন। একজন করে ডাকছিলেন। যিনি মেশিনে উঠতেন তার নামের সামনে টিক দিয়ে আপাদমস্তক একবার গাঢ় দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে বলতেন,—Next please.

লেডি গামা বললেন,

'মিঃ ভানজানী বেশ চমকপ্রদ ব্যক্তি। দেখুন এত বয়েস হয়েছে, এখনও বিয়ে করলেন না।'

'তাহলে মেয়েদের ওজনের ব্যাপারে তার কি অভিজ্ঞতা থাকতে পারে?'

'না, ব্যাপার তা নয়। এই যে ওজন করার যে মেশিন দেখছেন, এটা মিঃ ভানজানী নিজে আবিষ্কার করেছেন। এই মেশিন অন্য কোন পরিমাপের মেশিনের চাইতে আলাদা ধরনের। দেখুন, এই কার্ডটা দেখুন। এই মেশিন একত্রে এবং আলাদাভাবে দু'ধরনের ওজন বলে দেয়। যেমন, পা থেকে দেহ পর্যন্ত, দেহ থেকে গলা এবং গলা থেকে শিরদেশ পর্যন্ত আলাদা কত ওজন এবং একত্রেই বা কত ওজন তা বেমালুম বলে দেয়।'

'শিরদেশে যে মগজ রয়েছে তার ওজন কতটুকু তা ও বোধ হয় এই মেশিনে বলে দিতে পারে।'

'না, তা বলবে কেমন করে, আর ওটা আমাদের জেনেই বা কাজ কি?'

'হাঁ, ঠিকই তো, এতে মস্তিষ্কের সম্পর্কই বা কি?' আমি বললাম।

লেডি গামা বললেন,

'মিঃ ভান্‌জানী যদিও সারা জীবন বিয়ে শাদী করেন নি। কিন্তু এই অভিনব মেশিন আবিষ্কার করেছেন। এছাড়াও মিঃ ভান্‌জানীর যে ব্যাপারে সব চাইতে বেশী খ্যাতি রয়েছে তা হলো তিনি সারা জীবন ধরে এটা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, দুয়ে দুয়ে চার নয়, পাঁচ হবে।'

'তাই নাকি মিঃ ভানজানী?'

আমি মিঃ ভান্‌জানীকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি একটুও চিন্তা না করে বললেন,

'হাঁ, তাই। দুয়ে দুয়ে পাঁচ। আমি অংক শাস্ত্রের দশ রকমের ফর্মুলা দিয়ে প্রমাণ করে দিতে পারি এটা। আপনি যদি দয়া করে

'গরীব খানায়' পদার্পণ করেন তাহলে আমি আপনাকে সব কিছু বুঝিয়ে দিতে পারি।'

এরি মধ্যে কমলার পালা এলো। তিনি হঠাৎ তিন পাঁচ সব কিছু ভুলে গেলেন। কমলাকে এমন তন্ময় হয়ে দেখছিলেন, বাধ্য হয়ে কমলাকে হেসে উঠে বলতে হলো 'ওজন প্লিজ'।

আমি সামনে এগিয়ে গেলাম।

এখানে একটা চেয়ার পাতা রয়েছে এবং সামনে একটা তেপায়া চৌকি পাতা রয়েছে যা প্রায়শঃ জুতার দোকানগুলোতে খদ্দেরদের পা রাখার জন্য দেয়া হয়। যার যার পা ওজনের কার্ড নিয়ে নিয়ে মেয়েরা এখানে এসে পা রাখে।

'এখানে কি তাদেরকে নূতন জুতা পরানো হয়?' আমি লেডি গামাকে জিজ্ঞাসা করলাম।

'না।' অতঃপর তেপায়ার কাছের টেকো মাথার চেপ্টানাক আর গৌরবর্ণ এক বৃদ্ধের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন; 'ইনি হলেন মিঃ ওয়ার্ড ওয়ালা।'

'আপনি এখানে কি করেন? মনে হচ্ছে বাটার এজেন্সী নিয়েছেন আপনি।'

'মাই ডিয়ার ডাংকি, আসলে ওসব কিছু নয়। তুমি দেখছি আসলেও গাধা। মিঃ ওয়ার্ডওয়ালা এখানে মেয়েদের পায়ের গড়ন এবং গোড়ালীর মাপ নেন।'

'উফ্, এবার বুঝলাম।'

'ইনি নিজের কাজে খুবই পাকাপোক্ত।'

'এমনিতে আপনার পেশা কি মিস্টার?'

'জী, নূপুর তৈরীর কারখানা আছে আমার একটা।' ওয়ার্ডওয়ালা তার নাকের ওপর থেকে চশমা নাবিয়ে তা সাফ করে বলল, 'এজন্যে পায়ের গড়ন এবং গোড়ালীর মাপ সম্পর্কে যে সব খুটিনাটি আমি জানি, তা কেউ জানে না।'

'আলবত, আলবত।' আমি মাথা দুলিয়ে বললাম এবং সামনের দিকে পা চালিয়ে দিলাম। লেডি গামা বললেন, 'দেখলে? এধরনের

সকল বিশেষজ্ঞদের এনে জড়ো করা হয়েছে তোমার সাহায্যের জন্যে।'

'আপনার দয়া।' আমি একটু বিনয় প্রকাশ করে বললাম।

সামনের দিকে এগিয়ে দেখলাম কি,-যে মেয়েটি এখানে পায়ের গোড়ালীর মাপ দিয়ে এসেছে, একটু সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে নাচের পোজ দিয়ে রাণ এবং নিতম্বের মাপ দিচ্ছিল। এখানে একজন নিজের ছাগল দাড়ি খুঁজলিয়ে কাঁধের ফিতা নামিয়ে খুব অভিনিবেশ সহকারে প্রথমে রাণ এবং পরে নিতম্বের মাপ নিচ্ছিল। আমি বললাম,

'ইনি নিশ্চয়ই কোন দরজি।'

'স্ স্।' লেডি গামা মুখে আংগুল রেখে বললেন, 'আরে তাকে তুমি চেন না। ইনি হলেন, ভাস্কর্য্য এবং নারীমূর্তির ব্যাপারে সব চাইতে বেশী অভিজ্ঞ। মিঃ খটখট খণ্ডলিয়ার ইলোরার সকল নারীমূর্তির দেহের সকল প্রদেশের মাপ মুখস্থ। অথচ নিজের স্ত্রীর নামটা পর্যন্ত তার মনে থাকে না।'

'বেশ, বেশ মিঃ খণ্ডলিয়া, আপনার মতো এমন একজন বিশেষজ্ঞের সাথে মিলিত হতে পেরে যার পর নাই খুশী হলাম।'

'হাঁ, মিঃ খণ্ডলিয়া যেন সহসা আমাকে চিনবার চেষ্টা করে বলল, 'আপনার সাথে আমার ইতিপূর্বে একবার পরিচয় হয়েছে।'

'সম্ভবত, বারাবাংকীতে আমি আপনার আতিথ্য গ্রহণ করেছিলাম।'

আমি তাকে সস্তা খুশী করার জন্য বললাম। তা না হলে এমন অধমের সাথে কোন গাধা দেখা করতে চায়।

'না।' আমার দিকে আংগুল তুলে বলল,

'না' বারাবাংকীতে নয়, সাঁচীতে আপনার সাথে দেখা হয়েছিল।'

'সাঁচীতে, ওখানে তো আমি কোনদিন যাই নি।'

'আপনি মিথ্যা বলছেন, আমি আপনাকে নিজ চোখে দেখেছি। সাঁচীতে এগার নম্বর পাথরের কাছে এক ভিক্ষু ভগবান বুদ্ধের দর্শন লাভের জন্য যাচ্ছিল, তার পেছনে পেছনে চলেছিল এক গাধা।

আপনিই সেই গাধা, যতদূর আমার মনে হয়। হাঁ, হাঁ, আপনিই সেই গাধা, সেই একই রাণ, একই নিতম্ব, একই…'

বিস্ময়ে আমার কথা সরছিল না মুখ দিয়ে। লেডি গামা বললেন, 'দেখলেন তো তার দক্ষতা। ইনি মানুষদের দেখে পাথরের মূর্তিদের পরিমাপ করেন না, বরং পাথরের মূর্তি দেখে মানুষ এবং অন্যান্য বস্তুদের পরিমাপ করার চেষ্টা করেন।'

'সত্যি ব্যাপারটা অন্য রকম বৈকি।'

আমি যখন সামনের দিকে চলছিলাম, মিঃ খণ্ডলিয়া আবার বললেন,

'আচ্ছা ভাই, সেই ভিক্ষু কোথায়?

আমি গর্জে উঠে বললাম,

'সে সাঁচীতেই হবে, আর যাবে কোথায়?'

মিঃ খণ্ডলিয়ার চোখে মুখে সন্দেহের ভাব জেগে উঠল। সম্ভবত তিনি ভাবছিলেন, সেই গাধা এখানে এলো কেমন করে? এরই মধ্যে এক মেয়ে এগিয়ে এলো তার নিতম্বের মাপ দেখার জন্যে। মিঃ খণ্ডলিয়া কথা রেখে লেগে গেলেন নিতম্ব মাপার কাজে।

আরো একটু এগিয়ে যেতেই প্রফেসর বাংকে বিহারী, আহ্ বেনারসী এবং জনাব হামেদ হাসান ওয়াহ্ লাখনুভীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। প্রফেসর আহ্ বানারসী হিন্দি ও সংস্কৃতের মহা পণ্ডিত। জনাব ওয়াহ্ লাখনুভী উর্দু ভাষার প্রতিষ্ঠিত কবি। আহ্ বেনারসী হিন্দী এবং সংস্কৃতে 'গাধা' সম্পর্কে বড় বড় পুরানো ক্লাসিকী কবিদের উপমা প্রবাদাবলী সম্পর্কে বিদগ্ধ। কোমর সম্পর্কে উর্দু ও ফারসীতে যত চয়ন আছে তা বেমালুম তার মুখস্থ। এরা দু'জনই কবিতা পাঠ করে নম্বর প্রদান করে থাকেন।

আমি ওয়াহ্ লখনুভীকে বললাম,

'ওয়াহ্ সাহেব।' বললেন,

'হাঁ সাহেব।'

'ওয়াহ সাহেব শুনলাম, লক্ষৌর যে সুন্দরী এসেছে তার নাকি কোমর বলতে কিছু নেই, তো এ ব্যাপারে আপনি কি করবেন ?'

'এজন্যে আমি সব সময় নিজের কাছে একটা দূরবীন রেখেছি।'

বলে পকেট থেকে একটা দূরবীন বের করে দেখালেন। আমি তার বুদ্ধির তারিফ করে সামনের দিকে পা বাড়িয়ে দিলাম।

ব্যস, এধরনের প্রায় ডজন খানেক বিশেষজ্ঞ সুইমিং পুল পর্যন্ত লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে নিজেদের গুণপনা প্রকাশ করছিল। বুক থেকে শুরু করে মাথার চুল অবধি সকল রকমের বিশেষজ্ঞ ছিলেন। প্রত্যেক মেয়ের হাতে একটি ফর্মে ছিল। এই ফর্মের সাথে একটা ফটোও ছিল। এই বিশেষজ্ঞরা নিজেদের সঠিক পরিমাপ ও মন্তব্য ফর্মে লিখে দিতেন। এভাবে বক্ষ, ঠোঁট, বাহু, চোখ, কান—সব কিছুরই বিবরণ এতে লেখা থাকতো। খুবই চিন্তা ভাবনার পর এসব মন্তব্য লেখা হতো। সহসা আমার মনে হলো, কোন ক্লাবে নয়, আমি যেন প্রাণহীন যন্ত্র নির্মিত কোন এক কারখানায় এসেছি, যেখানে খটাখট আওয়াজ হয় অনবরত। এটা যেন মেয়ে তৈরীর কারখানা। যেমন করে সাইকেল ও মোটর তৈরী হয় এধরনের কারখানা এটা। এটা এসেম্বলী লাইন। এখানে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ-বিশেষজ্ঞ দাঁড়িয়ে আছেন আর পা, গোড়ালী, রান, নিতম্ব, কোমর, বাহু, পেট, কপোল ইত্যাদি মেপে তা জোড়া দিয়ে দিয়ে মেয়ে তৈরী করছেন। সৌন্দর্য সম্রাজ্ঞী, বুইক সুপার ডি লাভ, সান সিন-এর সুন্দরী, শেভ্রোলেট ৫৬।

দু'তিন ঘণ্টা এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলল। সব রকম হিসাবের শেষে যখন সকল ফর্ম পূরণ করার কাজ শেষ হলো, সবকিছুসহ ফটো ও তালিকা আমাকে দিয়ে দেয়া হলো। এ গুলো পরীক্ষা করে দেখার জন্য আমাকে আবার পৌনে একঘণ্টা টাইম দেয়া হলো। এরপর আমাকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে, ঘোষণা করতে হবে ভারতের সেরা সুন্দরীর নাম।

আমি সকল তালিকা এবং ফর্ম বেশ অভিনিবেশ সহকারে দেখলাম। ফটো গুলোও খুঁটে খুঁটে দেখলাম। প্রতিটি ব্যাপারের খুঁটিনাটি নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলাম. এবং এসব চমৎকার ঠোঁট, বক্ষ, চুল, বাহুগুলো মনের আয়নায় দেখে ক্রমশ আমি সিদ্ধান্ত ঘোষণার জন্য প্রস্তুতি নিলাম। এ ব্যাপারে আমি মাত্র আধ ঘণ্টা সময় নিয়েছিলাম। লেডি সারে গামা এরি মধ্যে ঘেমে উঠেছেন।

এবারে আমরা দু'জন ক্লাবের হলঘরে প্রবেশ করলাম। এতক্ষণে কয়েক ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হয়েছে। পূর্বেই শহরে ঘোষণা করা হয়েছে যে, কিছুক্ষণের মধ্যে সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা করা হবে। এজন্য মাননীয় মন্ত্রিবর্গ, শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তি, ডিপ্লোমেটিক কলোনীর দূতগণ, বিদেশী ক্যামেরাম্যান ও দেশীয় পত্র-পত্রিকার ফটোগ্রাফাররা হলঘরে এসে জমায়েত হয়েছেন। এখন হলঘরের চেহারাই অন্য রকম হয়ে গেছে। আগের চাইতেও জমজমাট ও সুসজ্জিত মনে হলো। হাই সোসাইটির সুন্দরী মেয়েরা প্রায় সকলেই উপস্থিত হয়েছিলেন। এদের মধ্যে এমন সব মহিলারাও ছিলেন যারা পূর্ববর্তী বছরে বা তার আগের বছরে সেরা সুন্দরী নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং মোটরের মডেলের মতো পুরনো হয়ে গেছেন। হলের একদিকে উঁচু একটা পার্টিশান দাঁড় করানো হয়েছে। মাঝখানে একটা টেবিল, টেবিলের সামনে দুটো চেয়ার এবং দুটো মাইক। সর্বপ্রথম লেডি গামা স্টেজে এসে উপস্থিত অভ্যাগতদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার উপকারিতা সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দিলেন। সহযোগী বিচারক মণ্ডলীদের ধন্যবাদ জানানো হলো, যারা আমার কাজে সহায়তা করেছে। এরপর লেডি গামা আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং বললেন যে, এই অধমকে কেন এই দায়িত্ব সম্পন্ন করার জন্যে মনোনীত করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে সেই রোমান সুন্দরীদের গাধার দুধে স্নানের ঘটনা ব্যক্ত করে আমার প্রতি দর্শকদের আস্থা বাড়াবার চেষ্টা করা হয়। এরপর হাততালির গুঞ্জনের মাঝে আমাকে জাজের চেয়ারে বসানো হলো। এরপর ব্যাণ্ড বেজে উঠলো এবং প্রতিযোগিতায়

অংশ গ্রহণকারিণী মেয়েরা নতুন ডিজাইনের চমৎকার সাঁতারের পোশাক পরে একের পর এক হলে প্রবেশ করতে লাগল আর তাদের দেহপল্লবের সৌন্দর্য দেখে দর্শকরা বিভোর হয়ে রইল। যত মেয়ে ছিল, প্রত্যেকেই নিজেদের সাথে এসব মেয়েদের মনে মনে একটা তুলনা করে নিজেদেরকে বেশী নম্বর দেয়ার চেষ্টা করছিল। যত পুরুষ ছিল প্রত্যেকে কামনা করছিল, মেয়েরা প্যারেডের সময় যদি তার সামনে এক মিনিটের জন্য দাঁড়াতো তাহলে কত না ভালো হতো। কিন্তু মেয়েদের এই প্যারেড তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল এবং সকলে এসে আমার এবং লেডি গামার পেছনে পাতা নিচু চেয়ারগুলোতে বসে পড়ল।

এরপর লেডি সারে গামা মাইকের সামনে এসে একজন করে মেয়েদের ডেকে উপস্থিত দর্শকদের সামনে তার পরিচয় করিয়ে দেন এবং মেয়েটি ধন্যবাদ বলার পর তাকে তার আসনে ফিরে যেতে বলেন। এতে দর্শনার্থীরা এসব মেয়েদের দুচোখ ভরে আরো ইচ্ছা মতো দেখার মওকা পেলো। শুধু দর্শনার্থীরা কেন, আমিও—কিছুক্ষণ পর আমিই তো এদের মধ্য থেকে সেরা সুন্দরীর নাম ঘোষণা করব। আমি চেয়ে দেখলাম, সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী মেয়েরা মুখে অপূর্ব হাসি ফুটিয়ে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে। দর্শকদের ধন্যবাদ জানাবার পর যখন তারা আমার দিকে ফিরতো, আরো আকর্ষণীয় হয়ে তাদের হাসি বিকশিত হয়ে উঠতো এবং তা এক সঙ্গীতের মূর্ছনার মতো আমোদ ছড়িয়ে যেতো আমার চৈতন্যে। তাদের সেই উজ্জ্বল চোখ, কামনায় সিক্ত ব্রীড়ানত অধর যেন বলছিল, 'যদি তুমি আমাকে সেরা সুন্দরীর মর্যাদা দাও, তাহলে তোমাকে আমি বিয়ে করব, যদিও তুমি এক গাধা বৈ অন্য কিছু নও।'

রূপবতীর হাসি ছিল সব চাইতে মনমাতানো এবং চিত্তহারিণী। তার দেহের প্রতিটি অণু পরমাণুতে যেন হাসি ছড়িয়ে ছিল। বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত, গাম্ভীর্য মেশানো হাসিতে বাঙময় ছিল তার মুখ।

কমলা তার হাসি, দেহভঙ্গি ও চোখের চাহনি মিলিয়ে আমার প্রতি এমন এক বাণ নিক্ষেপ করলো যে, আমি তা সহ্য করতে না

পেরে চোখ নত করে ফেললাম। সত্যি, কমলার মতো বিপজ্জনক মেয়ে আর হয় না। তার দেহের প্রতিটি বাঁক যেন আমাকে হাতছানি দিয়ে ডেকে বলছে, আমার কাছ থেকে তোমার নিস্তার নেই। আমি সারা বিশ্বের সেরা সুন্দরী। আমাকেই সেরা সুন্দরীর খেতাব না দিয়ে তোমার উপায় নেই।

শেষে লেডি গামা মাইকের সামনে এসে ঘোষণা করলেন, এবারে শ্রীমান গাধা আপনাদের সামনে সেরা সুন্দরীর নাম ঘোষণা করবেন। মুহূর্তে হল মুখরিত হয়ে উঠলো মূহুর্মূহু করতালিতে।

"লেডিজ এণ্ড জেণ্টেলম্যান,
আজ এখানে উপস্থিত হয়েছেন এমন অনেক সুন্দরীই এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করার যেমন প্রয়োজন মনে করেন নি, কেননা, (তাদের সৌন্দর্য সম্পর্কে কোন দ্বি-মত নেই)—তেমনি আমিও আজ মাইক্রোফোন ব্যবহার করার প্রয়োজন মনে করি না, কেননা আমার কণ্ঠের বলিষ্ঠতা সম্পর্কেও কোন দ্বিমত নেই (করতালি এবং হাসি)। আমার মতে কোন গাধারই মাইক্রোফোন ব্যবহারের অনুমতি থাকা উচিত নয়। অথচ আমি অনেক খ্যাতিমান গাধাদের অযথা মাইক ব্যবহার করতে দেখেছি (এবারে করতালি এবং হাসি অনেকটা মৃদু)। লেডিজ এণ্ড জেণ্টেলম্যান, আজ এই মহতী অনুষ্ঠানে দেশের সকল অঞ্চল থেকে সেরা সুন্দরীরা এসে জমায়েত হয়েছেন। তাদের এই সমাবেশ আমাদের জন্য আনন্দদায়ক, সন্দেহ নাই। কিন্তু যেসব সুন্দরীরা কোন কারণবশত আজ এখানে অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি তাদের জন্য দুঃখ হচ্ছে।

আমি এক গাধা। আমার স্পষ্ট ভাষণের জন্য আমাকে আগে ভাগেই ক্ষমা করে দেবেন কিন্তু। আজ যদি সত্যি কথা বলতে হয় তাহলে আমি বলব, আমার দুঃখ হচ্ছে এমন এক শ্রমিক সুন্দরীর জন্য যে দুই সন্তানের জননী এবং কাশপুরের এক টেক্সটাইল মিলে কাজ করে। শ্রমিক হওয়া সত্ত্বেও তার রূপযৌবন এতখানি আকর্ষণীয় যে, সে যদি আজ এখানে সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার জন্য হাজির হতো তাহলে আপনারা তাকে দেখে বিস্মিত হতেন বৈ কি।

কিন্তু সে এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারে নি। কেননা, তার রয়েছে দু'দুটো বাচ্চা। তা ছাড়া তার হাতে এতখানি সময় বা পাথেয় নেই যে, সে এখানে আসতে পারে। এই প্রতিযোগিতার জন্য এণ্ট্রি ফি বাবদ যে পঁচিশ টাকা দিতে হতো তাও তার পক্ষে যোগাড় করা মুস্কিল ছিল। মানলাম, সে এই টাকাটাও যোগাড় করল এবং এখানে এসে যথারীতি সেরা সুন্দরী হিসেবে মনোনীতও হলো কিন্তু লস এঞ্জেলেস্ এর প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের সময় তার বাচ্চা দুটোর রাহা খরচ কে দেবে? আর যদি বাচ্চা দুটো এখানে থেকেও যায়, এদের খাওয়া খরচ কে দেবে?

আমি এক মরহুম ধোপার গৃহপালিত গাধা। ধোপার স্ত্রীর দুটো সুন্দর বাচ্চা রয়েছে। সেও এক অপরূপ সুন্দরী। আজ যদি সে ভুলক্রমে এই ক্লাবে এসে হাজির হয় তাহলে আপনারা সকলে তাকে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখাবেন এবং ভারতের সেরা সুন্দরী বলে আখ্যায়িত করবেন। কিন্তু আফসোস, সেও এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারছে না। এ সময় সে যমুনা ঘাটে কাপড় ধুতে গেছে, এবং এমন এক মেয়ের কাপড় সে ধুয়ে দিচ্ছে যে আজ হয়ত এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে। (আমি এক ফাঁকে রূপবতীর দিকে তাকিয়ে নিলাম। সে বসে বসে ঠোঁট চিবুচ্ছে।)

আমার উদ্দেশ্য আজকের এ সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার অপব্যাখ্যা করা নয় বা যারা উপস্থিত আছেন তাদেরকে কুৎসিত বলে আখ্যায়িত করা নয়। কিন্তু আমাকে ক্ষমা করবেন, এ সমুদয় সৌন্দর্য হচ্ছে, সিভিল লাইন, কনাট প্যালেস এবং মল রোডের সৌন্দর্যের সমাবেশ। প্রত্যেকে রুপোর চামচ মুখে নিয়ে জন্ম নিয়েছেন এবং আরাম আয়েশে প্রতিপালিত হয়েছেন। এই সৌন্দর্য কোনদিন অনাহার অর্ধাহারের মুখ দেখে নি, ছেঁড়া কাপড় কোনদিন পরে নি, কোনদিন রাস্তার ফুটপাতে শোয় নি। এসব মুক্ত হাওয়ায় প্রতিপালিত সৌন্দর্য নয়, এসব হচ্ছে সুসজ্জিত ফানুসে প্রজ্জ্বলিত মোমের আলো নিঃসৃত সৌন্দর্য।

এ সব সৌন্দর্য কি সত্যিকারভাবে ভারতের? যারা যমুনা ঘাটে কাপড় কাঁচে, সর্ষের খেতে চপল চালে গান গায় যে মেয়ে, যবের

ক্ষেতে কাজ করে যে মেয়ে বা ফলবান বৃক্ষ থেকে টানা দিয়ে ফল পাড়ে যে মেয়ে তারা আজ কোথায় ? যে সৌন্দর্য মানুষের প্রেম, পরিশ্রম এবং দৈনন্দিন উৎপাদনের ফসল। আজ সে সৌন্দর্যের মূল্যায়ন না করে, গুণাগুণের সীমারেখা নির্ধারণ না করে আজ যদি আমরা সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হই তাহলে সব কিছু অসমাপ্ত থেকে যায় না কি ?

এবার একটু চিন্তা করে দেখুন, বিভিন্ন অঞ্চলে আবার সৌন্দর্যের মাপকাঠি ভিন্ন ধরনের।

বাংলাদেশে লম্বাচুল, হলিউডে ববকাট, ফ্রান্সে পাতলা নিতম্ব এবং ভারতে ভারী নিতম্ব সৌন্দর্যের মাপকাঠি হিসাবে ধরা হয়। কাশ্মিরীরা গৌরবর্ণকে এবং টাঙ্গানাইকাতে অমাবশ্যার মতো কালো ত্বককে সৌন্দর্যের মাপকাঠিতে ফেলা হয়। কেউ পছন্দ করেন পাতলা ঠোঁট, কেউ পছন্দ করেন মোটা। আবার কেউ পছন্দ করেন লম্বা গ্রীবা, কেউ খাট গলা—কেউ ডাগর ডাগর চোখ, কেউ ছোট কুতকুতে চোখ।

এমতাবস্থায় আন্তর্জাতিক সৌন্দর্য বিচারের মাপকাঠি কি হবে ?

কিন্তু এর চাইতেও বড়ো কথা হলো আসলে সৌন্দর্য জিনিসটা কি ? যতক্ষণ না এ প্রশ্নের সমাধান হচ্ছে, ততক্ষণ আমিই বা কোন সিদ্ধান্ত পোষণ করি কি করে ?

প্রত্যেক পুরুষের জীবনেই এক মেয়ের আবির্ভাব হয়। তার সৌন্দর্য যা-ই থাক না কেন, কিন্তু সে লোকটির মনে তার রূপমাধুরী এমনভাবে আচ্ছন্ন হয়ে যায় যে, বেহেশতের হুর পরীও তার কাছে ছাই।

ঠিক এমনই এক লোককে আমি যমুনা তীরের কৃষ্ণনগরে দেখেছি। সে ময়লা আবর্জনাপূর্ণ ঝুপড়িতে বসবাস করে। তার নাম হচ্ছে ধন্নু। পেশা ধোপাগিরী, সে ছিল আমাদের প্রতিবেশী। তার স্ত্রীকে দেখতে মামুলী চেহারার মনে হতো। শ্যামলা রং, বরং কালোও বলা যায়। নাক চোখ সাদাসিদে। ঠোঁট, চিবুক—সবই মামুলী। চলা বলায়ও তেমন কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না। কিছু একটা বৈশিষ্ট্য তার

ছিল। আর তা হলো সন্ধ্যায় ধন্নু যখন ক্লান্তিতে চুর হয়ে বাসায় ফিরতো সে এমন সুন্দর করে মুচকি হেসে তাকে স্বাগত জানাতো যে, ধন্নু সারাদিনের গাধা খাটুনীর ক্লান্তি এক মুহূর্তে বেমালুম ভুলে যেতো।

এই গরীব লোকটির কাছে দুনিয়ার সবচাইতে দামী হাসিটুকু ছিল এই। আফসোস, আমি আপনাদের সে হাসি এনে দেখাতে পারব না। এই হাসিকে যেমন কোন তুলাদণ্ডে পরিমাপ করা যায় না তেমনি একে জরিপ করে কোন জ্যামিতির ফর্মে ঢালাও যায় না। কেননা, এই হাসি তার ঠোঁটের নয়, দাঁতের নয়, তার চেহারার নয়—এই হাসি তার সমুদয় সত্তা নিঃসৃত প্রাচুর্যের বহিঃপ্রকাশ। এই হাসির সম্পর্ক তার স্বামীর মধ্যেও রয়েছে। দু'টি অনাবিল হৃদয়ের প্রেমের উৎসমুখ হচ্ছে এই হাসি। সে তার স্বামী ছাড়া অন্যকোন পুরুষকে এমন হৃদয়স্পর্শী হাসি বিতরণ করতে পারবে কি? আপনি যদি আজ তাকে ভারত সুন্দরী আখ্যা দিয়ে লসএঞ্জেল্স্-এ পাঠিয়ে দেন এবং বাধ্য করেন তাকে সে ধরনের একটা হাসি পরিবেশন করতে তাহলে সে কি পারবে? না পারবে না। কেননা, তার স্বামী ধন্নু সেখানে থাকবে না।

তাহলে আমরা সৌন্দর্যকে কিভাবে কোন নিরীখে বিচার করব?

আমি মনে করি সৌন্দর্য বিচারের এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এক মেয়ের সৌন্দর্যকে তার মন এবং ক্রিয়াকর্ম থেকেই বিচার করতে হবে। তার সে ক্রিয়াকর্ম এবং চরিত্র হবে সর্বতোভাবে সংসার ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত। দেখতে হবে তার স্বামী ও সন্তান-সন্ততিদের সাথে তার সম্পর্ক, কারখানা এবং খেত খামারে সে নিজের কি পরিচয় রেখেছে। এক মেয়ের সৌন্দর্য খোলা অঙ্গনে রেখে বিচার করা যায় না। পারিপার্শ্বিকতার বাইরে সুইমিং পুলের কাছে এনে সংক্ষিপ্ত পোশাক পরিয়ে মেয়েদের শরীরের বিভিন্ন পার্টস্ এর মাপ নিলেই তার সৌন্দর্যের যথার্থ বিচার হবে না।

সৌন্দর্য মিসরের মমির মতো বিশেষ অস্তিত্ব নহে। তা হচ্ছে এক চলমান জীবনের বিবর্তিত রূপ। এটা কত নোংরা এবং অশালীন কথা হবে যদি রোমিও জুলিয়েট-এর প্রেমকে ফিতা দিয়ে মাপার

চেষ্টা করা হয়। যদি প্যারিসের লোকরা হেলেনের রূপকে কোন মেশিন দিয়ে পরিমাপ করার চেষ্টা করে অথবা সতীসাধ্বী সীতার সৌন্দর্যকে কোন পাথরের মূর্তির সাথে তুলনা করা হয় তাহলেই বা কেমন শোনায়! আমার তো ভাবতে আশ্চর্য লাগে, সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার সময় মেয়েদের কান দেখেন কিন্তু যেসব আওয়াজ তাদের কর্ণবিদীর্ণ করে তা শোনেন না। আপনারা চোখ দেখেন, কিন্তু চোখের লজ্জা দেখেন না। আপনারা স্ফীত বক্ষ দেখে থাকেন, কিন্তু তার ভেতরে লুকায়িত হৃদয়ের প্রেম-ভালবাসা ও মায়ের মমতা দেখেন না।

অতএব আমি আপনাদের এই সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা সম্পর্কে কি রায় দিতে পারি?

আমি শুধু এতটুকু বলতে পারি সত্যিকার সৌন্দর্য, সত্যিকার কমনীয়তা বড় বড় ঢাক ঢোল পিটিয়েদের বাজারের বিকানো পণ্য নয় যেখানে রাণ, গোড়ালী এবং বুকের স্ফীতি মাপা হয়, কোমরের স্থূলতা দেখা হয় এবং সুইমিং পুলের চারদিকে বিশেষজ্ঞদের গুঞ্জনের পাশাপাশি আসল দাঁতের মাজন ওয়ালা, নকল দাঁত বিক্রেতা, নখ কাটার এবং বড় নখ পরিচর্যার যন্ত্রপাতি বিক্রেতা, চুল সাফ করার, চুল বড় করার পাউডার বিক্রেতা এবং নিম্নবৃদ্ধি আর উঁচু হিলের সকল রকম জিনিস বিক্রেতাদের এই পসরা মূলত স্থূল বিজ্ঞাপন নয় কি? সম্পূর্ণ আয়োজনটা প্রহসন নয় কি?

এজন্যে আমি আপনাদের বলতে চাই, আপনাদের এই সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা সম্পূর্ণ ফ্রড, ধোঁকা, জালিয়াতি এবং চাতুর্য বৃত্তি বই অন্য কিছু নয় এবং এ ব্যাপারে আমার এ-ই সিদ্ধান্ত।

আমার বক্তৃতা শেষ হবার পর কিছুক্ষণের জন্য হলময় অখণ্ড নীরবতা। এমন নীরবতা আমার মোটেই সহ্য হচ্ছিল না, ইচ্ছে করছিল জোরসে একটা চীৎকার দেই।

নীরবতার পর আস্তে আস্তে ফিস ফিস শুরু হলো। আমার পেছনে উপবিষ্ট ক'জন সুন্দরী অজ্ঞান হয়ে পড়ল। কেউবা চীৎকার দিয়ে উঠল। এরপর হলের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকেই চীৎকার করে বলছিল—

'শালা'
'শুয়রের বাচ্চা'
'গাধা কোথাকার'
'অপদার্থ'

'ওকে ঘাড় ধরে বের করে দাও। কোথা থেকে গাধা ধরে নিয়ে এসেছে। এক নম্বর গোমূর্খ কোথাকার।'

এরপর শুরু হলো 'গাধা মুর্দাবাদ' ধ্বনি। ক'জন চীৎকার করতে করতে স্টেজেও উঠে এলো। এদের উদ্দেশ্য হলো সভাপতির হাতের ছড়ি দিয়েই আমার দফা রফা করবে। কিন্তু তাদের সে ইচ্ছার গুড়ে বালি। আমি হাঁক ডাক দিয়ে পেছনের দু'পা ঝেড়ে চারদিকে লাথি মারতে লাগলাম। মুহূর্তে বীর জওয়ানরা পালিয়ে বাঁচল। আমি ক্ষেপে গিয়েছি দেখে স্টেজের উপর রীতিমত একটা হাঙ্গামা শুরু হলো। মাইক্রোফোন কাত হয়ে পড়ে গেল। লেডি গামা বেহুশ হলেন। বিষন্ন মেয়েরা গলা পঞ্চমে তুলে চীৎকার করতে লাগল। এই অবস্থা দেখে এবারে আমি মানে মানে কেটে পড়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি শেষ বারের মতো আরো দু'চারটা লাথি মেরে স্টেজ কাঁপিয়ে আমার গাধা সুলভ 'বক বকানী' ঝেড়ে ক্লাবের বাইরে চলে এলাম। কিছু লোক ক্রুদ্ধ হয়ে আমার পেছনে দৌড়াল। কিন্তু এ সময় আমার জীবন মরণের সমস্যা ছিল, তাই চোখ কান বন্ধকরে প্রাণপণ দৌড়াতে লাগলাম। আমার কিছুই মনে ছিল না যে, আমি কোন্ রাস্তা দিয়ে কোন্দিকে দৌড়াচ্ছিলাম, কোন্ দিকে মোড় নিয়েছিলাম এবং কোথায় ঢুকে পড়েছিলাম। যখন একটা টেবিলের সাথে আমার মাথা ধাক্কা খেলো তখন আমার হুশ হলো। টেবিলে অসংখ্য কাচের গ্লাস ও চীনা বাসন ছিল, পড়ে গিয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। লোকরা ঘাবড়ে গিয়ে যার যার আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে গেল এবং হাত পা নেড়ে চীৎকার করতে লাগল। 'এই গাধা কোথা থেকে এসেছে? বের করো এটাকে এখান থেকে।' এবার আমি অন্ধকারে। চারিদিক চেয়ে দেখলাম। এবার বুঝতে পারলাম আমি ওয়েলিংটন ক্লাব ছেড়ে অনেক দূরে ইণ্ডিয়া গেটের পরে জুনায়েদ হাউসে ঢুকে পড়েছি। এখানে প্রশস্ত

লনে এক জমজমাট গার্ডেন পার্টি'র আয়োজন করা হয়েছিল, আমি এসে তা লণ্ডভণ্ড করে দিলাম।

আমি এখনো সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম এবং সচকিত হয়ে প্রমাদ গুণছিলাম এখন কোথায় যাব। এমন সময় দেখতে পেলাম এক সাহিত্যিক গোছের সৌম্য দর্শন, পুণ্যবান ব্যক্তি কাঁধ অবধি চুল ছড়িয়ে হাতে একটা পাটকেল কুড়িয়ে আমাকে মারার জন্য ধেয়ে আসছে। তার চেহারা ছিল কেতাবী, মাথা নুরানী এবং দাড়ি ছিল সাদা। প্রথমত, সে আমাকে তাড়াবার জন্য দৌড়াচ্ছিল এবং বলছিল,

'অহিংসনীতিতে বিশ্বাস করি, নইলে এক্ষুণি মেরে দিতাম পাটকেল। এজন্যে ভাল চাওতো সোজা পথ দেখো।'

আমি বললাম,

'আমার পেছনে অনেক লোক লাঠি নিয়ে আমাকে মারার জন্য তেড়ে আসছে, এজন্যে তুমি, আমাকে মারো বা না মারো, কোথাও আমার যাওয়ার উপায় নেই।'

আমাকে কথা বলতে দেখে লোকটির হাত থেকে পাটকেলটি পড়ে গেল। মুখ শুকিয়ে এলো চোখ ছানাবড়া হয়ে এলো। তার দাড়িগুলো এমন কাঁপছিল, মনে হচ্ছিল দাড়িগুলোও মাটিতে ঝরে পড়বে। কিছুক্ষণ পর এই সৌম্যদর্শন পুণ্যবান চেহারার লোকটি নিজেকে সামলে নিলো এবং আমতা আমতা করে বলল,

'তুমি কে?'

আমি বললাম,

'বানা কর গাধুঁকা
বেশ গালেব,
তামাশায়ে আহলে করম
দেখতে হ্যাঁয়।'

একথা শুনতেই লোকটি ফিরে নিজের টেবিলের দিকে গেল এবং হাফাতে হাফাতে বলল,

'দোস্ত, এক আজব ব্যাপার, অলৌকিক কাণ্ড।'

'কি?'

একসঙ্গে অনেক কবি-সাহিত্যিক দাঁড়িয়ে গেল।

'গালেব গাধার বেশ ধারণ করে আমাদের সাথে দেখা করতে এসেছেন।'

'একদম ডাহা মিথ্যা।'

'না, নিজেদের চোখে দেখে নাও। দেখো সামনে দাঁড়িয়ে আছে।'

সে নুরানী চেহারার লোকটি আমার দিকে অংগুলি নির্দেশ করে দেখাল।

ইতিমধ্যে এক চাপরাসী, সাহিত্য একাডেমীর সেক্রেটারী এবং তার সহকারী (পরে জানতে পেরেছি যার নাম শ্রী ডি ডি গরচ) লাঠি-পেটা করে আমাকে তাড়াবার জন্যে ধেয়ে এলো, কিন্তু এ লোকটি হাতের ইশারায় তাদের থামিয়ে দিলো এবং আমার জন্যে এক স্পেশাল চেয়ার আনবার জন্যে হুকুম করল।

এরপর আমাকে সসম্মানে এসব সাহিত্যিকদের মাঝখানে বসানো হলো। চোখ ছানাবড়া করে সবাই আমাকে দেখছিল। আমি এসব সহ্য না করতে পেরে বললাম, 'ভাইসব, আপনারা কি কোনদিন গাধা দেখেন নি? এ ভাবে চোখ গোল গোল করে দেখছেন কি?'

একজন বললেন,

'আমরা বুঝতে পারছি, এই বেশ ধারণ না করলেই কি চলতো না আপনার? কি জন্যে এ বেশে এলেন?'

'আসতে হবে তাই এ বেশ ধারণকেই শ্রেয় মনে করলাম।'

'বলুন তাহলে কি মনে করে এই মর্তের মাটিতে পদধূলি? আপনি যেখানে ছিলেন, সেখান থেকে আসাতো চাট্টি খানি কথা নয়।'

'কথা ঠিকই বলেছেন। এ ভাবে এসেছি কি সাধে? এখনো আমার কান ভো ভো করছে—সে লোকগুলো এখনো আমার পিছু ধাওয়া করছে।'

'জনাব, আপনার অমৃতবাণী একবার যার কর্ণ কুহরে প্রবেশ করেছে, সে আপনার পিছু ধাওয়া না করে পারে?'

'অমৃতবাণী?' আমি কিছুটা অপ্রস্তুত হলাম। সেই নুরানী চেহারার লোকটি আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল,

'আমি এদের জানিয়ে দিয়েছি আপনার পরিচয়—বলেছি মহাকবি গালিব গাধার বেশ ধরে এসেছেন।'

'গালিব? লাহাওলা অলা ……'

আমি একটু রুষ্ট হয়ে বললাম, 'একি বলছেন? আমি হলাম গিয়ে মামুলী এক গাধা। কিছু লেখা পড়া জানি—ব্যস, কোথায় আমি আর কোথায় হজরত গালিব।'

'আচ্ছা আচ্ছা।' একাডেমীর সেক্রেটারী বললেন, 'হাঁ, এবারে বেশ বুঝতে পারছি, আপনিই সেই বিখ্যাত কথা বোলনেয়ালা গাধা যার সম্পর্কে আমরা খবরের কাগজে পড়েছিলাম। কাগজে আপনার ছবি ছাপা হয়েছিল।'

'কথা বলতে পারে এমন গাধার সংখ্যা দুনিয়াতে কম কিসে, তবে কারো ছবি ছাপা হয়, কারো হয় না, এই তো?'

একথা বলে আমি সবাইকে নমস্কার জানালাম এবং বললাম, 'সে যাই হোক, আমি অনাহুত যেখানটায় ঢুকে পড়েছি, এখানকার পরিচয় কিন্তু আমার অজ্ঞাত।' সেক্রেটারী সাহেব বললেন,

'এটা হচ্ছে ভারত সাহিত্য একাডেমীর কলাকেন্দ্র এবং সঙ্গীত নাট্য একাডেমীর যৌথ সভা। আপনি এখানে ভারতবর্ষের শীর্ষস্থানীয় লেখক, শিল্পী, সঙ্গীতকার এবং নাট্যকারদের দেখা পাবেন। আপনার সামনে এই টেবিলের চারদিকে যারা বসে আছেন তারা সকলেই বরেণ্য সাহিত্যিক। নুরানী চেহারার এই শ্মশ্রু মণ্ডিত ব্যক্তি হচ্ছেন শ্রীগণেন্দ্রনাথ নাগপাল। ইনি হিন্দি ভাষার প্রধান ঔপন্যাসিক। ইনি দশটি নভেল লিখেছেন। তার লেখার বিশেষত্ব হলো তিনি এক উপন্যাসে যে কথা বলেন পরবর্তী উপন্যাসে তার বিরোধিতা করেন। তার সারা জীবনের সাহিত্যকর্মের এই বৈশিষ্ট্য তাকে সমুজ্জ্বল করে রেখেছে। এজন্যে হিন্দি সাহিত্যে তার বিশেষ আসন রয়েছে। ইনি আমাদের কার্যকরী পরিষদের সদস্য। ওঁর সাথে পরিচিত হোন, এই যে টুপি, আচকান ও ছাগল-দাড়িওয়ালা—ইনি

হচ্ছেন শ্রী আবুস্ সাহাফী। তাঁর বৈশিষ্ট্য হলো তিনি গত পনের বছর ধরে কোন উর্দু সাহিত্যের বই পড়ে দেখেন নি, ইনিও আমাদের কার্যকরী পরিষদের সদস্য। এই যে ইনি, ইনি হচ্ছেন শ্রীসুন্দর সিংজী। ইনি কবিও নন, সাহিত্যিকও নন—তবে উঁচু দরের ভাবধারা এবং মতবাদ পোষণ করেন। ইনিও আমাদের সদস্য। ইনি হলেন শ্রী ডি.ডি. গরচ—গুজরাটি সাহিত্যের লেখক। গুজরাটি সাহিত্য ছাড়া অন্য ভাষা ও সাহিত্যে তার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি রয়েছে। আর ইনি হলেন শ্রী আবদুস শাকুর প্রফেসর। তিনিও কবি বা লেখক নন, তবে তিনি বিগত পনের বিশ বছর ধরে এই নিয়ে গবেষণা করছেন যে, উর্দু বর্ণমালা 'আলিফ'-এর বদলে 'ইয়া থেকে শুরু হলে কেমন হয়?' আবদুস শাকুর বললেন,

'জী, আমার মতে যদি এ ধারা প্রবর্তিত হয় তাহলে যে শিশু ছ'মাসে বর্ণমালা শেষ করবে তাকে ছ'বছর ধরে তা পড়তে হবে।'

'তাতে লাভ কি?'

'এতে শিশুর বর্ণমালা শেখার ভিত যেমন পাকাপোক্ত হবে তেমনি ভাষাও কঠিন থেকে কঠিনতর হবে, সন্দেহ নাই।'

'কঠিন হলে কি উপকার হবে?'

'সত্যিকার জ্ঞান তো কঠিন ভাষার মধ্যেই নিহিত থাকে। আমাদের এখানে সহজ ভাষায় লিখিয়েদের কোন চান্স নেই। আমাদের সাহিত্য একাডেমীতে এজন্য বিশেষ নীতি প্রবর্তন করা হয়েছে যে, এ ধরনের কোন লেখকই যেন আমাদের এখানে প্রবেশাধিকার না পায়, যারা বিগত পনের বিশ বছর ধরে কোন কাজ, কোন কথা সহজবোধ্য ভাষায় ব্যক্ত করেছে। আমাদের সামনে এ ব্যাপারে 'একাডেমী অব ফ্রাঁসে' রয়েছে—এই একাডেমীতে এ ধরনের কারো স্থান নেই?'

আমি চট করে বললাম,

'আপনার এই মতবাদের জন্য গর্ববোধ না করে বরং লজ্জিত হওয়া উচিত।'

'যার যার নিজস্ব মতবাদ এসব।'

শ্রী গনেন্দ্রনাথ নাগপাল অনেকটা যোগভ্যাসের মতো ধ্যান করে বললেন। আমি বললাম,

'তাহলে এসব কথা এখন থাকুক। আমি জানতে চাই, আমি তো ছোটবেলা থেকেই লেখাপড়ার চর্চা করে আসছি, আমি কি আপনাদের এই একাডেমীর সদস্যপদ পেতে পারি?'

'এটাই তো আপনাদের একটা দোষ।'

শ্রী গরচ নেতিসূচক মাথা দুলিয়ে বললেন।

'কি বললেন?'

'আপনার এই লেখাপড়ার চর্চাটুকুই তো খারাপ। প্রকৃতপক্ষে আমাদের এখানে সদস্য হতে হলে খুবই কাঠখড় পোড়াতে হয়। প্রথম কথা হলো, আমি পঞ্চাশ বছরের কম বয়েসী কোন সাহিত্য-সেবীকে সদস্যপদ দান করি না। কারণ, এর আগে লোকদের সঠিক দায়িত্বজ্ঞান হয় না। আপনি আমাদের একাডেমীর সদস্যদের মধ্যে দেখবেন শুধু বুড়োদের সমাবেশ। কতদিন গত হয়েছে এরা কোন বই পুস্তকে হাত দেন নি। পড়ার প্রতি অনীহাই এদের আসল যোগ্যতা। সাহিত্য আলোচনার চাইতে আমাদের বৈঠকে রোগব্যাধির আলোচনাটা আজকাল একটু বেশী হয়। কারো হৃদরোগ, কেউ চোখে কম দেখেন, কারো মাথা ঘুরানী আবার করো ডায়াবেটিস। বলুন, আপনার কোন রোগ আছে কিনা, তাহলে আপনার আবেদন আমরা বিবেচনা করে দেখতে পারি।'

'না' আমার রোগব্যাধি বলতে নেই আর পঞ্চাশ বছরও এখনো অনেক দূরে রয়েছে আমার।'

'তাহলে সদস্য হবার দুরাশা ত্যাগ করুন।' শ্রী গরচ হেসে উঠে বললেন।

'আসলে আমরা মনে করি, পড়ার চাইতে আমাদের ভাবনা চিন্তার গুরুত্ব অনেক বেশী। প্রকৃতপক্ষে আমরা চিন্তাশীল মনীষী সৃষ্টি করতে চাই। আমাদের এখানে এমন সব সদস্যবর্গ রয়েছেন যারা বিগত

পাঁচ বছরের মধ্যে কোন কিছু লেখেন নি এবং পনের বিশ বছর ধরে কোন বই পড়েন নি। কিন্তু তারা আমাদের একাডেমীর মাননীয় সদস্য। কেননা তারা সাহিত্যসেবীর চেয়ে নিজেদের একজন চিন্তাবিদ বলে পরিচয় দিতে বেশী গর্ববোধ করেন। জীবন-সায়াহ্নে দাঁড়িয়ে আজ তারা শুধু চিন্তা-ভাবনাতেই তন্ময় এবং চিন্তায় বিভোর থাকতে থাকতে একদিন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করবেন।

'সোবহান আল্লা।'

অলক্ষ্যে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো।

'আর আমাদের এখানে নব্য-বিপ্লবী ধ্যান-ধারণাকে সুনজরে দেখা হয় না। গত ত্রিশ বছরে এখানকার শিল্প-সাহিত্যে এ ধরনের বিপ্লব বারংবার এসেছে এবং দেখতে না দেখতে তা গণমানসের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে,

'আপনার ইঙ্গিতটা বোধগম্য হলো না।'

'আমি মানবতাবাদী, গণতন্ত্রবাদী, সমাজতন্ত্রবাদী এবং প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের বিভিন্ন সংস্থা সম্পর্কে ইঙ্গিত করছি। তাদের ক্রিয়াকলাপ, তাদের সাহিত্যকর্ম—মোটকথা, এসব গোষ্ঠীর কোন লোকদের আপনি আমাদের একাডেমীর সদস্য হিসাবে দেখবেন না।'

'কেন?'

'আমরা তাদের পছন্দ করি না, ব্যস।'

'কিন্তু তাদের সৃষ্ট সাহিত্যের যে দেশময় বিপুল জনপ্রিয়তা রয়েছে। বিদেশী ভাষায় তাদের লেখা অনুবাদ হচ্ছে। ভারতের বাইরে অন্তত ডজনখানেক ভাষাভাষীর কাছে তাদের সাহিত্যের কদর বিদ্যমান।'

'হবে হয়তো।' সেক্রেটারী সাহেব এবার একটু এগিয়ে মাঝখানে এলেন, 'কিন্তু—এই ভারতীয় সাহিত্য একাডেমীতে এসব প্রগতিশীল লেখকদের কোন প্রবেশাধিকার নেই।'

শ্রী সুন্দর সিং স্বরটা অপেক্ষাকৃত নরম করে বললেন,

'শ্রীমানজী, আসলে আমরা ক্লাসিকী সাহিত্য পছন্দ করি। উর্দুতে গালিব পর্যন্ত, হিন্দিতে ভারত ইন্দু আর সংস্কৃত কালীদাস পর্যন্ত আমাদের সীমারেখা।'

'তাহলে এরপর যেসব কীর্তি সাধিত হয়েছে, বিভিন্ন ভাষায় যা কিছু লেখা হয়েছে, দুনিয়াতে যা কিছু ঘটেছে, যেসব নতুন বিপ্লব বিশ্বের নানা ঘটনা ও বিবর্তনের জন্ম দিয়েছে—রাজনীতি এবং সাহিত্যের ধারা আমূল বদলে দিয়েছে—এর কোন কিছুরই সাথেই আপনাদের সম্পর্ক নাই?'

সেক্রেটারী সাহেব হেসে উঠে বললেন, 'আপনি সবে ঘাস খেয়ে এসেছেন মনে হয়।'

'ঘাস খাই নি, তবে বড্‌ড ক্ষুধা পেয়েছে, এক্ষুনি কিছু ঘাস পেলে বেঁচে যাই।'

'ঠিক আছে, এক্ষুনি বন্দোবস্ত করছি।'

একথা বলে তিনি উঠে চলে গেলেন। আমি এবার শ্রী গরচ-এর উদ্দেশ্যে বললাম,

'সাহিত্যিক ও শিল্প-সাহিত্যের সাথে সম্পৃক্ত লোকদের সাথে আজ আমার এ-ই প্রথম সাক্ষাৎকার। এর আগে অবশ্য আমি আপনাদের লেখা পড়েছি। আজ আমি জানতে চাই, এই সাহিত্য একাডেমী সাহিত্য এবং সাহিত্যিকদের কল্যাণের জন্য কি অবদান রেখেছে?'

'এ বছর আমরা এক বিশাল তালিকা প্রণয়নে হাত দিয়েছি। বিগত একশ' বছরে যেসব বই লেখা হয়েছে, সেসব লেখকদের এবং তাদের বই-এর তালিকা প্রণীত হচ্ছে।'

'আর বিগত একশ বছরে যেসব বই লেখা হয় নি, তাদের তালিকা কারা তৈরী করবে? দারিদ্র্যের কারণে, ক্ষুধার জন্যে, দাসত্বের জন্য, বেকারত্বের জন্য যে লেখক কবিতা লিখতে পারেন নি—একই অবস্থায় গত একশ' বছরে অনেক অমূল্য চিত্রাবলী অংকিত হয় নি। অনেক যুগান্তকারী সঙ্গীতের রাগ-রাগিণ শিল্পীর কণ্ঠে আটকে গেছে অবস্থার বিপাকে—কারণ তার কাছে জঠর জ্বালা মেটাবার কোন পয়সা ছিল না,

অনাহারে তার শিশু মারা গেছে, তার স্ত্রীও যক্ষায় ভুগে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছে। এই সমুদয় অলিখিত কাব্য, সাহিত্য, চিত্রকলা ও সঙ্গীতের তালিকা কে প্রণয়ন করবে?'

'এসব করা আমার দায়িত্ব নয়।' শ্রী গরচ একটু বিরক্ত হয়ে বললেন।

'তাহলে এ কাজ কাদের দ্বরা সম্পন্ন হবে? এমন কোন্ একাডেমী রয়েছে যারা লেখকদের আহত বুকে সান্ত্বনার মলম লাগিয়ে দেবে, কে তাদের বুকের রক্ত দিয়ে লেখা সাহিত্য কর্মের সংরক্ষণ করবে? সেটা কোন্ একাডেমী যারা লেখকদের জীবন ধারণের মান উন্নয়নের সহায়তা করার নিমিত্ত তাদেরকে দিয়ে নাটক, নভেল, কবিতা এবং গল্প লিখিয়ে নেবে? সমাজের উপকারী সম্প্রদায় হিসাবে কে তাদের ছুটি, পেনশন, চিকিৎসা-সুবিধা এবং ছেলেপিলেদের লেখাপড়ার সুযোগ করে দেবে? সেই একাডেমীর লোকদের আজ কোথায় পাব, যারা লেখকদের অতীন্দ্রিয় জগতের, ভাবলোকের, অস্বাভাবিক লোক মনে না করে বরং সাধারণ মানুষ বলে মনে করবে?'

'নিন্, আপনার ঘাস এসে গেছে জনাব।'

সেক্রেটারী তাড়াহুড়া করে আমাকে বললেন। তার কৃত্রিম হাসিতে একটা প্রচ্ছন্ন ক্রোধ দানা বেধে উঠছিল। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম, যদি একাডেমীর মেনিফেষ্টোতে কোন ধারা থাকতো তাহলে আমার মতো মেহমানকে সোজা গুলি মেরে শেষ, করে দেয়া হতো। কিন্তু নিরুপায় হয়ে তার বদলে ঘাস এনে দিল সামনে।

আমি ডানে বাঁয়ে দেখলাম। আমার উত্থাপিত প্রসঙ্গে কারো আগ্রহ লক্ষ্য করলাম না। শ্রী গণেন্দ্রজী রসগোল্লা গলাধঃকরণ করে সোজা সমাধিস্থ হলেন। শ্রী আবুস সাহাফী ঝিমুতে ঝিমুতে মোরাকাবায় চলে গেলেন। শ্রী সুন্দর সিংজী এমন করে দাঁড়ি খুঁজলাচ্ছিলেন যেন তিনি হঠাৎ কোন চিন্তার দিগন্তে উপনীত হয়েছেন। আসলে দাঁড়ি খুঁজলাচ্ছিলেন শুধু চুলকানির জন্যেই। আমি এ হেন পরিবেশ দেখে আমার প্রসঙ্গ রেখে ঘাস খেতে লেগে গেলাম। এক গাধা ঘাস খাওয়া ছাড়া আর কীইবা করতে পারে?

আমি সবে দু'এক কামড় ঘাস খেয়েছি এমন সময় গলায় চাদর জড়ানো এবং হাতে তানপুরা নিয়ে এক ভদ্রলোক আমার দিকে এলেন। কাছে এসে বললেন,

'জানতে পারলাম, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ব্যাপারে আপনার বেশ আসক্তি রয়েছে।'

'আসক্তি মানে? আমি নিজেই ভাল উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত গাইতে পারি। বলুন তো এখনই শুরু করতে পারি।'

'তা হবে পরে 'খন। এখন বরং আপনি আমাদের সাথে আসুন, আমাদের শিল্পীদের 'গণকলি' সঙ্গীতের মহড়া চলছে।'

'একটু অপেক্ষা করুন। ঘাসগুলো খেয়ে নিই, পরে আবার ঘাস কখন পাব তাতো জানি না।'

যেহেতু শিল্প-সাহিত্য ও চিত্রকলার যৌথ উদ্যোগে এই মজলিসের আয়োজন করা হয়েছে, এজন্যে আসক্তি থাক বা না থাক, 'গণকলি' শোনার ব্যাপারে বাহ্যতঃ তাদের বেশ আগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছিল।

দেড় ঘণ্টা ধরে 'গণকলি' চলছিল। এই ফাঁকে আমি অল্প অল্প করে ঘাস খাচ্ছিলাম এবং আনমনে গান শুনছিলাম। মাঝে মাঝে এমন তন্ময় হয়ে যেতাম, মনে হতো আমি 'গণকলি' খাচ্ছি এবং ঘাস শুনছি। অনেক লেখক চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। আবুস সাহাফী রীতিমত নাক ডাকছিলেন। কলাকেন্দ্রের কতিপয় শিল্পী একত্রিত হয়ে 'গণকলি' গানের ওস্তাদ কৃষ্ণদাস দেশপাণ্ডের কার্টুন আঁকছিল। অথচ তারা নিজেরাই একেকটা কার্টুন বিশেষ। নিজেদের কার্টুন তৈরীর কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়নি। ওস্তাদ কৃষ্ণদাস দেশপাণ্ডের 'ঘরানা' বিগত দেড়শ' বছর ধরে 'গণকলি' আলাপের একছত্র অধিপতি। বিগত দেড়শো বছর ধরে এই ঘরানা সঙ্গীতের শুধু এই একটি আলাপ নিয়ে অনুশীলন করেছে, বাদবাকী রাগ-রাগিনী বেমালুম ছেড়ে দিয়েছে। তবে 'গণকলি'র উৎকর্ষতা আজ এমন এক উচ্চমার্গে উপনীত করেছে যে, একনাগাড়ে দেড় ঘণ্টা এই আলাপ শোনার পর ফুলের পাপড়ির মতো চোখের পাতা মুদে আসে, তারপর

গায়ক নিজেই সবকিছু বন্ধ করে ফুলের কলি বনে যান। ক্লাসিকী সঙ্গীতে শিল্পের এই মাহাত্ম্য আজও ওস্তাদ কৃষ্ণদাস দেশপাণ্ডের ঘরানাতে বিদ্যমান।

গণকলির পর পনের মিনিট বিরতি দেয়া হলো। এই অবকাশটুকু না দিলে সঙ্গীত প্রেমিকদের কারো হার্টফেল হবার সম্ভাবনা ছিল। এই বিরতির সময় শ্রোতাদের চা পানে আপ্যায়িত করা হলো এবং গায়কদের ফুসফুসে অক্সিজেন। কেননা, ক্লাসিক সঙ্গীতের এটাও একটা বৈশিষ্ট্য যে, এক নাগাড়ে দেড় ঘণ্টা গাওয়ার পর অক্সিজেনের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

আমি এক সঙ্গীতকারকে জিজ্ঞেস করলাম,

'শুনেছি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আলাপের সকল রাগ-রাগিণীর পরিণতি ঘটাতে এমনকি তিনচার ঘণ্টা সময়ও কেটে যায়।'

'শুধু তিন ঘণ্টা? জনাব এই বিরতির পর ওস্তাদ রখব আলী খান গান্ধার ও মাত্রামিয়ার মালহার শোনাবেন যা কিনা শেষ হতে ছ'ঘণ্টা সময় লাগবে। আজ ওস্তাদ নাকি খুব তৈরী হয়ে এসেছেন।'

'তাহলে এমন ওস্তাদের জন্য কবর তৈরীর বন্দোবস্ত করা হবে নিশ্চয়ই।'

'তার মানে?'

'আমাকে যদি কোন অংককে দু'লক্ষবার করে দেখাতে বলা হয় তাহলে এর মধ্যে অবশ্যই এক আধবার দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকবে। সম্ভবতঃ আমি পাগল হয়ে যাব। তখন হয় কারো চুল ছিঁড়ব নয়তো নিজের গলা কাটব।'

সঙ্গীতকার আমাকে বুঝিয়ে বললেন, 'শ্রীমান উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বেলায় এমন ধারণা করা অমূলক। তবে এতটুকু হয়, গায়ক বড়জোর বেহুশ হয়ে পড়েন। এর বেশী আর কিছু হয় না। তবে শ্রোতাদের কেউ হয়ত বাড়ী গিয়ে আত্মহত্যা করতে পারে মানি, তবে আমাদের একাডেমীর কাছে এ ধরনের কোন প্রমাণ নাই। এজন্যে এ ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না।'

আমি বললাম,

'আমি তো শুনেছি, যখন থেকে আপনারা এবং অল ইণ্ডিয়া রেডিও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চালু করেছে, দেশে পাগল এবং আত্মহত্যার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।'

'ঠিকই বলছেন হয়তো।' দ্বিতীয় সঙ্গীতকার যিনি আমাদের কথা আড়িপেতে শুনছিলেন, তিনি বললেন, 'মনে হচ্ছে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ওপর আপনার ক্রোধ রয়েছে।'

'উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত আমি খুবই পছন্দ করি। তবে নিয়ন্ত্রিতভাবে। আপনারা যে ধরনের রেওয়াজ করেন এতে সঙ্গীতের আসল স্বাদ উঠে যায়, থাকে শুধু একটানা কসরত।'

'আপনি কিছুই জানেন না।' দ্বিতীয় সঙ্গীতকার এবারে একটু ক্ষেপে গিয়ে বললেন। 'আমাদের ভারতীয় হিন্দি মিউজিক বিশ্বের প্রাচীনতম সঙ্গীতকলা। বিগত সাড়ে তিন হাজার বছরের মধ্যে এই সঙ্গীতের একটি স্বরও বিকৃত হয়নি। আমাদের সঙ্গীতের রাগ আজ যে পর্যায়ে রয়েছে, তিন হাজার বছর পূর্বেও একই রকম ছিল।'

'এতে গর্ব করার কি আছে? আমাদের বংশেও দুনিয়া সৃষ্টির আদিকাল থেকে আমাদের ঘরানার কোন সঙ্গীত বিকৃত হয়নি। এক গাধা একলক্ষ বছর পূর্বে যে সুরে গাইতো এখনও একই সুরে গাইছে, একটু সুর বিনষ্ট হয়নি। সুরের সামান্য একটা লয় পর্যন্ত হুবহু রয়ে গেছে। যদি বলেন এখনি এক চরণ গেয়ে শুনিয়ে দিই।'

প্রথম সঙ্গীতকার চোখ গোলগোল করে আমাকে দেখছিল, কিন্তু কিছু বললনা। আমি বললাম,

'কোন পরিবর্তন না হওয়া, কারো কাছ থেকে কিছু না গ্রহণ করা বা না শেখা, নিজের গোঁড়ামীর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার মধ্যে গর্ব কোথায়? শিল্প কলায় যত বেশী পরিবর্তন ও নতুনত্ব নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে ততই ভালো। আর আপনারা যে বলছেন ভারতীয় সঙ্গীত বাইরের কোন প্রভাবই গ্রহণ করেনি, এটা সর্বৈব মিথ্যা। যেভাবে এখানকার সঙ্গীত বাইরে গেছে তেমনি বাইরে থেকে আরবী ও ইউরোপীয় সঙ্গীত এখানে এসেছে। বিদেশী সঙ্গীতের প্রভাব ভারতীয় সঙ্গীতকে করেছে আরো মহিমান্বিত, জীবনের সুর আরো

নানা বর্ণে বিম্বিত হয়েছে এই আধুনিক সঙ্গীতে। এতে ভারতীয় সঙ্গীতের মাধুর্য আরো ষোলকলায় পূর্ণ হয়েছে। আপনারা সঙ্গীত থেকে বাইরের প্রভাবকে কেন পুরোপুরি নাকচ করে দিতে চাচ্ছেন, এই রক্ষণশীলতা কেন আপনাদেরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে?'

'আমাদের নিজস্ব কালচারে বিদেশী অনুপ্রবেশ কেন বরদাস্ত করব আমরা?'

'প্রত্যেক কালচার এবং শিল্পকলার নিছক একটা ধারা রয়েছে। সেটা সম্পূর্ণভাবে জাতীয় ধারা। কিন্তু তন্মধ্যে বাহ্যিক যেসব উপাদান এসে সন্নিবেশিত হয় কালক্রমে তাও জাতীয় কালচার এবং শিল্পকলার বিশেষ অংশ বলে পরিগণিত হয়। এসব জেনেশুনে বেছে বেছে যারা কালচার থেকে এসব বহিষ্কার করতে চায় (যেমন আজকাল আমাদের ভাষা থেকে বিদেশী শব্দ বের করার চেষ্টা চলছে) তাদের মতো বেআক্কেল আর হয় না। এই প্রবণতা কোন দিন যাবে না। আমি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিরোধীতা করছি না, কিন্তু আমি চাই আপনারা সঙ্গীতকে আরো সমৃদ্ধ করুন। ছায়াছবির গানে পাশ্চাত্য এবং আরবী গানের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে যে নতুন ধরনের সঙ্গীত তৈরী করা হচ্ছে আপনারা সেদিকে একটু মনোযোগী হোন। বিদেশী অনুপ্রবেশের খারাপ দিকটা দেখলে চলবে না। এর সুন্দর দিকও দেখতে হবে। বিস্ময় লাগে, আমাদের লোক-সঙ্গীত এবং ফিল্মী গান দেশের কোটি কোটি মানুষের মাঝে এবং ভারতের বাইরে এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপে শনৈ শনৈ জনপ্রিয়তা অর্জন করছে, অথচ কিনা আমাদের সঙ্গীত একাডমী সাপের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতকে পাহারা দিচ্ছে। আপনারা কি কখনো আপনাদের এই ভড়ং ত্যাগ করবেন না? আপনারা কেন এসব অনাসৃষ্টি করে বেড়াচ্ছেন? এমনিতে তো উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রপাগাণ্ডা করে বেড়ান যে, ভারতীয় জনগণের ধ্যান ধারণা এবং রুচিকে উন্নত করতে হবে। কিন্তু যখন শো করেন, বড় বড় ওস্তাদদের নিয়ে আসেন আর একশ' টাকা টিকেট নির্ধারণ করেন, আপনারা কি মনে করেন উঁচু দরের টিকেট রাখলেই লোকদের রুচিও উঁচুতে উঠে যাবে জনাব? আপনারা যদি হাজার হাজার লোকের

সমাবেশে মহান উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পীদের অমৃত আলাপ না শোনাতে পারেন আর তা শুধু উঁচু তলার কিছু লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চান, তাহলে আমি বলব দেশে এধরনের সঙ্গীত একাডেমীর প্রয়োজন নেই এবং জনগণের দেয়া ট্যাক্স থেকে তাদেরকে এক পাই পয়সাও দেয়া ঠিক হবে না।'

রাগে উত্তেজনায় আমার কণ্ঠস্বর কাঁপছিল। ওদিকে ওস্তাদ রথব আলী খানের গান্ধার ও মাতরা আলাপ চলছিল। যতক্ষণ এই গাধা না যাবে ততক্ষণ অবধি তিনি যেন 'মিয়াঁ মালহার' শোনাবেন না। কলাকেন্দ্রের এক বিশিষ্ট সদস্য শ্রী এম, এম, জন্দ্রে আমার কাছে ঘেষে বসলেন। মোলায়েম কণ্ঠে তিনি বললেন, 'আপনিতো এখনও আমাদের পেইন্টিং একজিবিশন দেখেননি। ভারতীয় শিল্পীদের অনেক নতুন ছবি এসেছে। গত পরশু এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়েছে। আপনি ও দয়া করে এই পেইন্টিং দেখে আপনার মূল্যবান মতামত দেবেন।'

শ্রী এম, এম, জন্দ্রে পুরো পাঁচ বছর প্যারিসে থেকে ভারতীয় চিত্রকলার ওপর শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তাঁর ছবি 'শুধু কাঁটা আর কাঁটা' এই প্রদর্শনীতে রয়েছে। বিচারক মণ্ডলী এই ছবিটিকে দ্বিতীয় পুরস্কার প্রদান করেছেন। জন্দ্রে সর্বাগ্রে তার নিজের ছবি দেখাবার জন্য আমাকে ভেতরে নিয়ে গেল। অনেক বিরাটাকার ক্যানভাসে ছিল এই ছবিটি। একজন নগ্ন নারীর পিঠের চিত্র, ঘাড় বাঁকা করে তিনি পায়ের কাঁটা তুলছেন।

আমি বললাম,

'মেয়েটিকে নগ্ন দেখানোর কি প্রয়োজন ছিল? মেয়েরা বাথরুম ছাড়া স্বাভাবিকভাবে আর কোথাও নগ্ন হয় না। পায়ে যখন তাদের কাঁটা ফুটে তখন তারা কাপড়-চোপড় পরা অবস্থায়ই থাকে।'

জন্দ্রে জানাল,

'আপনি ছবির থিম বুঝতে চেষ্টা করছেন না। বাহ্যত মনে হয় তার পায়ে কাঁটা বিধেছে। আসলে কিন্তু তা নয়।'

'তাহলে?'

'মেয়েটি নিজেই নিজের পায়ে কাঁটা সেধিয়ে দিচ্ছে।' একটা গর্বদীপ্ত ভঙ্গিতে সে বলল। আমি বিস্ময় প্রকাশ করে বললাম, 'আচ্ছা, তাহলে ব্যাপার দেখছি অন্যরকম। মেয়েটি পায়ের কাঁটা তুলছে না, বরং নিজেই নিজের পায়ে কাঁটা বিধছে। আমিও দেখছি আস্তা গাধা। আধুনিক চিত্রকলার ব্যাখ্যা আমাদের বুঝতে একটু কষ্টই হচ্ছে দেখছি।'

'পুরো ছবিগুলো দেখুন, তাহলে কিছুটা আঁচ করতে পারবেন। এই দেখুন, একটি চমৎকার এবস্ট্রাক্ট আর্ট-এর নমুনা—এটা পাঠিয়েছেন জনাব গারখাশ গেরামী।'

ছবির পুরো ক্যানভাস জুড়ে একটি মেয়ের প্রচ্ছন্ন প্রতিকৃতি। বাহুর কাছে ভায়োলিন, গ্রীবার কাছে সেতারের তার। দেহের বাদবাকী অংশটি মস্তবড় একটা তানপুরা সদৃশ একটা বস্তু আর গলার বাইরে একটা হাতুড়ি।

আমি বললাম,

'এটা কি?'

'এটা রওশন আরা বেগমের ছবি।'

আমি বললাম,

'সঙ্গীত সম্রাজ্ঞী রওশন আরা বেগম এই ছবি দেখার পরও কি জীবিত আছেন?'

জন্রে বলল,

'এই ছবি সবেমাত্র তার স্বামী দেখেছে এবং পকেটে পিস্তল পুরে শিল্পীকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

'শিল্পী মহোদয় এখন কোথায়? জনাব গারখাস গেরামী?'

'পাকিস্তানে পালিয়ে গেছে।'

'যাক, ভালই হলো তাহলে। নইলে এখানে একটা খুনোখুনি হয়ে যেতো এবং হয় তো বা তা আর্টিষ্ট-এর নয় আর্টের।'

এরপর আমি ছবিটি অভিনিবেশ সহকারে দেখলাম। কেননা, আমি রওশন আরা বেগমকে অনেক নিকট থেকে বার কয়েক দেখেছি। কোন অঙ্গই রওশন আরার সাথে মিলছে না। আমি অবশেষে

হেরে গিয়ে বিরাট একটা ঢোক গিলে গলার কাছের হাতুড়ির দিকে আংগুল দেখিয়ে বললাম,

'এটার অর্থ কি?'

'এর অর্থ হচ্ছে এই সঙ্গীত শিল্পীর কণ্ঠের প্রতিটি স্বর হাতুড়ির মতো মজবুত।'

'বাহ্, কি সুন্দর উপমা, কি চমৎকার ইঙ্গিত।' আমি অলক্ষ্যে বলে ফেললাম। তারপর একটু থেমে বললাম,

'জনাব এই পলাতক গারখাস গেরামী কোথায় শিক্ষালাভ করেছেন?'

'প্যারিসে আট বছর ইরানী চিত্রকলা সম্পর্কে গবেষণা করেছেন।'

'বেশ, বেশ—এগিয়ে চলুন।'

সামনে একটা জানলা, এখান দিয়ে ওস্তাদ রখব আলী খানের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মূর্ছনা ভেসে আসছিল—"ঘন ঘন গরজ গরজ ঘন ঘন গরজ।" জানলার অদূরে একটা বৃহদাকার ক্যানভাসে তিনটা মাছের ছবি। একটা মাছ প্রায় দাঁড়িয়ে আছে, দ্বিতীয়টি পেটে ঢুকে আছে, তৃতীয় মাছটি দ্বিতীয় মাছের পেটে ঢুকে আছে। ছবির নীচে লেখা আছে 'সৃষ্টির লীলা খেলা'—বগলুল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এই বগলুল বেচারা কে?"

জান্দ্রে বলল, "ইনি বোম্বাই-এর বিখ্যাত শিল্পী। ইনি শুধু মাছের ছবিই এঁকে থাকেন।'

'তা কেন?'

'একবার তার প্রেমিকাকে শার্ক মাছে খেয়ে ফেলেছিল, সেই থেকে তিনি মাছের ছবিই আঁকেন।' আমি বললাম,

'কিন্তু তার ছবিতে তার প্রেমিকাকে তো দেখা যাচ্ছে না।'

'ভাল করে দেখুন। মাছের পেটে আছে। প্রত্যেক ছবিতেই তার প্রেমিকা আছে। কখনো সে থাকে মাছের পেটে, কখনো চোখে, কখনো বা লেজে বা অন্যকোন স্থানে। 'কিন্তু—' আমি খুব মনোযোগ দিয়ে ছবিটি দেখে বললাম, 'আমি তো কোথাও তা দেখছি না।'

জন্দ্রে পুনরায় ছবির দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখল এবং নিরাশ হয়ে প্রায় চীৎকার করে বলল, 'মনে হচ্ছে সে হজম হয়ে গেছে। যেহেতু বেচারী ছিল ক্ষীণকায়। কদ্দিন আর এভাবে থাকতে পারে? আর মাছটাও কিনা শার্ক মাছ! বেচারী হজম হয়ে গেল, আঃ!'

বলে জন্দ্রে রুমালের এক কোণায় নিজের চোখের পানি মুছে নিল।

'এই ছবিতেও দেখছি পুরস্কারের টিকেট লটকে আছে।' আমি বললাম, 'মাফ করবেন, এ রকম মাছ তো আমাদের বারাবাংকীতে চার বছরের ছেলেও এর চাইতে চমৎকার বানাতে পারে। অথচ এটাকে পুরস্কার দেয়া হয়েছে—এর পেটে মেয়েটি পর্যন্ত নেই।'

জন্দ্রে একটু ইতস্তত করে বলল, 'জানিনা, এখানে তো আমি আপনার সাথে একমত। কিন্তু কথা হচ্ছে, প্রদর্শনীর সময় বিচারক যখন দেখতে এলেন এবং দেখতে দেখতে এ পর্যন্ত এলেন তখন লাঞ্চের সময় হয়ে গিয়েছিল আর তার খুব ক্ষুধাও পেয়েছিল এবং সামনে ছিল এই মাছের ছবি।'

'ছবির সামনে আসতেই মাছের প্লেট সামনে এসে গিয়েছিল বোধ হয়।'

আমি ফোড়ন কেটে বললাম,

'জী হ্যা, মনে হচ্ছে এই মানসিক পরিস্থিতিতে পড়েই তিনি ছবিটিকে পাঁচশ' টাকা পুরস্কার দিয়েছিলেন। কী করা, বড় বড় লোকদেরও এরকম ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকে বৈ কি।'

আমি সামনের দিকে এগিয়েই যাচ্ছিলাম, সহসা আমার কানে ভেসে এল, 'কোথায় যাচ্ছ ওদিকে' এবং পর মুহূর্তে আমার গলায় একটা রশি ঝুলিয়ে দেয়া হল। আমি প্রতিবাদ করে কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, চেয়ে দেখলাম রূপবতী রশির গোড়া হাতের মুঠোয় নিয়ে টানতে টানতে বলছে,

'অনেক কষ্টে তোমাকে বাগে আনলাম। এখন সোজা বাড়ীর দিকে চল।'

আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, অপর দিক থেকে কে যেন অন্য একটি রশি আমার গলায় লাগিয়ে দিয়ে টানতে টানতে বলল, 'ওর সাথে তুমি কোথায় যাচ্ছ? তুমি যে আমাদের গাধা?'

আমি ফিরে দেখলাম কথাগুলো কমলার মুখ থেকে বেরোচ্ছিল। একদিকে কমলা টানছিল আমাকে, অপরদিকে রূপবতী।……

রূপবতী বলল, 'বেহায়া ছেড়ে দে বলছি ও হচ্ছে আমার গাধা।'

কমলা বলল, 'নির্লজ্জ কোথাকার, কমিনা, দেখছিস না—ও আমার।'

দু'জনেই দু'দিকে টানছিল আমাকে, আমি লাথি মেরে, লাফ মেরে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করছিলাম। এই চেষ্টার ফলে অনেক মডার্ন ছবি, অনেক দুর্লভ স্কেচ দেওয়াল থেকে খসে পড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। এক ক্যানভাস যেয়ে পড়ল অপর ক্যানভাসের উপর হুমড়ি খেয়ে। সহসা আমি মাছের পেটে রওশন আরা বেগমকে দেখতে পেলাম এবং তার সেই হাতুড়ী বার বার আমার গর্দানে এসে পড়তে লাগল। আমি চীৎকার করে সারা প্রদর্শনী লণ্ডভণ্ড করে দিলাম। ইতিমধ্যে পুলিশের লোকেরা এসে পড়েছে। শেঠ মনসুখলালও হাঁপাতে হাঁপাতে ভেতরে চলে এল। ভাগ্য ভাল বলতে হবে যে, এ সময় রূপবতী এবং কমলা দুজনেই আমাকে ছেড়ে দিল। আমাকে ছেড়ে দিয়ে তারা নিজেরাই রণে নেমে গেল। চুলোচুলি করে একজন আরেকজনের চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করছিল। তাদের এই গালাগালি এবং ঝগড়ার মাঝে আমি তাদের ডজন খানেক প্রেমিকের নাম জানতে পেরেছি। শেঠ মনসুখলাল ভেতরে ঢুকেই আমার রশি হাতে নিয়ে নিলো এবং আমার দু'দিকে দু'জন পুলিশ দাঁড় করিয়ে দিল। বাকী পুলিশদের দিয়ে তিনি কমলার ছোবল থেকে রূপবতীকে উদ্ধার করেন। ততক্ষণে কমলা রূপবতীর চুল ধরে ধরাশায়ী করে বুকের উপর বসেছিল। এদের দু'জনের ছাড়াছাড়ি করাতে পুলিশের বেশ কষ্ট করতে হয়েছে। পুলিশের লোকরা পরাজিত এবং ক্রন্দনমানা কমলাকে জোর করে একটা বুইকে বসিয়ে বাড়ী পৌঁছে দিলো আর এদিকে মিস রূপবতী ও শেঠ মনসুখলাল আমার রশি ধরে হিড় হিড় করে টেনে পুলিশের সহযোগিতায় সরাসরি বাড়ী নিয়ে এলো।

ওদিকে ওস্তাদ তখনো বিরামহীন গাইছিলেন—

ঘন ঘন ঘন গরজ গরজ
ঘন ঘন গরজ গরজ ঘুংঘুর

বাড়ী পৌঁছে শেঠ মনসুখলাল এবং তার মেয়ে রূপবতী আমাকে একটা কামরায় বন্ধ করে রাখল।

বেশ রাত হয়ে গেছে ততক্ষণে। রাস্তায় দু'একটা টাংগা ঘোড়ার যাতায়াত শোনা যাচ্ছিল। কাগজ বোঝাই একটা গরুর ছ্যাকড়া-গাড়ী ক্যাঁচক্যাঁচ করে যাচ্ছিল। শেকলে বাঁধা দুটো কুকুর এক চাকরের সাথে চলছিল। পশুদের এইতো জীবন।

রূপবতীর হাতে একটা সরু ছড়ি। ছড়ি দুলিয়ে সে পায়চারী করছিল। ক্রোধে সে থরথর করে কাঁপছিল। শেষাবধি মনসুখলাল তাকে বুঝিয়ে বলল, 'যার সাথে তোমার বিয়ে হবে তার সাথে এ হেন ব্যবহার তোমার সাজেনা, তাও বিয়ের ঠিক পূর্বক্ষণে।'

আমি শেঠের পক্ষে সাফাই স্বরূপ বললাম,

'আপনি ঠিক বলছেন। সাধারণত দেখা যায় প্রেমের পরই মারপিট শুরু হয়। আর এভাবে প্রেমের আগেই যদি মারপিট শুরু হয়ে যায়, তাহলে জীবনের কোন স্বাদ আর থাকলোনা।'

'কথা বলবেনা, বলছি।' রূপবতী আমার দিকে তাকিয়ে গর্জে উঠল।

শেঠ তার হাত থেকে ছড়ি ছিনিয়ে নিলো। রূপবতী ছড়ি ছাড়াই হাত ঘুরিয়ে বলল, 'আচ্ছা, এবারে সত্যি সত্যি বলতে হবে তোমাকে সেই কুকুরটাকে তুমি ভালবাস কিনা?'

'কার কথা বলছ?'

'কমলা।'

'হাঁ, কমলা এমনিতে তো বেশ দেখতে শুনতে স্মার্ট—সে সময় একবার আমার ইচ্ছা হয়েছিল তাকেই সেরা সুন্দরী বলে ঘোষণা করে দিই।'

'তাই দিতে—' রূপবতী আরো উত্তেজিত হয়ে উঠল। 'পিতাজী, আমার ছড়িটা একটু দিন তো এদিকে।' আমি তাড়াতাড়ি বললাম,

'কিন্তু তার প্রতি আমার কোন ভালবাসা ছিল না। আমি তো আসলে এক গাধা। গাধা হয়ে আমি কি করে এক মেয়েকে ভালবাসব?'

শেঠ মনসুখলাল বলল, 'আরে ভাই আজকাল এক গাধাই বরং প্রেম করতে পারে। যে দিনকাল পড়েছে, যার সত্যিকার বদ্ধিজ্ঞান আছে এমন মানুষ কি কোনদিন প্রেমের নাম নিতে পারে? দেখতে

পাচ্ছনা জিনিষপত্রের দাম কিভাবে নেমে যাচ্ছে। চাউলের দাম কমে গেছে। মরিচের দামও নেমে যাচ্ছে। সবে আমি ষ্টক এক্সচেঞ্জে দশ লাখ টাকা খুইয়েছি। এই বিপজ্জনক সময়ে কার ঘাড়ে দশটা মাথা আছে যে বুঝে শুনে একটা প্রেম করবে? আজকাল বরং গাধাদের পক্ষেই প্রেম করার মেলা সুযোগ।' আমি বললাম, 'হতে পারে ষ্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে পণ্যের দাম কমে গেছে। কিন্তু ঘাসের দাম তো তেমনি বেশী রয়ে গেছে। আমার মতো এমন লক্ষ কোটি গাধা ঘাসের দুর্মূল্যের কথা বলে বলে আজ হয়রান।'

'এই তো তোমার বদভ্যাস, যখনি কথা ওঠে তুমি সরাসরি ঘাসের প্রসঙ্গ নিয়ে এসো।'

আমি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় দরজায় করাঘাত হলো। এক চাকর এসে বলল, 'শেঠজি আপনার টেলিফোন।'

শেঠজি হাফাতে হাফাতে টেলিফোনের দিকে গেলেন। সম্ভবত ষ্টক এক্সচেঞ্জের কোন খবর ছিল। এবারে কক্ষে আমি আর রূপবতী একা। রূপবতী বলল,

'সত্যি সত্যি বলো? কমলাকে তোমার ভাল লাগে?'

'হঁা।'

'ওর মধ্যে এমন কি আছে যা আমার মধ্যে নেই?'

বলেই রূপবতী উঠে আমার কাছে চলে এলো।

'ডার্লিং, আমি না সেদিন বলেছিলাম, তুমি আমাকে নিয়ে ইচ্ছে করলে বেড়াতে বের হতে পার।'

'কিন্তু আমার পিঠে জিন লাগানো থাকবে বলেছিলে।'

সে আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে বলল,

'তুমি প্রত্যেকদিন আমাকে নিয়ে বের হতে পার। তোমার পিঠে কোন জিন থাকবে না। তোমার গলার রশি পর্যন্ত আমি নিজ হাতে রাখব, সহিসকে দোবনা।'

'স্বামীদের রশি সব সময়ই মেয়েরা নিজেদের হাতের মধ্যে রাখে।'

রূপবতী তার বাহু দিয়ে আমার গলা বেষ্টন করে ধরল এবং বলল,

'এবং এটাও আমি ওয়াদা করছি, বছরে দু'দিন তুমি আমার ডাইনিং রুমে আসতে পারবে এবং যথারীতি আমার সাথে খাবার খাবে।'

'সে দুটো দিন কোনদিন?'

'একদিন হলো তোমার জন্মদিনে, আরে তোমার জন্মদিন যেন কবে?

'আমাদের আবার জন্মদিন কি? গাধাদের এবং খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষদের কোন জন্মদিন কি হয়? জন্মদিন এবং এই ধরনের বড় বড় কথাবার্তা বড় লোকদের ব্যাপার। যাক, তবু বুঝলাম আমার জন্মদিনে আমি তোমাকে ডাইনিং রুমে একাকী পাব আর বাকী দিনটি?'

'যেদিন আমাদের বিবাহের দিন।'

রূপবতী ফিল্ম একট্রেসদের মতো লাস্যচালে কথাটি বলে আমার কানের কাছে মোলায়েম করে একটা চুমো দিল।

এরপর সে আমার সামনে একটা কাগজ এগিয়ে দিল। আমি বললাম,

'এটা কি?'

'চুক্তিপত্র।'

'কিসের চুক্তিপত্র, বিয়ের?'

'বিয়ের নয়, এটা তোমার এবং পিতাজীর মাঝে প্রস্তাবিত বিজনেস পার্টনারশীপ-এর কণ্ট্রাক্ট।'

'কিসের বিজনেস?'

'সেই যে—' রূপবতী আমার গলার সাথে তার গাল ছুইয়ে আবেগ বিহ্বল হয়ে বলল, 'সেই যে তোমার বিজনেস, যেজন্য কমলা তোমাকে আমার কাছ থেকে হাইজ্যাক করে নিয়ে যাচ্ছিল। নাও, এখন ঝটপট সইটা সেরে ফেল, মাই ডার্লিং, মাই ডাংকি।' আমি বললাম,

'তোমার গালটা একটু সরিয়ে নাও, আমার বড্ড কাতুকুতু লাগছে।'

রূপবতীর চোখে এক মুহূর্তের জন্য ক্রোধ ঠিকরে পড়ল, পরমুহূর্তে সুকৌশলে নিজেকে সামলে নিলো এবং একই রকম সোহাগ প্রকাশ করে বলল,

'তাড়াতাড়ি সইটা করো না। তুমি কি আমার জন্য এতটুকু করতে পারনা ধব্রু?'

'আমি তোমার জন্য সব কিছু করতে পারি। আমি তোমাকে আমার পিঠে বসিয়ে বারাবাংকী পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারি। তোমার নতুন বাড়ী তৈরীর সময় আমি ইট টানার কাজ করতে পারি, আমি তোমার জানালার পাশে দাঁড়িয়ে রাতভর তোমাকে গান শুনাতে পারি—কিন্তু এই কাগজে আমি সই করতে পারি না।'

'কেন?'

আমি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় সশব্দে দরজা খুলল এবং শেঠ মনসুখলাল ঘর্মাক্ত অবস্থায় হাফাতে হাফাতে রূপবতীকে বলতে লাগল,

'সর্বনাশ হয়ে গেছে, সর্বনাশ—জিনিসপত্রের দাম আরো পড়ে গেছে। চাউলের দাম প্রতিমণ ২ আনা আর কাপড় প্রতিগজ এক আনা কমে গেছে। সিমেণ্ট-এর ওপর থেকে সরকারী নিয়ন্ত্রণ উঠে গেছে—সিমেণ্টের দাম পাউণ্ড প্রতি চার আনা নেমে গেছে।' শেঠ একদম কেঁদে ফেলে বলল, 'হায় রাম এখন কি হবে?'

আমি বিস্ময় প্রকাশ করে বললাম,

'চাউল, সিমেণ্ট, কাপড় এর দাম যদি একটু কমে গিয়েই থাকে তাহলে ক্ষতি কি? সাধারণ লোকরা সহজে এগুলো এখন কিনতে পারবে, এতে কান্নাকাটির কি আছে?'

'তুমি বলছ কান্নাকাটির কি আছে? এতে যে আমি দু'কোটি টাকার লোকসানে পড়ে গেছি।' শেঠ এবারে বুকে হাত মারতে লাগল।

'যদি জিনিষপত্রের দাম এক পয়সাও কমে আমি দেউলিয়া, স্রেফ দেউলিয়া।'

'এত ঘাবড়াবেন না পিতাজী।' রূপবতী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতে লাগল, 'এই কাগজে আপনিও সই করুন। এই পঁচিশ কোটি টাকার বিজনেসে আপনার সব লোকসান পুষে যাবে।' এরপর সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল,

'সইটা তাড়াতাড়ি করো ডার্লিং, দেখতে পাচ্ছনা তোমার শ্বশুর দেউলিয়ার খাতায় নাম লিখিয়েছে।'

'সই তো আমি এখনই করে দিতে পারি। কিন্তু ২৫ কোটি টাকার ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝলাম না।'

'তার মানে? তুমি না সেদিন নিজে থেকে পঁচিশ কোটি টাকার কথা বলেছিলে, সাক্ষাৎকারের সময় নেহেরুজীর সাথে ২৫ কোটি টাকার ঠিকাদারী……'

'তা তো বলেছি—কিন্তু আসলে ব্যাপারটা ছিল অন্যরকম, আমার পুরো কথাটা তোমরা না শুনেই…কথা হয়েছিল ঠিকাদারীর নয়, বার্মা অয়েল রিফাইনারীর ২৫ কোটি টাকার প্রজেক্ট সম্পর্কে……'

'বাপরে।' শেঠ একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। 'হায় হায় আমার এই পঁচিশ কোটি টাকাও গেল, সবই গেল আমার, ভাইরা, আমি এই গাধার জন্য কি না করেছি? ঠিক জামাইর আদরে আমি এই গাধাকে বাড়ীতে রেখেছি, তার সম্মান বৃদ্ধির জন্য মিউনিসিপ্যালিটিতে সম্বর্ধনার আয়োজন করিয়েছি, খবরের কাগজে ছবি ছাপিয়েছি, মিছিল, ফুলের মালা, সুগন্ধি ঘাস—হায় রাম, আমি তো লুটে গেছি।'

'এটা তাহলে ঠিকাদারী ছিল না?' রূপবতীর চোখ থেকে আগুন ঠিকরে পড়ছিল। 'যদি তাই না হবে তাহলে তুমি আমাদের এখানে এসেছ কি জন্য?'

'মুখ সামলে কথা বলো কিন্তু, আমি তোমার হবু স্বামী, এটা মনে রেখো।'

'স্বামী না ছাই, কমিনা, গাধা কোথাকার।'

'একি বলছ, আমি যে তোমার ডার্লিং, তোমার ধবরু।'

'হারামজাদা।'

রূপবতী হাতে ছড়ি তুলে নিলো। শেঠজি নিলো একটা মোটালাঠি। এক চাকর কোথা থেকে যেন একটা মোটা বাঁশ তুলে নিয়ে এলো। আমি চারদিকে অসহায় ভাবে তাকালাম। সব দিকের দরজা বন্ধ ছিল, কোনদিকে একটা জানলা পর্যন্ত খোলা ছিল না।

"ষ্টাফ রিপোর্টার"

সেই শিক্ষিত গাধাটি গতরাতে সাংঘাতিকভাবে আহত হয়েছে। তার হাড়মাংস প্রায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। পায়েও প্রচণ্ড ব্যথা। কে বা কারা তাকে পিটিয়েছে তার কোন হদিস মেলেনি। প্রেসের লোকেরাই তাকে টেনে হিঁচড়ে হাসপাতালে নিয়ে এসেছে। ডাক্তারদের মতে তার অবস্থা সংকটজনক। সম্ভবতঃ সে আর বাঁচবে না। যা হোক, চিকিৎসা চলছে। ইত্তেফাকের পাঠকরা তার জন্য দোয়া করবেন। যদি কোনদিন সে বেঁচে উঠে তাহলে আবার আমরা তার জীবনের বিচিত্র কার্যকলাপ নিয়ে লিখতে পারব……